বিনিময় ১০ টাকা

অধিকার

জুলাই ২০১৬

এই সংখ্যার বিষয়

সমস্ত রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তি(চাই
২৬ তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন সম্পর্কে কিছু মতামত
এপিডিআর-এর সম্মেলন এবং দেশবাসীর দায়
গৌর চক্র(বর্তীর বেকসুর মুক্তি((তিপূরণ ও সাজার দাবিতে রাষ্ট্রের বি(দ্ধে মামলার দাবি
ধর্মের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে যারা-বি(মানবতার শত্রু তারা
কা(ীরে যারা পাথর ছোঁড়ে তারা দেশদ্রোহী
কলকাতায় যারা পাথর ছোঁড়ে তারা দেশপ্রেমী!
তুরস্কে ভূলুণ্ঠিত মানবাধিকার
বৈচিত্র্যময় গণতন্ত্রের একটি আবশ্যিক স্তর গণভোট
পরাজয় মানবে না যারা, তারা আজও পথ হাঁটে
কোনো প্র(চলবে না কিন্তু ভিন্নমতের সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্র টিকবে?
তথ্যানুসন্ধান
● চট্টার ফেড কারখানায় আগুন লেগে ঘুমন্ত শ্রমিকদের মৃত্যু
● উড়িষ্যার কন্ধমল জেলায় ভূয়া সংঘর্ষে মৃত্যু ভূমিপুত্রদের
● ডায়মন্ড হারবারে গো(চোর সন্দেহে ছাত্র হত্যা
কা(ীর নিষিদ্ধ দেশের উপকথা
চলে গেলেন অমল দত্ত, মহম্মদ আলি
নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট স্মারকলিপি,
কল্লোল শুধুমাত্র একটি নাটক নয়!
তেত্রিশ বছরে পা রাখা মেদিনীপুর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি
বহরমপুরে টুকটুক উচ্ছেদ বিরোধী কনভেনশন
ছাত্র কৌশিক পুরকাইত হত্যায় কর্মসূচী

সম্পাদনা পত্রিকা উপসমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতির প(
সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ সেনগুপ্ত
(৯৪৩২২৭৬৪১৫) কর্তৃক ১৮, মদন বড়াল লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত ও মা তারা প্রিন্টার্স, শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত।
E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdr.org.in
Phone : (033) 2237 6459

APDR

সমস্ত রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তি(চাই

ধীরাজ সেনগুপ্ত

১৯৭৩ সালের ২৮ শে জানুয়ারী মাসে এপিডিআর রাজবন্দিদের মুক্তি(এবং নাগভূষণ পট্টনায়েকের উপর থেকে ফাঁসীর দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে প্রথম কলকাতায় একটি কনভেনশন ডেকেছিল। সেই শু(। আজও রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি(র দাবি ও মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহারের জন্য ধারাবাহিক কর্মসূচী নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। সরকার বদলেছে(বদলেছে রাজনীতির রং ও প্রতিশ্রুতির পালা। কিন্তু দেশের এবং পশ্চিমবঙ্গের কারগারগুলি কখনো রাজবন্দি শূন্য থাকেনি। এখনো হাজার হাজার রাজবন্দি কারাগারে রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস ও জনবিরোধী সরকারী নীতির বিরোধিতার অপরাধে। আমাদের দেশের সংবিধান, আইন বা সর্বোচ্চ আদালত এই বিরোধিতাকে অপরাধ বলে গণ্য করে না। তবু এই 'অপরাধগুলিতেই' জেলখানাগুলি ভর্ত্তি রাজবন্দিতে। দেশের ফৌজদারী ব্যবস্থার এই কেরামতি বৃটিশের সৃষ্টি ও প্রশি(ণের ফল। একদিকে ইউএপিএ-এর মতো মানবাধিকার লঙঘনকারী আইনগুলি, অন্যদিকে, মানবাধিকারের প্রতি উদাসীন পুলিশী ব্যবস্থা যা 'আইন শৃঙ্খলা বা তথাকথিত 'পাবলিক অর্ডার' র(ায় নিয়োজিত এবং (মতাসীন দল বা দলীয় জোটের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন। সংবিধানের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার র(ার 'স্পিরিটকে' রাজনৈতিক (মতাসীনেরা গু(ত্ব দেবেন এমন বাধ্যবাধকতা নেই। দলীয় রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব 'স্পিরিট'-এ সংবিধানকে ব্যবহার করাটা যে ভবিষ্যতে যথেষ্ট বিপজ্জনক হতে পারে আমাদের সংবিধান সভায় সে আশংকার কথা উঠেছিল(পর্যালোচিত হয়েছিল(কিন্তু প্রকৃত র(াকবচ মেলেনি(যা মিলেছে তা হল ৩৫৬ ধারা। পাঁচ বছর অন্তর ভোট এবং সেই সঙ্গে ২২ এর ৩ (খ) ধারা সেখানে বলা হয়েছে 'নিবর্তনমূলক আইনে' আটক ব্যক্তি(অভিযুক্তে(র বিশেষ অধিকার পাবে না।

'নিবর্তন মূলক আটক' হল আটকের এক সীমাহীন 'সরকারী অধিকার' যে কারণে তা মানবাধিকার ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু প্রশাসনিক দৃষ্টিতে 'ভীষণ সুবিধা-প্রদানকারী' এবং সেজন্য ভীষণ 'গ্রহণযোগ্য'!

স্বাধীন ভারতের প্রশাসন এ যাবৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে নাগরিকের সমালোচনা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ঠেকাতে এর যথেষ্ট ব্যবহার করে যাচ্ছে। সংবিধানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি থাকার জন্য দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় 'কালাকানুনের' অনুমোদন দিতে বাধ্য হচ্ছে (একটি দৃষ্টান্ত AFSPA)। এইসব কালাকানুন সরাতে নাগরিক ((াভ-বি(াভ, প্রতিবাদ ও আন্দোলন একমাত্র কার্যকারী পথ কারণ সে পথেই DIR, PDA, MISA,

TADA, POTA ইত্যাদি আইন উঠে গেছে এবং সে রকম কিছু আইন যেমন NSA, UAPA, AFSPA-র সামান্য কিছু 'সংস্কার' হয়েছে কিন্তু তাদের ভয়াবহতা কমেনি। UAPA-র নয়া সংশোধনীগুলিতে আবার নাগরিক ও মানবাধিকার আন্দোলনকেও ঐসব দানবিক কানুনের আওতায় এনে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে (একটি দৃষ্টান্ত ৩৯ ধারা) এবং সেই সঙ্গে আদালতের অধিকার (বা ভূমিকা)-কেও সংকুচিত করা হয়েছে জামিনের প্র্ে এবং পুলিশী রিপোর্টের উপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে।

আমাদের ফৌজদারী ব্যবস্থায় 'রাষ্ট্রদ্রোহীতা' (এ্ে ত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য IPC-র ১২৪ (ক) ধারা) ঔপনিবেশিক বিচারধারাকেই স্মরণ করায় যা রাষ্ট্র ও সরকারকে একাকার করে ফেলে। পাঁচ বছর অন্তর সরকার পরিবর্তনের সুযোগ সংবিধানে দেওয়া থাকলেও রাষ্ট্র পরিবর্তনের বিধান তাতে নেই (সংবিধানের ১২ ধারা সেই তফাৎটারই ইঙ্গিত দেয়)। সরকারের বিরোধিতাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতায় পরিণত করতে বা সেই মতো ব্যাখ্যা করতে ১২৪ (ক) ধারাটি পুলিশ ও আদালতকে আবার সুযোগ করে দেয়। এর নজীর অসংখ্য যে কারণে বিচার প্রহসন হয়ে উঠেছে। এই ধারাটি প্রত্যাহারের দাবি উঠলেও রাজনৈতিক বদলা নেওয়ার ধারাল হাতিয়ার হিসেবে শাসকদলগুলি ও সরকার তা বজায় রাখতে সবিশেষ আগ্রহী। ভারতের ফৌজদারী আইনের সরকারী ব্যবহারিক প্রয়োগ যখন তার (সরকারের) রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠে তখন আন্দোলনকারীদের বি(দ্ধে ১২১-১২৪ (ক) ধারাগুলির সঙ্গে ১২০ (খ) যুক্ত(করে গ্রেপ্তার ও কেস সাজাতে পুলিশকে বলা হয়। প্রয়াত মানবাধিকার কর্মী কান্নাবিরণ তা ভাল মতোই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তার বইয়ে, 'দি ওয়েজেস অফ ইমপ্যুনিটি'-তে। ভারতীয় দন্ডবিধি বা ফৌজদারী কার্যবিধিতে 'রাজবন্দি'-র সংজ্ঞা নেই আছে ইণ্ডিয়ান এক্সট্রাডিশন আইনে। তবে এমন রাজবন্দি কম যাদের বি(দ্ধে সরকার উপরোক্ত(ধারাগুলি প্রয়োগ করেনি। এদের সবাইকেই 'আইন শৃঙ্খলা' 'সরকারী নির্দেশ' (পাবলিক অর্ডার) ও 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা'র প্ে বিপজ্জনক চিহ্নি(ত করা হয়েছে যদিও ঐ ধারণাগুলির কোনোটাই সংজ্ঞায়িত হয়নি— এমনকি সর্বোচ্চ আদালতেও না। ফলে এ সব অভিযোগ সর্বগ্রাসী আকারে হাঁ করে আছে। (মতাসীনেরা কে কতোটা হিংসায় বিশ্বাসী তার উপর কার্যত নির্ভর করে রাজবন্দিদের বিচার-প্রক্রি(য়া অর্থাৎ দোষী সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়া।

'রাষ্ট্রের বি(দ্ধে যুদ্ধ' স্বাভাবিক নিয়মেই খোঁজ করবে অস্ত্র ও বিস্ফোরকের যেহেতু তা যুদ্ধ সে জন্য রাষ্ট্রদ্রোহীতার সঙ্গে জুটে যাবেই অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনের ধারাগুলি। এগুলি মালায় গেঁথে দিতে লাগে ফৌজদারী দন্ডবিধির ১২০ (খ) ধারাটি যা 'ষড়যন্ত্র'কে শাস্তিযোগ্য ও সহজে প্রমাণযোগ্য করে তোলে। 'ষড়যন্ত্র'-এর ে ত্রে প্রত্য(প্রমাণ কম পাওয়া যায় ফলে আদালতকে নির্ভর করতে হয় 'সহায়ক প্রমাণ' ও নিজ-বিবেচনা (মতার উপর। বহু(ত্রেই এই জায়গাটির দখল নেয় পুলিশ-পিপি-র সৌজন্যে।

এত সবেও যখন (মতাসীনেরা 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা' নিয়ে 'নিশ্চিন্ত' থাকতে 'দ্বিধা' বোধ করে তখন নির্মাণ করা হয় 'বে-আইনী কার্যকলাপ', 'সন্ত্রাসবাদ নিরোধক' (?) দানবীয় আইনগুলি যাতে প্রচলিত ও পরী(ত ফৌজদারী প্রক্রি(য়াকেও নস্যাৎ করা হয়। জামিন দুষ্প্রাপ্য হয়। বিচার রাজনীতির সঙ্গে জরিয়ে যায়। ফাঁসী বা যাবজ্জীবনের সাজার জন্য খুব বেশী 'প্রমাণের' দরকার পড়ে না। যেহেতু বিচার-প্রক্রি(য়া নিম্ন আদালতেই হয় প্রথমে, যেহেতু সেখানে দ(আইনজীবী দুর্লভ ও বিচার দীর্ঘস্থায়ী ও অতি-ব্যয় সাপে(তাই প্রতিপ(ের বি(দ্ধে সরকারের বদলা নেবার ইচ্ছা সহজেই পূরণ হয়। অবস্থা আরো খারাপ পর্যায়ে পৌছোয় যখন 'পাবলিক প্রসিকিউটার' নিয়োগের ব্যাপারটা সরকারের 'স্বরাষ্ট্র দপ্তর' দেখাশুনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। নিম্ন আদালতে এসব কারণে একবার সাজা হয়ে গেলে উচ্চ আদালতে আপীল থেকে ফলের আশা কম থাকে কারণ নিম্ন আদালতে যে প্র্ে তোলা হয়নি আপীলে তা যোগ করা যায় না। বি(প্ত ভাল ফল অনেক সময় মেলে তবে দরকার পড়ে 'বিশেষ জনমতের চাপ' অর্থাৎ উচ্চ-কোটি মানুষের সহায়তা বা এদেরকে পাশে পাওয়া। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক হিংসার বলী দরিদ্র নীচুতলার মানুষ এবং তাদের সংগঠিত প্রতিবাদ ও মত প্রকাশের অধিকার। আইনের মোড়কে রাষ্ট্রীয় হিংসা যখন 'রাষ্ট্রদ্রোহীতার জন্য ' অস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহারের সঙ্গে সংজ্ঞাহীন 'সন্ত্রাসবাদ'-এ পরিণত করার সর্বগ্রাসী প্রচেষ্টায় রূপ নেয় তখন বিচার ও প্রহসনের মধ্যে পার্থক্যটা ক্র(মশ মুছে যেতে থাকে।

রাজবন্দিদের বিচার প্রক্রি(য়ায় এখন সেটাই হয়ে চলেছে। ঠিক এই প্রক্রি(য়ায় ছত্রধর মাহাতো, শম্ভু সোরেন, সগুন মুর্মু, সুখশান্তি বাস্কে, রাজা সরখেল এবং প্রসূন চ্যাটার্জীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনানো হল। রঞ্জিত মুর্মু, সিদো সোরেন, লালমোহন টুডু, সন্তোষ পাত্র এবং শশধর মাহাতোকে মেরে ফেলা হল— ভুঁয়ো সংঘর্ষে কিম্বা কারাগারে বিনা চিকিৎসায় (রঞ্জিত মুর্মু) মৃত, তাই এই পাঁচজনের বিচার হবে না। এবং কিভাবে তারা মারা গেল তারও বিচার হবে না। তাদের সাজা সরকার নিজেই দিয়ে দিয়েছে। তাই আইন বলছে, আর তো তাদের সাজা দেওয়া যাবে না। যারা মেরেছে তাদের সাজা দেওয়া যায়(কিন্তু আইন চায় সরকারের অনুমতি ও উদ্যোগ। জনমতের প্রবল চাপ ছাড়া যা দুষ্প্রাপ্য। এবং এখনো যা পাওয়া যায়নি। নন্দীগ্রাম যার আরও একটি উদাহরণ।

ফৌজদারী দন্ডবিধির ১২০ (খ) এবং UAPA-এর সাহায্যে (এর ১৮ ধারা) লালগড় আন্দোলনকে 'অপরাধ'-এ পরিণত করা হয়েছে। একই অভিযোগে বহু মানুষকে জড়ানোর প্রাচীন ব্রিটিশ পন্থা ১২০ (খ) এবং তাদের বি(দ্ধে অভিযোগের প্রামাণ্যতাকে হালকা করতে বা প্রমাণের কঠোরতা ও যুক্তি(কতা কমাতে UAPA -কে সাথী করা হয়েছে। UAPA -র মতো দানবীয় আইনগুলি ফৌজদারী ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করতে বা প্রহশন করতে পেরেছে।

লিফলেট বা সিডি পেলেই বা অভিযোগের সমর্থনে একজনও প্রত্য(সা(ীর প্রামাণ্য সা(্য না পেলেও যাবজ্জীবন-এর মতো দন্ডাদেশ দিতে বিচারকের কোনো অসুবিধা হয় না। 'বিচার' থেকে 'ন্যায় বিচার'- এর মর্মবস্তুটি উঠে গেলেও (!) 'বিচার'কে তখনও 'বিচার'ই বলা হতে থাকে। যদিও বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের ধারায় বিচারের সময় 'মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা' বজায় রাখাটা বাধ্যতামূলক। প্র(উঠতে পারে কতদূর পর্যন্ত ? উত্তর শেষ পর্যন্ত। প্র(উঠবে শেষ কোথায়? উত্তর হল 'Justice must be seen to be done'. লালগড় আন্দোলন— বিচারের রায় (ছত্রধরদের কেসের রায় আসলে লালগড় আন্দোলনের উপর কোর্টের রায়) দেখলে (Seen) এক লহমায় বোঝা যায় তা 'ন্যায়বর্জিত'। মূল অভিযোগকারীর দাবি IED বিস্ফোরণ ঘটার পর যারা ধরা পড়ল তাদের সাহায্য নিয়ে ছত্রধর মাহাতোকে ধরা হল। কিন্তু (প্রথম) তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সা(্য দিচ্ছেন ছত্রধরকে ধরার পর বাকিদের ধরা হয়েছে। তদন্তকারীর 'অজ্ঞতা' বলে ব্যাপারটিকে কী উড়িয়ে দেওয়া যায়? কিন্তু দেওয়া হয়েছে এবং হয়েছে বিচারেই ! হিংসার বি(দ্ধে আইন এবং আইনের হিংসা পরস্পর মিলে যাচ্ছে। মানবাধিকার আন্দোলনের কাছে এটা একটা অতি বিপদজ্জনক পরিণতি। ভারতীয় দণ্ডবিধি, কার্যবিধি ও সাম্যবিধি-র সঙ্গে মানবাধিকার আইন ফৌজদারী ব্যবস্থার প্রত্য(অঙ্গ এখনও নয়। কিছু দার্শনিক বিচারপতি মানবাধিকারকে ফৌজদারী ব্যবস্থার সঙ্গে জুরতে চেয়েছেন এবং এখনো সেটুকুই ভারতীয় নাগরিক ও মানবাধিকার আন্দোলনে প্রাপ্য হয়েছে। লালগড় 'বিচার'-এর (ে ত্রে এ প্র(েই আবার সামনে এল। মানবাধিকার আইন কবে আমাদের ফৌজদারী ব্যবস্থার প্রত্য(অংশ হবে? মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে MISA, TADA, POTA ইত্যাদি প্রত্যাহৃত হয়েছে। তাদের জায়গা নিয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, UAPA ও NSA (জাতীয় সুর(া আইন)-র মতো আইনগুলি যার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার দেশবাসীর দাবি হয়ে উঠেছে। এই ল(্যে মানবাধিকার আন্দোলনকে আরও এগোতে হবে। বি(োয়নের জেরে এই দাবি আরও বেশী আমাদের মনযোগ দাবি করছে। TADA মানবাধিকার লঙঘনকারী আইন বলে বাতিল হয়েছে কিন্তু সেই আইনেই বিচার হল ইয়াকুব মেমনের। বিচারে 'ফাঁসি হল' ন্যায় বিচার কোথায় গেল? (মতাসীনদের যুক্তি(এবং মানবাধিকারের কাছে মাথা নত করতেই হবে কারণ রাষ্ট্রের উপরে থাকে নাগরিক কারণ তারাই রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। আমাদের সংবিধানের শু(টাই এরকমভাবে করতে হয়েছে।

মানবাধিকার লঙঘন করে যে ভাবে ভারতে বি(োয়নের নীতি ও বাধ্যবাধকতা পরিচালিত হচ্ছে কিছু মানুষ তাতে বিশেষ উপকৃত হলেও এবং 'সাজ-পোষাক' পাল্টালেও সর্বত্র অসাম্য, নিপীড়ন, বাস্তুচ্যুতি, কর্মচ্যুতি, পুলিশী উৎপীড়ন, অবহেলা এবং গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারগুলির পদদলন ঘোর বাস্তব হয়ে উঠেছে। অনেক (ে ত্রেই নাগরিকদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। বিরোধী মত শক্তি(অর্জন করছে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। কর্পোরেট শোষননীতি অপরিবর্তিত রেখে নিরাপত্তার দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দমন পীড়নের হাতিয়ারগুলি আরও শক্ত(পোক্ত(করার সঙ্গে সরকারগুলি সম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের উস্কানী দিয়ে চলেছে। ধর্মীয় মে(করণের সঙ্গে (মতার মে(করণ সমান তালে চলছে। (মতা আঁকড়ে রাখার স্বার্থে নিঃশব্দে জেলবন্দি মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ব্যক্তি(ও সংগঠিত প্রতিবাদকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি । এই প্রে(াপটে রাজবন্দিদের স্বীকৃত অধিকারগুলির বিশেষ গাইড লাইন বা সারকুলার জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেনে নিয়েছে যাতে তারা কেউ সমাজের সঙ্গে এমনকি তাদের উকিল বা আত্মীয়দের সাথেও দেখা করতে না পারে। ছত্রধরদের ছ'জনের রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদাটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বার্তাটি এইরকম যে রাষ্ট্রীয় নীতি ও কর্মধারা নিয়ে প্র(করা অপরাধ(এবং এমনি অপরাধ যে বন্দি হিসেবে ন্যূনতম অধিকারগুলিও দেওয়া হবে না।

এই চরম নাগরিক, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার হরণের প্রে(াপটে আমাদের 'অধিকার' পত্রিকাটির বিশেষ রাজবন্দি সংখ্যা বের করা হল। আমরা চাই রাজনৈতিক, বন্দিমুক্তি(আন্দোলন আরও বেশী শক্তি(শালী ও ঐক্যবদ্ধ হোক। 'রাজবন্দি মুক্তি(যৌথ উদ্যোগে'র এবং ছত্রধরদের অন্যায় সাজা দানের বি(দ্ধে সমবেত প্রয়াস সফল হবে রাজ্য সরকারকে যদি নীতি বদলে বাধ্য করা যায়। রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি(দেবার ব্যাপারে শুধু সদ্দিচ্ছার অভাব আছে এমনই নয়, বরং প্রতিহিংসা ও বদলার অমানবিক নীতি তাকে পুরোটাই গ্রাস করেছে। TADA ও POTA থেকেও ভয়ঙ্কর বর্তমান UAPA আইনের দৌলতে (প্রত্য(হিংসায় জরিত থাকাটা যেখানে দরকার পড়ে না কাউকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিতে, Zamur Ahmed Latifur Rahman Sheikh v State of Maharastra (2010) 5 Sec. 246, Para 77, দ্রষ্টব্য) রাজবন্দিদের মুক্তি(র ব্যাপারে আদালত-প্রক্রি(য়ার কার্যকারিতা তুলনায় অনেক কমেছে, এজন্য রাজবন্দি মুক্তি(আন্দোলন (যেখানে তা নিঃশর্তভাবে সকলের জন্য দাবি করা হয়) সরকারের বি(দ্ধে জনমত গঠন ও জনসমাবেশ ঘটানো ছাড়া অন্য পন্থায় সফল করে তোলা কার্যত অসম্ভব। আলোচ্য প্র(এই দিকে প্রধান জোর দেবার আবেদন করছি আমরা (এপিডিআর)। রাজবন্দি মুক্তি(আন্দোলনকে বৃহত্তর নাগরিক ঐক্য ও প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে আমাদের সফল করতে হবে। এগিয়ে আসুন।

এপিডিআর-এর ২৬ তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন সম্পর্কে কিছু মতামত

বিনায়ক সেন ও ইলিনা সেন

শু(তেই, এপিডিআর-এর সমস্ত সদস্য ও পদাধিকারীদের ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের এপিডিআর-এর সম্মেলনে আলোচনা ও কার্যত্র(মে খোলাখুলি অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন। আতিথেয়তা ও অভিবাদনের উষ(তায় আমরা গভীরভাবে অভিভূত।

প্রথম যে বিষয়টা আমাদের মধ্যে ছাপ ফেলেছে সেটা হল সম্মেলনে বিরাট সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতি যারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত হয়েছেন। সম্মেলনের কার্যত্র(মে তাদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ আমাদের মুগ্ধ করেছে, অন্যান্য রাজ্যের মানবাধিকার সংগঠনে আমাদের অভিজ্ঞতার সাথে যা একেবারেই মেলে না। অন্যান্য রাজ্যে পিইউসিএল এবং পিইউডিআর-এর মতো সংগঠনে সদস্য সংখ্যা খুবই কম এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ানোটা সব সময়ই একটা লড়াইয়ের ব্যাপার। এপিডিআর সম্মেলনে ব্যাপক সদস্য সংখ্যার উপস্থিতির ফলে স্থানীয় ইউনিটগুলি তাদের অভিজ্ঞতা আরও বেশি পরিমাণে ব্যক্ত(করতে পারত বলে আমাদের মনে হয়েছে। বিষয়টা যা দাঁড়াল, অভিজ্ঞতাগুলির বিনিময় কিছুটা পরিমাণে হল বটে কিন্তু এটা ঘটল অবিধিবদ্ধ পরিসরে এবং বিধিসম্মত সভার মাঝের সময়টুকুতে। বলা যায়, এটা ঘটল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেটা অল্প কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উদ্বোধনের পর সম্মেলনের দুদিনের নির্দ্ধারিত সময়টুকুর বেশির ভাগটাই ব্যয় হল সম্পাদকের প্রতিবেদন পাঠ এবং তার ওপর আলোচনায়। বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে যদি ইউনিটগুলিকে প্রতিবেদন পাঠানো হত এবং তাদের বক্ত(ব্য চাওয়া হত তাহলে অনেকটা সময় বাঁচত। সে(ত্রে, সম্মেলনে মূল মূল বিষয়গুলি আলোচনার জন্য বাছাই করা যেত। তাহলে বেশিরভাগ সময়টা পাওয়া যেত রাজ্যের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির ওপর যে চ্যালেঞ্জগুলি উপস্থিত হয়েছে (বিশেষ বিশেষ এলাকার বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমেত) সেগুলি সম্পর্কে আলোচনায় এবং সেগুলির মোকাবিলায় যথাযথ পদ্ধতির অনুসন্ধানে। প্রকৃতপ(, এই বিষয়গুলির ওপর এবং পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা অনেকবেশি গু(ত্বপূর্ণ ছিল। যদিও আলোচনায় বিষয়গুলি বি(প্তভাবে এসেছে কিন্তু আরও গভীরে যাওয়ার দরকার ছিল।

সাংগঠনিক পর্বটা খুব তাড়াহুড়ো করে সারা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। এবং নতুন কমিটি গঠনের (ত্রে যতটা সময় দেওয়া দরকার ছিল ততটা সময় দেওয়া হয়নি।

এই ছোটখাট কিছু সমালোচনামূলক মন্তব্য সত্বেও আমাদের স্মৃতিতে যেটা থেকে যাবে সেটা হল প্রাণবন্ত জমায়েত, বিশাল ইতিবাচক শক্তি(আর ব্যাপক সাংগঠনিক ভিত্তি। এই গুণগুলিই এপিডিআর সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সংগঠনের বৃদ্ধি ও ফলপ্রদ কার্যত্র(মের পথে কোনো বাধা এলে তাকে জয় করতে সাহায্য করবে।

গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতির সম্মেলন এবং দেশবাসীর দায়

মীরাতুন নাহার

গত ২১-২২ মে, ২০১৬ আলিপুর দুয়ারের রোহিত ভেমুলা ভবনের মলয়া ঘোষ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতি ('APDR' নামে সর্বাধিক পরিচিত সংস্থা)-র ২৬ তম (নবম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন)। এটি এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ছিল। এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রথম দিনের আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা এবং অংশগ্রহণ করার আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। তাই সেদিনের অভিজ্ঞতার এবং এই সংগঠনের সঙ্গে বেশ কিছু বছর ধরে সম্পর্ক গড়ে ওঠার ভিত্তিতে দু-চার কথা নিবেদন করছি বর্তমান স্বল্প পরিসরের নিবন্ধে। বিশেষত দেশবাসীর দায় বিষয়টি আমাকে নিয়ত ভাবায়। কখন থেকে যেন আমরা দেশবাসীরা সব দায় অন্যের উপর ন্যস্ত করে দিয়ে নিজেরা সবার্থমগ্ন জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি -- সে সত্য অনুধাবন করতে পারছি না। বেশ কিছু সময়কাল ধরে ল(্য করছি আলোচ্য সংস্থার পরিজনেরা দেশ বাঁচানোর দায়টুকু নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে (এদানীংকালে অতি কথিত) গণতান্ত্রিক অধিকার র(ার কাজে নিজেদের সামিল করে নিয়েছেন এবং দেশময় ছুটে ছুটে সে কাজ করে চলেছেন। আমি তাঁদের ডাক উপে(া করতে পারি না বলে প্রায়শই তাঁদের পাশে গিয়ে হাজির হই। এবারের সম্মেলনেও সেভাবেই আমার এগিয়ে যাওয়া এবং কলকাতা শহরের দূষণযুক্ত(পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আলিপুর দুয়ারের প্রকৃতি-সমৃদ্ধ আবহাওয়ায় কিছু সময় কাটিয়ে আসার সৌভাগ্য লাভ করা।

শি(ার্থী জীবনে দর্শন-পাঠে নৈতিকতা বিষয়ক যে জানায় সমৃদ্ধ হয়েছে আমার মন ও জীবন তার মধ্যে দুটি বিষয়কে আমি সর্ব(ণ অনুসরণ করে চলতে চেয়েছি জীবনের পথ-চলায়। (এক) কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য পালন করতে হবে। করণীয় কাজ সম্পন্ন করার (ত্রে কোনোভাবেই যেন ব্যক্তি(গত অথবা গোষ্ঠী-স্বার্থের প্রবেশ না ঘটতে পারে সেদিকে সর্তক থাকতে হবে। (দুই) যে কোনো কাজ করার (ত্রে সেই কাজের ল(্য-টি যেন কখনো উপায় হিসেবে গণ্য না হয়ে পড়ে। কোনো মানুষের বিপন্নতায় সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়ে যেন সেই সাহায্য দ্বারা নিজের কী সুবিধা প্রাপ্তি ঘটবে তা জরিপ করা না হয়। সে (ত্রে যেন কেবল তার বিপদের মোকাবিলা করাই ল(্য হয়। ছাত্রজীবনে এই পাঠ নিয়েছি মহান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের কাছ থেকে আর পারিবারিক জীবনেও জন্মদাতা শিখিয়েছিলেন কঠোর নৈতিকতা মানতে কান্টের মতোই -- কখনো কাউকে অর্থদান করে তার থেকে মুনাফা পেতে চেও না। দেবে যখন তখন নিঃস্বার্থভাবে নিঃশর্তে দেবে। ব্যাঙ্কের সুদ অথবা ট্যাক্সের ছাড় নেওয়া তিনি বারণ করেছিলেন এবং নিজে কখনো নেননি। নিলে সেই (সমবায় ব্যাঙ্কের) অর্থও দান করে দিতেন এবং অবশ্যই গোপনে।

এই প্রকার কঠোর নীতিশি(ালাভে দী(িত আমার মন খুঁজে পেরে মানবাধিকারের দায় বয়ে নিয়ে বেড়ানো মানুষজন ও গোষ্ঠী-

সংগঠনকে। APDR নামে খ্যাত সংস্থা কোথাও মানুষের অধিকার লংঘিত হলে তা ফিরিয়ে আনার কর্তব্যবোধ দ্বারা তাড়িত একটি সংগঠন। এই সংগঠন আলিপুর দুয়ারে সংঘটিত সম্মেলনে তাঁদের কর্মপ্রণালীর সেই ধারারই দৃষ্ঠান্ত তুলে ধরেছে বলে আমি মনে করি। মানবাধিকার র(ায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা বিষয়ে প্রথমদিনের আলোচনাসভা তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজন। কেন সে কথাটুকুই কেবল এখানে বলা যাক। কী চায় এই সংগঠন এবং কী করতে পারে?

১। দেশবাসীর গু(ত্বপূর্ণ অংশ হল এই দেশের জনগণ। সেই জনগণকে তাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সেইসঙ্গে তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে এগিয়ে যাওয়া প্রতিটি দেশবাসীর দায়। এই সংস্থা সেই ল(্যসাধনে এগিয়ে চলেছে।

২। দেশের শি(ত, গুণী, সচেতন, সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক সমাজের অন্তর্ভূক্ত(দেশবাসীর ভূমিকা দেশ-কল্যাণসাধনে অতি গু(ত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়কালে যেন মনে হচ্ছে তাঁরা অধিক সংখ্যায় নিজেদের সেই প্রকার ভূমিকা ভুলে উল্টোপথের পথিক হয়েছেন। দেশনেতা-নেত্রীদের তাঁরা উচিত-কর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করবেন -- সেটাই তাঁদের যোগ্য ভূমিকা। বদলে ল(্য করা যাচ্ছে তাঁরা বিপথগামী দেশ-নেতা নেত্রীদের আনুগত্য মেনে নিতে উৎসুক হয়ে পড়ছেন। তার ফলে জনগণ দিশেহারা হয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। গণ-জাগরণ ঘটছে না। এই সংস্থা যেন সেই ঘাটতি পূরণের দায় নিজেরা বহন করে চলেছে।

৩। দলীয় রাজনীতি আজ দৈত্যের মতো উপদ্রব করে চলেছে সমগ্র দেশ জুড়ে। এই রাজনীতির ধারক-বাহকরা মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াতে শেখায় তাদের সমর্থকদের কিন্তু চোখে পরিয়ে দেয় দলতন্ত্রের ঠুলি। তাতে জনকল্যাণ নয়, ঘটছে জনগণের মধ্য থেকে কল্যাণবোধ সুদূরে মিলিয়ে দেওয়ার তুমুল কর্মকান্ড। এই সংস্থা দেশবাসীকে সেই অপকান্ড সম্পর্কে সচেতন করতে চায়। দলতন্ত্র যে গণতন্ত্রের প্রবল দুশমন সেকথা দেশের মানুষ এখনও ঠাহর করতে পারছে না। তাই সংস্থার চলা অব্যাহত রাখতে হচ্ছে।

৪। জাতীয়তাবাদের অবি(াস্য ধ্বংসাত্মক রূপ-এর ভয়াবহ বাস্তবায়নে মেতেছে দেশের কিছুসংখ্যাক নেতা-নেত্রী সহ কিছু নঞ্চর্থক রাজনৈতিক ল(্য সাধনে অতিসক্রি(য় ধর্মীয় সংগঠন। এই সংস্থা তাদের ডেকে আনা বিপদ সম্পর্কে দেশবাসীকে সর্তক করতে বদ্ধপরিকর।

৫। যে রাজনীতির বিস্তার ঘটছে দেশজুড়ে তা আদতে বঞ্চিত দেশবাসীকে অপরাধী করে গড়ে তোলার রাজনীতি। এই রাজনীতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে অরাজনৈতিক এই সংস্থা অপরাধমুক্ত(সমাজ গড়ার কাজে নিজেকে নিবেদন করতে চেয়ে এগিয়ে চলেছে।

৬। গ্রামজীবনকে বিপুল পরাক্র(মে ধ্বংস করার কাজ করছে এখন রাজনৈতিক সংগঠনগুলি। গঠন নয়, ধ্বংস। পরস্পরের সহযোগী নয়, গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়ে দেশীয় মমত্ববোধ ভুলে হিংসায় মেতে থাকাকেই জীবনপ্রণালী বলে মেনে নিচ্ছে। এর ভয়াবহ পরিণতি অনুমান করলেও একে থামাবার পথে এগিয়ে আসছে না দেশবাসী তেমন সংখ্যায়! এই সংস্থা ভোলেনি সে দায়।

৭। সাম্য-সৌভ্রাত্র-স্বাধীনতার আদর্শ আজ দেশবাসীর 'মুখে' ঠাঁই নিয়েছে। 'কাজে' কোথাও নেই। এই সংস্থা সেই কাজে বি(াসী, কথায় নয়।

৮। ভোগ-কামনা বাড়ালে তা যে জীবনে পরিণতিতে দুর্ভোগই ডেকে আনে তা বুঝতে পারছে না ভোগবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপায়ণে অতি আগ্রহী দেশবাসী, শ্রেণী-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় স্তর নির্বিশেষে। এই সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকরা সে পথের পথিক হতে চায় না।

৯। 'রাজনীতি' আজ নিন্দাসূচক শব্দ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। রাজনীতি-র নেতিমূলক পথ ও প্রণালী পরিহার করে চলা এই সংস্থা তাই প্রশংসা কেড়ে নিয়েছে আমার মতো অসংখ্য দেশবাসীর থেকে।

১০। নারী-নির্যাতন আজ একটি প্রক্রি(য়া-প্রেমে প্রত্যাখ্যান, পেশাগত প্রতিযোগিতা, পারিবারিক বিরোধ, প্রতিবাদী দমন, রাষ্ট্র(মতা দখল ও প্রতিষ্ঠার জন্য দলীয় কোন্দল ইত্যাদিতে সেই প্রক্রি(য়া প্রধান একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সারা দেশে -- বিশেষত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ নামক প্রিয় রাজ্যটিতে। এই সংস্থার প্রতিনিধিরা এই হাতিয়ারকে অচল করার কাজে নিরলস সৈনিক হতে চায়।

এমন দায়গুলি পালনের দায়িত্ব মেনে নিয়েছে ১৯৭২ সালের ২৫ জুন গড়ে ওঠা 'গণতান্ত্রিক অধিকার র(া সমিতি'। ১৯৮২ সালে ১৬-১৭ জানুয়ারি কলকাতায় এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এ বছর অনুষ্ঠিত হল ২৬-তম সম্মেলন আলিপুর দুয়ারে যার শরিক হতে পেরে আমি এই সংগঠনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দীর্ঘ ৪৪ বছরের কর্মধারা বয়ে নিয়ে চলা সোজা কথা নয়। অথচ সেটি সম্ভব হয়েছে -- সম্ভব করেছে এই সংগঠন।

যে কোনো সম্মেলনেই কিছু অব্যবস্থাকে কিছুতেই প্রতিহত করা যায় না। কিন্তু সে অভাব মিটিয়ে দিতে পারে অকৃত্রিম আন্তরিকতা। এই সম্মেলনে কিছু মানুষের কিছু অসুবিধা রোধে সেই আন্তরিকতার সদর্থক ভূমিকা ভুলিয়ে দিয়েছে সকল অস্বস্তি। এই প্রকার সম্মেলনের মূল দুটি উদ্দেশ্য গু(ত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় সকলের কাছেই। (এক) বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিনিধিদের একত্রিত হয়ে মিলিত হওয়ার আনন্দ লাভ ঘটে। এবং (দুই) সংস্থার মূল উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য কেউ যে এ(ত্রে একলা নয়, সাথী রয়েছেন বহু না হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক দেশবাসী -- সেই সত্য ঐক্যবদ্ধ শক্তি(তে বি(াসী হতে প্রেরণা দেয়।

আমার বি(াস, আলোচ্য সম্মেলনে এই দুটি উদ্দেশ্য পূরণের সাফল্য, আমরা, অংশগ্রহণকারীরা, সকলেই অনুভব করে ইদানীং কালে দুর্লভ আনন্দ লাভের অংশীদার হতে পেরেছি। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই আনন্দটুকু আমাদের সকলের জীবনের পরবর্তী পথ চলার খোরাক যোগাবে।

গৌর চত্র(বর্তীর বেকসুর মুক্তি((তিপূরণ ও সাজার দাবিতে রাষ্ট্রের বি(দ্ধে মামলার দাবি

রঞ্জিৎ শূর

রাজ্যের কারাগারে ৭ বছর বন্দি থাকার পর বেকসুর খালাস পেলেন রাজনৈতিক বন্দি গৌরনারায়ণ চত্র(বর্তী। ৭৬ বছরের প্রবীণ এই রাজনৈতিক কর্মীর জীবনের গু(ত্বপূর্ণ ৭টি বছর সম্পূর্ণ বিনা দোষে নষ্ট হয়ে গেল। বিপর্যস্ত হয়ে গেল গোটা পরিবারটাই। এর আগে একই ঘটনা ঘটেছে হিমাদ্রি সেন রায় এবং চন্ডী সরকারের (ে ত্রেও। দুজনেই ৬/৭ বছর জেলে কাটানোর পর বেকসুর খালাস পেয়েছেন। একই ঘটনা ঘটছে অনেক রাজনৈতিক কর্মীর (ে ত্রেই। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বশতই এই সব রাজনৈতিক কর্মীকে জেলে পোরা হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণেই তাদের জেলে পচিয়ে মারার ষড়যন্ত্র করেছিল বামফ্রন্ট সরকার এবং পরবর্তী কালে তৃণমূল সরকার। চন্ডী সরকারের (ে ত্রে কৃষ(নগরের সেশন কোর্টের বিচারক তাঁর রায়ে বলেছিলেন, "The case that was started by the state against the accused persons is manufactured and concocted and with an oblique motive of shattering the valuable lives of the accused persons for 5-6 years in jail." এই মামলায় চন্ডী সরকারের সঙ্গে আরো ১১ জন রাজনৈতিক কর্মীর বি(দ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগসহ নানা অভিযোগ আনা হয়েছিল। সকলেই বেকসুর খালাস পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্র(উঠছে, রাজনৈতিক কর্মীদের এই ভাবে মিথ্যা অভিযোগে কারা(দ্ধ করার জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের কি কোনো সাজা প্রাপ্য নয়? জীবনের এতগুলো বছর বিনা দোষে নষ্ট করার জন্য, পরিবারগুলিকে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের কাছে ঐসব কর্মীদের কি (তিপূরণ দাবি করা উচিত নয়? তাদের কি উপযুক্ত((তিপূরণ প্রাপ্য নয়?

এমন নয় যে ব্যাপারটা শুধু এই রাজ্যে ঘটছে বা শুধুমাত্র মাওবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের (ে ত্রেই ঘটছে। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই ছবিটা কমবেশী একই। মাওবাদীদের মতই মুসলমান 'উগ্রবাদী' সংগঠনের কর্মী বলে জেলে পোরা নাগরিকদের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটছে। সিমি, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের (ে ত্রেও ছবিটা একই। আলিগড় মুসলিম বি(বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একটি সংগঠন এরকম ১৮টি মামলা চিহ্নি(ত করেছেন যেখানে সম্পূর্ণ সাজানো মামলায় বেশ কিছু মুসলমান যুবককে কারা(দ্ধ করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ৬ জন সিমি কর্মীর ফাঁসির আদেশ হয়ে গেলেও ৬ বছর পরে তারা বেকসুর খালাস পান। সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে, পুলিশ সাজানো তথ্য প্রমাণ পেশ করে তাদের সাজার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। একই ছবি দেখা গেছে বিখ্যাত অ(রধাম মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণ মামলায়। এই মামলায় মুসলমান যুবকদের বি(দ্ধে মিথ্যা অভিযোগ সাজানো হয়েছিল। ৩ জনের ফাঁসির এবং ৩ জনের অন্য সাজা ঘোষণা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ১৪ বছর বাদে সকলেই বেকসুর ঘোষিত হয়ে মুক্তি(পায়। দেশজুড়ে এই ছবি প্রকাশ হতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই এর বি(দ্ধে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে থাকে। ষড়যন্ত্রীদের সাজার দাবির সঙ্গে সঙ্গে দাবি উঠতে থাকে মিথ্যা অভিযোগে জেল খাটা নিরপরাধ যুবকদের (তিপূরণ দিতে হবে। মাওবাদী রাজনীতির জন্য কারা(দ্ধ কর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং একই সঙ্গে মুসলমান যুবকদের মিথ্যা অভিযোগে সাজা দেওয়ায় (ুব্ধ নাগরিক সমাজ— উভয়ই এই দাবিতে আদালতের দারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্যই আলাদা আলাদা ভাবে। এমনকি বিচারকদের কেউ কেউও এ ব্যাপারে বিচলিত হয়ে (োভ প্রকাশ করতে থাকেন। কেরালা হাইকোর্ট এক যুবককে 'মাওবাদী সন্দেহে' জেলে পোরার জন্য রাজ্য সরকারকে এক লাখ টাকা (তিপূরণ দেবার আদেশ দেন। ঐ যুবকের বি(দ্ধে সুনিদিষ্ট কোনো অপরাধের অভিযোগই ছিল না। শুধুমাত্র 'মাওবাদী সন্দেহে' তাকে জেলে পোরা হয়েছিল। কেরালা হাইকোর্টের এই রায়ের বি(দ্ধে কেরালা সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাবার সংকল্প ঘোষণা করেছে বলে সংবাদপত্রে খবর হয়েছে। মহারাষ্ট্রে মাওবাদী রাজনৈতিক কর্মী সন্দেহে জেলে পোরা হয়েছিল অ(ণ পেরেরাকে। জীবনের অনেকগুলো বছর জেলে কাটিয়ে বেকসুর খালাস পান অ(ণ। সংবাদপত্রের খবর, অ(ণ পেরেরাও (তিপূরণের দাবিতে মহারাষ্ট্র সরকারের বি(দ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। সম্প্রতি এরকম একটা (তিপূরণের মামলা নিয়ে দেশজুড়ে যথেষ্ট কৌতুহল তৈরি হয়েছিল। এধরনের (তিপূরণের বিষয়ে পদ(ে প করার জন্য এই মামলাটির বিষয়ে জানা জ(রি।

গুজরাট সরকারের বি(দ্ধে (তিপূরণ এবং দোষী পুলিশদের শাস্তির দাবিতে মামলাটি করেছিল অ(রধাম মন্দির বোমা বিস্ফোরণ মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়া মুসলমান যুবকরা। মামলাটি বিচার করে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট দুই প(ে র বক্ত(ব্য শোনে এবং (তিপূরণের দাবি প্রত্যাখান করে। নিরপরাধ মুসলমান যুবকদের তরফে আদালতে বলা হয় সুপ্রিম কোর্ট শেষ পর্যন্ত বুঝেছে যে তথ্য-প্রমাণ-স্বা(্য ইত্যাদি জালিয়াতির মাধ্যমে করা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্ত(দের বেকসুর মুক্তি(দিয়েছে। মধ্যবর্তী সময়ে অভিযুক্ত(রা ১০ থেকে ১১ বছর জেলেই কাটিয়েছেন। সর্বোচ্চ আদালত তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিনা দোষে জীবনের যে ১০ টি বছর জেলে কাটিয়েছেন তার সেই ১০ বছর ফেরত দেবে কে? রাষ্ট্র যেহেতু বন্দিদের জীবনের অধিকারকে ভয়ংকর ভাবে লঙঘন করেছে তাই রাষ্ট্রকে অবশ্যই তাদের উপযুক্ত((তিপূরণ দিতে হবে।' কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সে দাবি অগ্রাহ্য করে বলে, ''যদি (তিপূরণের দাবি মেনে নেওয়া হয় তবে তা এক ভয়ংকর উদাহরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে।' শেষ পর্যন্ত আবেদনকারীদের তরফে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তাদের আইনজীবী সুপ্রিমকোর্টে বলেন যে তারা আগে ষড়যন্ত্রকারী পুলিশ অফিসারদের সাজার দাবিতে উপযুক্ত((ে ত্রে আবেদন জানাবেন। সুপ্রিম কোর্ট তাদের বক্ত(ব্যে বলেছিলেন, বেকসুর খালাস পেলেই আপনা আপনি (তিপূরণের যোগ্য বিবেচিত করা যায় না। তাদের ইঙ্গিত ছিল, আগে ষড়যন্ত্রকারী পুলিশদের চিহ্নি(ত করে সাজা দেওয়াতে পারলে তবেই (তিপূরণের প্র(টি গু(ত্বের সঙ্গে বিবেচনা কর সম্ভব। আবেদনকারীদের আইনজীবী তাই আগে,

দোষী পুলিশদের শাস্তির জন্য আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন। এই মামলা চলাকালীন উভয় পে(র বাদানুবাদে বহু গু(ত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। ন্যাশানাল ক্র(াইম ব্যুরোর রেকর্ড থেকে পেশ করা তথ্যে জানা যায়, সারা দেশে সমস্ত মামলার মধ্যে সাজা হয়েছে ২০১৪ সালে ৪৫ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৪০.২ শতাংশ এবং ২০১২ সালে ৩৮.৫ শতাংশ মামলায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে (তিপূরণ দিতে হবে ২০১৪ সালে ৫৫ শতাংশ, ২০১৩ সালে প্রায় ৬০ শতাংশ এবং ২০১২ সালে ৬১.৫ শতাংশ মামলায়। তাই সুপ্রিম কোর্ট স্বাভাবিক ভাবেই বলেছিলেন, (তিপূরণ দিলে তা এক ভয়ংকর উদাহরণ তৈরি করবে। সুপ্রিম কোর্টে গুজরাট সরকারের যুক্তি(গুলিও ছিল চমকপ্রদ। যেমন এক জায়গায় তারা বলেছেন ''... (তিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি এলে সারা দেশের তদন্তকারী সংস্থার উপরই তা খুবই হতাশাজনক প্রভাব ফেলবে। কারণ তদন্তকারী অফিসাররা সব সময়ই (তিপূরণ দেওয়ার আতঙ্কে ভুগবেন।...'' আগেই বলেছি, এই মামলাটি খুবই গু(ত্বপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় (তিপূরণের দাবি গ্রহণ না করলেও এই মামলার মাধ্যমে অনেকগুলি দিক উন্মোচিত হয়েছে। প্রথমতঃ সুপ্রিম কোর্ট কোনো আইনী যুক্তি(তে (তিপূরণের দাবি অগ্রাহ্য করেননি। দ্বিতীয়, ষড়যন্ত্রকারী পুলিশ অফিসারদের সাজার দাবিতে মামলার বিষয়টিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এভাবে মিথ্যা অভিযোগে জেল খাটানোর জন্য (তিপূরণ এবং দোষী পুলিশদের সাজার দাবিতে মামলা করা সম্ভব এবং তাতে জয়ও অসম্ভব নয়। মহারাষ্ট্রে অ(ণ পেরেরার মামলাও বিচারের জন্য গৃহিত হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমের খবর। কাজেই পশ্চিমবাংলার বিষয়টি গু(ত্বের সঙ্গে বিচার করে দেখাটা জ(রি। দার্জিলিংয়ের ছত্রে সুব্বা জেল থেকে বেকসুর ছাড়া পাওয়ার পর এপিডিআরকে চিঠি লিখেছিলেন, রাষ্ট্রের বি(দ্ধে (তিপূরণের মামলা করার জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। সেটা বেশীদূরে এগোয়নি। গৌরনারায়ণ চত্র(বর্তীর বেকসুর খালাস জনমানসে যে প্রভাব ফেলেছে, সচেতন মানুষের মধ্যে যে দাবি উঠে এসেছে— তাতে মনে হয়, (তিপূরণ এবং দোষী পুলিশদের সাজার দাবিতে মামলা করার এটাই উপযুক্ত(সময়। মিথ্যা অভিযোগে রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে পচিয়ে মারার এই ভয়ংকর অভ্যাস বন্ধ করার জন্য, ষড়যন্ত্রী পুলিশদের এই কাজ থেকে বিরত করার জন্য এই মামলাটার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করাটা খুবই জ(রি। সারা দেশের সমস্ত হাইকোর্টেই রাজনৈতিক কর্মীরা একই ধরনের মামলা করার মাধ্যমে একটা জনমত তৈরির উদ্যোগ নিলে আখেরে খুবই ভাল ফল হতে পারে।

তুরস্কে ভূলুণ্ঠিত মানবাধিকার

১৫ জুলাই রাতে তুরস্কে সেনাবাহিনীর একাংশ এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি রেসেপ তায়িপ এরদোগানের সরকারকে (মতাচ্যুত করতে চেষ্টা করে। পরের দিন সকাল থেকেই লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে এসে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে। নিরস্ত্র জনতার সঙ্গে সেনাদের সংঘর্ষে ২৪০ জন প্রাণ হারায়।

সন্দেহ করা হয়, এই অভ্যুত্থানের পেছনে নির্বাসিত ধর্মগু(ফতুল্লাহ গুলেনের হাত ছিল। উল্লেখ্য, এই ধর্মীয় নেতার সঙ্গে কিন্তু ২০১২ সাল পর্যন্ত এরদোগানের সম্পর্ক ভালই ছিল এবং বিদ্রোহী সেনানায়করা এতদিন পর্যন্ত এই সরকারের হয়েই কুর্দজনগণকে এবং বিপ-বী গোষ্ঠীগুলিকে দমন করেছে। এখন এদের মধ্যে (মতার লড়াই বেধেছে।

এই ঘটনার আগে থেকেই গণ-আন্দোলনের ওপর তীব্র দমন নেমে আসছিল। যার এক সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ২৭ জুন প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলায় বামপন্থী সাময়িকপত্র 'ইউ(ইউস'-এর মহিলা চিত্রসাংবাদিক এক্র ইয়েসিলিরমাক-এর ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ। এর আগে এই পত্রিকার সাংবাদিকরা একাধিকবার আত্র(ান্ত ও আটক হয়েছেন। পত্রিকার কর্মীদের অভিযোগ, সেদিন পত্রিকা দপ্তর থেকে বেরনোর পরেই পুলিশের গাড়ি এক্রর গাড়ির পিছু নেয়, তারপর টায়ারে গুলি করে থামিয়ে দেয় এবং বেরিয়ে আসতেই তাঁকে গুলি করে। প্রায় এক ঘন্টা রক্ত(াক্ত(অবস্থায় পড়ে থাকলেও পুলিশ, এমনকি তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলতেও বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত একটি সাঁজোয়া গাড়িতে করে তাঁর মুখ ও হাত বেঁধে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফুসফুসে অপারেশন করা হয়।

অভ্যুত্থানের অজুহাতে দমন-পীড়ন তীব্রতর হয়েছে। দেশে জারি করা হয়েছে জ(রি অবস্থা। বিভিন্ন সূত্রের খবর, অন্তত ৬২ জন শিশু সহ ৮৬৬০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। ২,৮৪৩ জন বিচারক ও আইনজীবীর বি(দ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯৭৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিন দিনে ৫৫,৪০৩ জন সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শি(করা সরকার বিরোধীতার বিষ ছড়াচ্ছেন, এই অভিযোগ তুলে ছাঁটাই করা হয়েছে ২১,৭৩৯ জন সরকারী ও ২১,০০০ বেসরকারী শি(ককে এবং চারটি বি(বিদ্যালয়ের রেক্টারদের। উচ্চশি(া পর্ষদের ১,৫৭৭ জন ডীনকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে ৪২ জন সাংবাদিকের বি(দ্ধে। সব মিলিয়ে, আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নাম করে মানুষের অধিকারকে ব্যাপকভাবে লঙঘন করা হচ্ছে।

কাশ্মীরে যারা পাথর ছোঁড়ে তারা দেশদ্রোহী কলকাতায় যারা পাথর ছোঁড়ে তারা দেশপ্রেমী!

মিছিল থেকে স্লোগান উঠেছিল, 'মৌলবাদীরা ভাই ভাই'। কিন্তু একথা যে সেই মিছিল চলতে চলতেই হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে যাবে, তা কেউ ভাবতেও পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাই হল। বেলজিয়াম, বাগদাদ, বাংলাদেশ, ফ্রান্স, ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্থানে ধর্মের নামে 'ইসলামিক স্টেট' (আই এস) যে হত্যালীলা চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে এপিডিআর সহ বিভিন্ন গণসংগঠন ১৬ জুলাই এক মিছিলের ডাক দিয়েছিল। মিছিল যখন বিধান সরণী থেকে বিবেকানন্দ রোডের দিকে বাঁক নিচ্ছিল, সেই সময় এক গুণ্ডাবাহিনী 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দিয়ে মিছিলে হামলা চালায়। তাদের হাতে ছিল বড় বড় ডাণ্ডায় গোঁজা গৈরিক পতাকা, কারও হাতে আবার সরাসরি পদ্মফুল আঁকা বি জে পির পতাকা। পুলিশ একবার তাদের হঠিয়ে

দিলেও গুণ্ডারা ফুটপাথ থেকে বড় বড় পাথর ছুঁড়তে থাকে। পাথরে আঘাত লাগে 'হেতুবাণী' পত্রিকার কর্মী সাধন বি(্বাসের। আঘাত লাগার পরও সাধন দু পা হাঁটেন, তারপর অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। সাধনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে মিছিল এগোতে থাকে। আবার বিভিন্ন গলি থেকে গুণ্ডার দল হামলার উদ্দেশ্যে ধেয়ে আসে। পাথরও ছোঁড়ে। সমস্ত প্ররোচনা উপে(া করে মিছিল চলতে থাকে। আর অবিরাম স্লোগানে, বক্তৃ(তায় মানুষকে জানাতে থাকে, এক ধর্মের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বি(দ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কী ভাবে আর এক ধর্মের মুখোশ পরা সন্ত্রাসীদের হাতে আক্র(ান্ত হতে হল, এই দুই মৌলবাদের স্বার্থ কেমন চমৎকারভাবে মিলে গেল, সেই কথা। শেষ পর্যন্ত মিছিল কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস-এর সামনে পৌঁছয়। সেখানে পথসভা শু(হয়। তত(ণে মেডিকেল কলেজ থেকে খবর এসেছে, সাধনের কাঁধের আঘাত গু(তর। চিকিৎসা চলছে। প্রতিবাদীরা শপথ নেয়, 'আগামী দিনে সমস্ত রকম মৌলবাদের বি(দ্ধে আরও বড় মিছিল করব। রাস্তা আমরা ছাড়ছি না।'

সেদিন এই মিছিল থেকে যে লিফলেট হাজার হাজার মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তা এখানে আমরা পুনর্মুদ্রিত করলাম।

ধর্মের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে যারা-বি(্বমানবতার শত্রু তারা

২০১৬

২৮ জুন, ইস্তানবুল	নিহত ৪৫
২ জুলাই ঢাকা	নিহত ২২
৩ জুলাই, বাগদাদ	নিহত ২১৩
৪ জুলাই, মদিনা	নিহত ৪
৭ জুলাই, কিশোরগঞ্জ	নিহত ৪

একটানা রক্ত(ঝরছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন দেশে। তার মধ্যে বাংলাদেশ তো একেবারে আমাদের ঘরের পাশে। এই রক্ত(পাত চলছে ধর্মের জিগির তুলে। 'ইসলামিক স্টেট' (আই এস) নামে একটা দল, যারা পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া, লিবিয়া আর ইরাকের কিছু এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে আছে, মূলত তারাই এইসব 'মহান' কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে। এভাবে মানুষকে ভয় দেখিয়ে তারা নাকি সারা দুনিয়ায় ইসলামের শাসন কায়েম করতে চায়।

ধর্মের নামে এরা নির্বিচারে মানুষ মারছে। এবং যে ধর্মের নামে এরা কসম খাচ্ছে, সেই ধর্মের মানুষদের, মানে মুসলমানদেরই বেশি মারছে। আসলে ওরা চায় (মতা। ওদের কল্পনার 'ইসলামিক স্টেট' বা 'ইসলামী রাষ্ট্র' এমনই একটা রাষ্ট্র, যেখানে গুটিকয়েক লোক সমস্ত সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখবে আর তাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে।

ভারতকে যারা 'হিন্দু রাষ্ট্র' বানাতে চায়, বা আমেরিকাকে যারা 'খ্রিষ্টান রাষ্ট্র' বানাতে চায়, তারাও ঠিক একই রকম কথা বলে, একই রকম কাজ করে। জঙ্গী হিন্দুত্ববাদীরা ওড়িশায় পুড়িয়ে মেরেছে সন্তানসহ মিশনারি গ্রাহাম স্টেইনকে, বোমা ফাটিয়ে মানুষ মেরেছে সমঝোতা এক্সপ্রেসে, আজমের দরগায়, মালেগাঁওতে, হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে আর অন্যান্য জায়গায়।

যুক্তি(বাদী সত্যি কথা বলার মতো লোকেদের এরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাই ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা খুন করেছে নরেন্দ্র দাভোলকার, গোবিন্দ পানসারে আর এম এম কালবুর্গির মতো চিন্তাশীল মানুষদের। একই ভাবে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গীরা হত্যা করেছে রাজীব হায়দার, অভিজিত রায়, অনন্তবিজয় দাস, নিলয় নীল সহ অন্তত ১০ জন মুক্ত(মনা লেখককে। পাকিস্তানে মানবাধিকার কর্মী খুররম জাকি আর সুফি গায়ক আমজাদ সাবরিকেও খুন করেছে তারা।

এই রকম ভাবে মানুষ মারতে মারতে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের আনাচেকানাচে এক এক করে বৌদ্ধ, হিন্দু আর খ্রিষ্টানদের মারার পর এবার তারা এক সঙ্গে অনেক মানুষকে খুন করছে, যাতে আরও বেশি করে ত্রাস ছড়ানো যায়। এই মানুষ মারার খেলায় তাদের মদত দিয়েছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালালরা। হ্যাঁ, সাম্রাজ্যবাদীরাই সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাকের মতো পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে এইসব জঙ্গীবাহিনীকে অস্ত্র আর ট্রেনিং দিয়েছে সেখানকার শাসকদের উচ্ছেদ করার জন্য, যারা তাদের তেমন অনুগত ছিল না। যেমন এক সময় আফগানিস্তানে তালিবানদের দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বি(দ্ধে লড়ার জন্য। আজ যখন জঙ্গী গোষ্ঠীগুলো (মতার স্বাদ বুঝে গিয়ে নিজেরাই দুনিয়া জুড়ে সর্দারী করতে চাইছে আর ভয়ের রাজত্ব কায়েম করতে এখানে-ওখানে ছোবল মারছে, তখন ওই সাম্রাজ্যবাদীরাই মরাকান্না জুড়েছে, 'মুসলমানরা সভ্যতাটাকে শেষ করে দিল'। সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস ঠেকানোর নামে এই ইসলাম-ভীতি বা 'ইসলামোফোবিয়া' যত বাড়ছে, আমাদের দেশের হিন্দুত্ববাদীরাও তত আহ্লাদে গলা ফাটাচ্ছে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে বন্ধ করলে, বিরোধী সংবাদ মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করলে, মানবাধিকার পদদলিত করলে গণতন্ত্র সঙ্কুচিত হয়। এতে সন্ত্রাসীদেরই সুবিধে হয়। বাংলাদেশে তাই হয়েছে।

আর এই রাজ্যের সরকার কী করছে? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, 'অচেনা লোকেদের ওপর কড়া নজর রাখুন। এলাকায় অচেনা লোক দেখলেই আমাদের জানান।' মনে করে দেখুন ২০০২ সালে বামফ্রন্ট সরকারও ঠিক একই ফতোয়া জারি করেছিল। এতে কেবল মানুষের মধ্যে সন্দেহবাতিকতা বাড়বে এবং মুসলমানদের ওপর হিন্দুত্ববাদীদের আর রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর শাসক দলের জাতক্রে(াধ মেটানোর সুযোগ করে দেওয়া হবে। এভাবে সন্ত্রাসবাদকে আটকানো যাবে না।

একমাত্র সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ঐক্যই পারে ধর্মের মুখোশ পরা সন্ত্রাসবাদকে প্রতিরোধ করতে। আমাদের পথ দেখাচ্ছে কুর্দিস্তান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, প্যালেস্তাইনের জনগণের মুক্তি(যুদ্ধ, যারা লড়াই করছেন একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালালদের বি(দ্ধে, অত্যাচারী শাসকদের বি(দ্ধে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভেকধারী (মতালোভীদের বি(দ্ধে। এই সব কিছুর ওপর সেখানকার মেয়েরা সমানতালে লড়ছেন পু(ষ-প্রাধান্যের বি(দ্ধে, সমান অধিকারের জন্য। আসুন, আমরা এইসব বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পাশে দাঁড়াই, তাদের মতো লড়তে শিখি। হিন্দু মুসলিম কোনও ধর্মের নাম করে সন্ত্রাসবাদ এক ইঞ্চিও জায়গা পাবে না। আমরা জিতবই।

সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের বি(দ্ধে দেশে দেশে জনগণের সংগ্রাম জিন্দাবাদ।

বৈচিত্র্যময় গণতন্ত্রের একটি আবশ্যিক স্তর   গণভোট

সুজাত ভদ্র

গণভোট দুভাবে সংঘটিত হতে পারে   সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত(অথবা, বিরোধী দল বা নাগরিকের অনিয়ন্ত্রিত গণভোট। দেখা গেছে, নানা বিতর্কিত ইস্যুতে নানান দেশের সরকার তাদের মতামত বা নীতিকে বৈধতা দেওয়ার ল(্যে গণভোটের আয়োজন করেছে। শুধু তাই নয়, সংসদীয় কাঠামোয় নাগরিক-ভোটার পাঁচ বছরে একবার মাত্র সুযোগ পান সরকার গঠনের। প্রাক্ নির্বাচন পর্বে, প্রচারের সময় বিভিন্ন ভোটপ্রার্থীদল যেটুকু প্রতিশ্রুতির মোড়কে কী কী করবে জানায় তাহার সেটুকুই ভোটাররা জানতে (ইস্যু) পারেন। এখন, অন্তর্বর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে এমন কিছু বিষয় উঠে আসতে পারে যা নিয়ে কোনো আলোচনা, সিদ্ধান্ত বা নীতি কোনো দলেরই নেই। তাহলে সেটা কীভাবে নির্ধারিত হবে? অবশ্যই, গণভোটের মাধ্যমে।

বিপরীতে এও দেখা গেছে, জনমতের বি(দ্ধে গিয়েও সরকার যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, বিরোধীরা বা নাগরিকের নানা স্তরের উদ্যোগ তখন গণভোটের মাধ্যমে মতামত ব্যক্ত(করেছে, সরকারী নীতিকে পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে।

নিউজিল্যান্ডে তো ১৯৯৩ সাল থেকে চালু রয়েছে নাগরিক উদ্যোগে গণভোটের আইন। অবশ্য এই জাতীয় গণভোটের মতামত বা সুপারিশ মানতে সরকার বাধ্য নয়। তাহলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, গণভোটে প্রতিফলিত মতামত সরকারী সিদ্ধান্তের উপর দা(ন সামাজিক প্রভাব ফেলে।

প্রসঙ্গত্র(মে দুটি প্রাসঙ্গিক কথা মনে রাখতে হবে   বহু সামরিক শাসন বা স্বৈরাচারী শাসক দল 'বোগাস' / ভুঁয়ো গণভোটের মাধ্যমে তাদের শাসনের বৈধতা দেখানোর চেষ্টা করে। পাকিস্তানের মুশারফ বা চিলির পিনেচেট বা আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল বা বার্মার সামরিক শাসন একাধিকবার এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

তবে সবসময় যে, এই 'বোগাস' গণভোটও শাসকদলেরই ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে তা নয়। বিভ্রাটও ঘটে(বিপরীত ফলাফল হয়, যাকে জর্ডন স্মিথ 'anti-hegemonic' বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, চিলির পিনোচেট ১৯৭৮, ১৯৮০ সালে সরকারী তত্ত্বাবধানে 'গণভোটে' জেতার পর পুনরায় ১৯৮৮ সালের ৫ অক্টোবর একই উদ্দেশ্যে 'গণভোটের' আয়োজন করেন। সব সমীকরণ ভেস্তে দিয়ে চিলির মানুষ পিনোচেটকেই প্রত্যাখান করে ও Alywin-এর নেতৃত্বে অসামরিক শাসন শু(হয়। আবার ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে দ(ি ণ আফ্রিকার তৎকালীন ডি' ক্লার্কের নেতৃত্বাধীন শ্বেতাঙ্গ সরকার কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য ব্যবস্থা অবসানের বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করেন(এখানেও সকলকে অবাক করে দিয়ে অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গই মত দেন যে বর্ণ-বৈষম্যমূলক শাসনের অবসানের জন্য।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নিয়ে গণভোটের ইতিহাস বেশ পুরাতন। ১৯০৫ সালে গণভোটের মাধ্যমে সুইডেন থেকে নরওয়ে আলাদা হয়ে যায়। তখন 'বিচ্ছিন্ন হয়ে' যাওয়ার বিরোধী যারা ছিল, তারা প্রবলভাবে প্রচার করতে থাকে যে, নরওয়ে স্বাধীন হয়ে গেলে উভয় দেশের সর্বনাশ হবে। বাস্তবে দেখা গেল, নরওয়ে ও সুইডেনের আলাদা হয়ে যাওয়ার পর উভয় দেশেরই নাগরিকের জীবনের মান বেড়েছে, হিংসা থেমেছে। সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ড-এর বৃটেনের মধ্যে থাকা বা না থাকা নিয়ে একই ধরনের সংশয় ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমোর গণভোটের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করে। কানাডা থেকে সুইডেনকে আলাদা হতে হয়েছে। দু'দুবার গণভোটেও ইস্যুটা পুরোপুরি মীমাংসিত হয়নি। তবে নাগরিকের কানাডা সরকারের উপর স্থায়ী নির্দেশ আছে যে, কোনো অবস্থাতেই কুইবেকের আশা-আকাঙ্খাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দমন-পীড়ন করা যাবে না।

ব্রাজিলে গণভোট হয়েছিল ১৯৯৩ সালে দুটো বিষয় মীমাংসার জন্য   ১) রাজতন্ত্র থাকবে কী না, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে কী না (২) রাষ্ট্রপতি নির্ভর শাসনব্যবস্থা হবে না প্রজাতন্ত্র হবে। সবাই গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়।

ভারতের সংসদীয় কাঠামোয় অবশ্য গণভোটের কোনো আইনী সংস্থান নেই। তবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রসঙ্গে ও ভারতে অন্তর্ভুক্তি(করণের (ে ত্রে গণভোট নেওয়া হয়েছিল। ১৯৫২ সালে নাগাল্যান্ডে গণভোট হয়েছিল। তথ্য বলছে, ৯৯.৯ শতাংশ নাগরিক জানিয়েছিল গণভোটের মাধ্যমে যে, তারা ভারতের মধ্যে থাকতে ইচ্ছুক নয়। নেহে(সেই মতকে নস্যাৎ করে দমন পীড়নের পণ গ্রহণ করেন। আবার, এই ভারতরাষ্ট্রই দেখাল, গণভোটের মাধ্যমে ভারতের অংশ হওয়া যেতে পারে এবং তার জন্য প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন পর্যন্ত করা যেতে পারে। ইন্দিরা গান্ধীর সত্রি(য় উদ্যোগে সিকিমে গণভোট হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৪ এপ্রিল। ভারত ভুক্তি(র স্বপ(সিকিমের প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। চোগিয়াল অপসারিত হলেন(১৬ মে সংবিধান সংশোধন করে সিকিমকে ভারতের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হল। প্র(উঠতেই পারে, আজ যদি সিকিমের মানুষ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান গণভোটের মাধ্যমে, ভারতরাষ্ট্র রাজী হবে ? নিশ্চিতভাবে বলা যায়, হবে না। কা(ীরের (ে ত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েও নেহে(বা পরবর্তী কেউই সেই প্রতিশ্রুতি রাখেননি। রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৪৬ সালের ২১ এপ্রিলের ৪৭ নং প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, কা(ীর উপত্যকায় গণভোটে নির্ধারিত হবে কা(ীরের রাজনৈতিক ভাগ্য। পরবর্তীকালে (১৯৫২ সালের বিশে জুন) সংসদে দাঁড়িয়ে নেহে(বলেছিলেন, ..." real integration comes of the mind and the heart and not of some clause which you may impose on other people" অমোঘ সত্য কথাগুলো কা(ীরে প্রয়োগ করলেন না(১৯৬৪ সালে ভি. পি. মেনন (ে াভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, কা(ীরে গণভোটের প্র(ে আমরা পুরোপুরিভাবে অসৎ ছিলাম।

দার্শনিক স্তরে অনেকেই জরিত গণতন্ত্রের অংশ হিসাবে গণভোটকে মানতে রাজী নন। তাঁদের যুক্তি(সংসদীয় গণতন্ত্র স্থিরতা দেয়। তাকে এড়িয়ে গণভোট অস্থিরতার জন্ম দেবে। জনমত নানা সময়ে

দোলাচলের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। সংসদই তাই প্রকৃত প্রজ্ঞা ও যৌথ দায়িত্বের প্রতিভূ।

গণভোটের স্বপ(র যুক্তি(অবশ্যই জোরাল ও অনেকবেশী গ্রহণযোগ্য। সংসদ সব সময়ে জনমতকে প্রতিফলিত করে না(দলের মতকেই প্রাধান্য দেয়। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের প্রথম ও শেষ, কথা পাঁচ বছরে একবার ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করা হতে পারে না। প্রতিটি নাগরিকের মানবিক ও গুণের সম্ভাবনাকে বিকশিত করা। ব্রাজিলের পৌরসভার বাজেট নিয়ে সং(-ষ্ট শহরের নাগরিকরা প্রাচীন গ্রীসের আদলে সরাসরি পরিষদে হাজির হয়ে মতামত ব্যক্ত(করেন, প্রাধান্যের কথা বলেন, কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হবে তা স্পষ্টভাবে জানান। আমেরিকার ৩৭ প্রদেশের নাগরিকরা সভা করে নির্বাচনী সংস্কার সংক্র(ান্ত সরকারী প্রস্তাবের উপর খোলখুলি মতামত জানান। এসবই একবিংশ শতাব্দীতে মাত্র কয়েক বছর আগেকার ঘটনা।

ভারতেরও প্রত্য(গণতন্ত্রের অন্য ধরনের রূপ কিন্তু বিরাজ করছে। নানা আইনে গ্রাম সভার মতামত নেওয়া আজ আবশ্যিক করা হয়েছে। একাধিক প্রদেশের পৌরসভার আইনে জনপ্রতিনিধি ফিরিয়ে আনার অধিকার দেওয়া হয়েছে নাগরিক-ভোটারদের।

কেউ কেউ প্র(তুলেছেন, ভারতের মতো বৃহৎ দেশে এর বাস্তবতা ও ব্যয় নিয়ে। বি(োয়নের সুবাদে, তথ্য প্রযুক্তি(র দৌলতে কোনো একটি বিষয়ের উপর মতামত পাঠানো (অবশ্যই পুরোপুরি সে সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে) কোনো অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয়। ২০১৪ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নির্বাচনী (-াগান ছিল, প্রত্যেকের হাতে মোবাইল ফোন দেওয়ার। ঐতিহাসিক রবিন জেফরে এবং নৃতত্ত্ববিদ আশা জেরন তাঁদের 'cell phone Nation' গ্রন্থে দেখিয়েছেন ভারতে এই সেল ফোন কীভাবে রাজনীতিক চরিত্রেরই বৈপ-বিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গণতন্ত্রকে নতুন বিশেষণ দিয়ে ব্যাখা করা হচ্ছে 'টেলি-ডেমোক্র(্যাসি ই-ডেমোক্র(্যাসি' গণতন্ত্র আরও গণতান্ত্রিক হয়ে উঠছে, আরও দ্রুত মতপ্রকাশের (ে ত্র তৈরী করে দিচ্ছে।

ঐতিহাসিক ব্রুদেলের পর্যবে(ণকে স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় যে, সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা আছে, কোনোটা বাস্তবে পূরণ করা যাবে, কোনোটা যাবে না। আবার, এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, ইতিহাসে একটি মুহূর্ত আসে যখন সম্ভবের সীমারেখাকে প্রসারিত করা সম্ভব। ভারতের গণতন্ত্র সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পরাজয় মানবে না যারা, তারা আজও পথ হাঁটে

নীলাঞ্জন দত্ত

'জানি, পুলিশের একজন চৌকিদারও একজন মানুষ মাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি(। একটি পুলিশের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেন্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালত-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারী স্টীমার(আর গরিব ফরিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই।' (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম)

অ্যানি বেসান্ত ও তাঁর দুই সহকর্মী-সহ হোম(ল আন্দোলনের অনেককে ভারতর(া আইনে অন্তরীণ করার প্রতিবাদে ১৯১৭-র ১১ জুলাই কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের সময় থেকে একশো বছর পেরিয়েও ফরিয়াদির অবস্থার যে পরিবর্তন হয়নি, অনবরত মালুম হয়। বোঝা গেল আবারও।

স্বাধীন দেশের নিষ্ঠুর আইনের শিকার হয়ে জীবনের সাত-সাতটা বছর কারা-কুঠুরিতেই বরবাদ হল 'ফরিয়াদি' গৌর চক্র(বর্তীর। পুলিশ তথা সরকারপ(র অভিযোগ মিথ্যা বলেই আগাগোড়া দাবি করে এসেছেন তিনি। জেলেই স্ট্রোক হয়েছে, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন। বিভিন্ন মহল থেকে সত্তর পেরোনো অসুস্থ মানুষটির জামিন কিংবা মুক্তি(র দাবি তোলা হলেও আমলই দেয়নি বাম কিংবা তৃণমূল সরকার। অবশেষে আদালত জানাল, বন্দির দাবিই সত্যি। সরকারপ(অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ। তাতে জীবনের সাতটা বছর আর ফিরবে না। তবে দীর্ঘ প্রতী(া র পর এক সময়ে আকাশকুসুম মনে হওয়া ঘরে ফেরা সম্ভব হল রাজ্যের প্রথম ইউএপিএ বন্দির।

১৯ জুলাই ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিচারভবনে দ্বিতীয় অতিরিক্ত(দায়রা বিচারক কুমকুম সিন্হা রায় দিতে গিয়ে জানালেন, সরকারী তরফে চার্জশিটে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তার প(তথ্যপ্রমাণ মেলেনি। বন্দিকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। শেষ মরিয়া চেষ্টা হিসাবে সরকারী কৌঁসুলি চার্জ বদলে গৌর চক্র(বর্তীর জেল-জীবনের মেয়াদ বাড়াতে চেয়েছিলেন। বিচারক সে আর্জিতে কান দেননি।

২০০৯-এর ২২ জুন সিপিআই (মাওবাদী)-কে বেআইনী কার্যকলাপ নিরোধক আইনে (ইউএপিএ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। আর তার ঠিক পরের দিন ২৩ জুন গৌর চক্র(বর্তীকে গ্রেপ্তার করে কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। অভিযোগ, নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত(তিনি। সংগঠনের মুখপাত্র। নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য দাবি করে ইউএপিএ-এর ২০ ধারায় অভিযোগ আনে পুলিশ। যে ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবধারিত যাবজ্জীবন জেল। কুখ্যাত রাওলাট কিংবা টাডা-র ধারার অনেকগুলিই মিশে রয়েছে ২০০৮-এর সংশোধিত ইউএপিএ-তে। ফলে একবার এ আইনে বন্দি হলে জামিন পাওয়ার প্রায় অসম্ভব।

ট্রেনে ট্রেনে হকারি করে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে আসা মানুষটির হতদরিদ্র পরিজনের কাছে সরকারের সঙ্গে অসম আইনী লড়াইয়ে এঁটে ওঠা প্রথম থেকেই ছিল কলার ভেলায় সাগর পারি দেওয়ার সামিল। লড়াই আরও কঠিন করে তোলা হয়েছে কখনও সরকারী আইনজীবীর দীর্ঘ কাল(পে, কখনও বন্দির আইনজীবীর সওয়ালে

শাসকদলের সমর্থক আইনজীবী বা পুলিশের গা-জোয়ারি বাধাদানে। তবু কাবু করা যায়নি গৌরবাবুর আইনজীবী শুভাশিস রায় বা তাঁর সহযোগী বিপ-ব দে, অভীক ঘোষ, সংহিতা সাউদের। আর তাঁদের পাশে থেকেছে সিআরপিপি-র মতো সংগঠন। বন্দিমুক্তি(কমিটি, এপিডিআর, রাজবন্দি মুক্তি(যৌথ উদ্যোগও আদালতের বাইরে প্রচার আন্দোলন চালিয়েছে।

ইতিমধ্যে ২০১২ সালে হাইকোর্ট গৌরবাবুর রাজনৈতিক বন্দি পরিচয়ে সিলমোহর দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়, আন্তর্জাতিক আইন এবং রাজনৈতিক-সামাজিক প্রতর্কের উল্লেখ করে বিচারপতি কনওয়ালজিৎ সিং আলুওয়ালিয়া রায়ে লেখেন, নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত(বা সহিংস মতাদর্শে বি(াসী- এই কারণেও কোনও বন্দির রাজনৈতিক পরিচয় নাকচ করা যায় না। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টে সরকারের সেই স্পেশ্যাল লিভ পিটিশনের (এসএলপি) সর্বশেষ শুনানি ছিল গত ১২ জুলাই। উপস্থিত ছিলেন গৌরবাবুর দুই আইনজীবী কামিনী জয়সওয়াল ও শুভাশিস রায়। আইনজীবীরা আদালতে জানান, আর সাত দিনের মধ্যেই দায়রা আদালতে মূল মামলার রায় ঘোষণা হবে। এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি-র শুনানি আর প্রাসঙ্গিক নয়। এই যুক্তি(তেই আর্জি-মামলাটির নিষ্পত্তি করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। রাজবন্দি পরিচয় নাকচে সরকারী গা-জোয়ারি ভেস্তে যায়।

তবে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি বিচারাধীন থাকাকালীনই অবশ্য ২০১৩-য় রাজনৈতিক বন্দি সংত্র(ান্ত আইন সংশোধন করেছে রাজ্য সরকার। সেই সংশোধনী চ্যালেঞ্জের বিষয়টিই এখন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের বিবেচনার বিষয়। ২০১১-য় তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি(র। (মতায় এসে তৃণমূল সে প্রতিশ্রুতি রাখেনি। বরং ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়েই রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা সঙ্কুচিত করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

অন্য দিকে বাম আমলের মূল ইউএইপিএ মামলায় পুলিশের দাবি ছিল, ২০০৯-এর ২৩ জুন সন্ধ্যায় একটি বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেলে সা(াৎকার সম্প্রচারিত হচ্ছিল গৌরবাবুর। নিষিদ্ধ সংগঠনের 'মুখপাত্র' পরিচয়ে সা(াৎকার দিতে দেখে তাঁকে গ্রেপ্তারে রওনা হয় শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর চলে জেরা এবং নদিয়ার মদনপুরে গৌরবাবুর বাড়ি থেকে বেশ কিছু প্রচারপত্র-পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বিচার-পর্বে পুলিশের এই দাবি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। গৌরবাবুর আইনজীবী শুভাশিস রায় এমনও দাবি করেন, মদনপুরের তিনজনকে দিয়ে সাদা কাগজে সই করায় স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের পুলিশ। সেই সাদা কাগজেই তথাকথিত 'বাজেয়াপ্ত' পুস্তিকা-প্রচারপত্রের তালিকা তৈরি করে (সিজার লিস্ট) পেশ করা হয় আদালতে। যদিও নিয়ম মেনে বাজেয়াপ্তের পরে পরে আদালতে কোনও নথিই পেশ করা হয়নি। যে টিভি চ্যানেলে সা(াৎকার সম্প্রচারের দাবি পুলিশের, সেখানকার এক সঞ্চালিকাকে সরকারপ(সা(ী করে আনলেও তিনি এমন কোনো সা(াৎকারের কথাই মনে করতে পারেননি। মদনপুরের তিন জনও আদালতে বলে যান, থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে পুলিশ তাঁদের সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল। যার ভিত্তিতে গৌরবাবুর আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেলকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

তবে ইউএপিএ-র মতো কঠোর আইন প্রয়োগে বিধিভঙ্গের অভিযোগেই সবচেয়ে সরগরম হয়েছে সওয়াল-পর্ব। ইউএপিএ-তে মামলা (জু করতে হলে নির্দিষ্ট সরকারী কর্তৃপ(র আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক। এই মামলায় তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রসচিব অর্ধেন্দু সেনের একটি অনুমতিপত্র আদালতে পেশ করা হলেও সা(্যগ্রহণের সময়ে স্বয়ং অর্ধেন্দুবাবু জানাতে পারেননি, এই অনুমতি দেওয়ার এক্তি(য়ার আদৌ তাঁর ছিল কি না। কেননা, ইউএপিএ-র বিধিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই অনুমতি দেওয়ার এক্তি(য়ার কার, তা আগে সুনির্দিষ্ট করবে। রাজ্যের (ত্রেও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানাতে হবে, সেই এক্তি(য়ার কাকে অর্পণ করা হয়েছে। এ রকম কোনও বিজ্ঞপ্তির অস্তিত্বই আদালতে তুলে ধরতে পারেনি সরকারপ(। বিধি অনুযায়ী, ইউএপিএ- তে চার্জশিট দেওয়ার আগে প্রাপ্ত 'তথ্য-প্রমাণ' বাধ্যতামূলক ভাবে 'রেকমন্ডেশন কমিটি'র কাছে পেশ করার কথা। সেই কমিটি সুপারিশ করলে তবেই চার্জশিট পেশ করা যাবে। গণতন্ত্র ধ্বংসের অভিযোগের মুখে ইউএপিএ-তে এই ব্যবস্থাগুলো সামান্য র(াকবচের মতো। কিন্তু গৌর চত্র(বর্তীর মামলায় সেই র(াকবচের সুযোগ ছিল না, এমন কোনও কমিটিই গঠন করা হয়নি। শেক্সপিয়র সরণি থানার এক এসআই এই মামলায় অভিযোগকারী এবং তিনিই এফআইআর (জু করেন। প্রাথমিক তদন্ত-জেরাও শু(করেন তিনিই। অথচ, ইউএপিএ-তে নির্দিষ্ট ভাবে বলা আছে, এসি পদমর্যাদার নীচে কোনও অফিসারের তদন্তের এক্তি(য়ারই নেই। নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য প্রমাণ হবে কী করে, হলেও সদস্যমাত্রই কোনও ব্যক্তি(র কার্যকলাপকে যে 'বেআইনী' তকমা দেওয়া যায় না, আদালতে আলোচনায় এসেছে এ- সব প্রসঙ্গও।

বন্দির আইনজীবীর পাল্টা সওয়ালে সরকারপ(র পায়ের তলার মাটি যত আলগা হয়েছে, ততই বেড়েছে তাদের গা-জোয়ারি। সা(্যগ্রহণ শু(হয়েছিল সেই ২০১০এ। ২০১৪-র নভেম্বরে সওয়াল শু(করেন সরকারী কৌঁসুলি। পরের বছর সেপ্টেম্বর অবধি এক টানা একতরফাই চলতে থাকে সরকারী সাওয়াল। প্রলম্বিত সওয়ালে বন্দির অধিকার হরণ নিয়ে প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁর আইনজীবী। বিশেষ আদালতের বিচারক মামলাই ছেড়ে দেন। ২০১৫-র নভেম্বরে নতুন করে সওয়াল শু(হয় দ্বিতীয় অতিরিক্ত(দায়রা বিচারকের এজলাসে। চলে চলতি বছর জানুয়ারি অবধি। ৯ ফেব্রুয়ারি রায় ঘোষণা হবে

বলে জানানোও হয়। কিন্তু তা আর হয়নি। বিচারকই বদলি হয়ে যান। আবারও নতুন করে সওয়াল জবাব শু(এপ্রিলে। এ দফাতেই শুভাশিস রায় এবং তাঁর জুনিয়রকে হেনস্থার চেষ্টা করে পুলিশ। কোর্ট(মে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ একদল আইনজীবী সওয়ালে বাধা দেন। তবে ২ জুলাই সওয়াল-জবাব মিটতে বিচারক কুমকুম সিন্হা জানিয়েছিলেন, রায় দেবেন ১৯ জুলাই। তবু সংশয় ছিল বন্দির পরিজন-পরিচিতদের। ফের পিছোবে না তো দিন?

শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। ফের মুক্ত(আকাশের নীচে দাঁড়ানোর সুযোগ এল সেই ফেরিওয়ালার জীবনে, যিনি জীবন-যুদ্ধের অভিজ্ঞতাতেই বরাবর পাশে থাকতে চেয়েছেন অসহায়-পীড়িতদের। নদিয়ার গ্রামে বন্যাত্রাণে যেমন ঝাঁপিয়েছেন, তেমনই সীমান্তে যুদ্ধের দামামায় (ধার্তের কান্না চাপা দেওয়ার চেষ্টার বি(দ্ধেও সরব হয়েছেন। গুলি-বন্দুক কিচ্ছু নয়, কথা বলার অননুকরণীয় ভঙ্গির মতোই অজ গাঁয়ের বয়স্ক মানুষটির অন্য রকম স্বপ্ন দেখার স্পর্ধাই ত্রস্ত করেছিল সরকারপ(কে। গারদে ভরে স্বপ্নে পাঁচিল তোলার চেষ্টা শেষে ভেসে গেল ন্যায় যুক্তি(র স্রোতে।

রায় বেরোনোর পর সরকারী কৌঁসুলি দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী বলেন, 'কী যুক্তি(এবং বি(-ষণ বিচারক রায়ে লিখেছেন, তা খুঁটিয়ে দেখে তবেই পরবর্তী পদ(পে ঠিক করা সম্ভব। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার, সরকার নেবে।' অন্য দিকে দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে শুভাশিস রায়ের মন্তব্য, ' এ রাজ্যে, এ দেশে অসংখ্য এমন বন্দি রয়েছেন, যাঁদের মিথ্যে মামলায় জোর করে জেলে পচিয়ে মারা হচ্ছে। কঠোরতর আইনে জীবন ধ্বংস করা হচ্ছে। এঁদের বেশির ভাগই গরিব। প্রবল পরাত্র(ান্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই চালানো অনেকের প(েই দুঃসাধ্য। তবে শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে সৎ ভাবে টিকে থাকা গেলে ন্যায়বিচার যে এখনও অসম্ভব নয়, গৌর চত্র(বর্তীর রায় সেই বি(ৗাসই বাড়াল'।

এই বি(ৗাসের অবলম্বনও সেই রবীন্দ্রনাথ। প্রায় একশো বছর আগের তার একটি প্রবন্ধ 'ছোট ও বড়'-তে লিখেছিলেন, 'জগতে কাহারও সাধ্য নাই দুঃখের শক্তি(কে ত্যাগের শক্তি(কে ধর্মের শক্তি(কে বলির পশুর মতো শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে।' বরং, 'মাংসপেশী আপন জয়স্তম্ভ নির্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে প(াঘাতে অচল হইয়াছে।'

কোনো প্র(ৗ চলবে না কিন্তু ভিন্নমতের সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্র টিকবে?

গ-াডসন ডুংডুং

২০১৩ সাল থেকে আমি বিদেশে যাচ্ছি। ঐ সব দেশে ভারতের আদিবাসী সমস্যা বলার জন্য। আমি আমাদের অধিকার র(া ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংর(ণের কথা বলি। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে বিরূপ পুলিশ রিপোর্টের জন্য আমার পাশপোর্ট বাতিল হয়। সরকারের জবরদস্তির মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের বি(দ্ধে জন-আন্দোলনে আমার অংশগ্রহণ এবং তথাকথিত রেড-করিডরে (মাওবাদীদের প্রভাবান্বিত এলাকায়) মানব অধিকার ভঙ্গের ঘটনাগুলি প্রকাশ করায় পুলিশের নজরে পড়ি। আমি ঝাড়খণ্ডের পুলিশ প্রধানদের আমার সম্পর্কে তথ্য যাচাই করতে অনুরোধ করায় ২০১৪ সালের জুলাই মাসে আমার পাশপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আমি ডেনমার্ক এবং ইংলন্ডের কয়েকটি সম্মেলনে যোগদান করি। আমার 'মিশন সারান্দা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য যুদ্ধ' বইটি প্রকাশের পর আমি লন্ডনের একটি আলোচনা সভায় গিয়েছিলাম।

এই মে মাসে ইংল্যান্ডের সাসেক্স বি(ৗবিদ্যালয়ে 'দ(িণ-এশিয়ায় পরিবেশ রাজনীতি' আলোচনায় যোগদানের জন্য আমার যাওয়ার কথা ছিল। গত ৯ মে লন্ডনগামী বিমানে ওঠার জন্য বোর্ডিং-পাস' পাওয়ার পর দিল্লির আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অপে(া করছিলাম। ইমিগ্রেশান অফিসার বলেন, আমার পাশপোর্ট বাতিল হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমি লন্ডন যেতে পারব না। পরে রাঁচির রিজিওন্যাল পাশপোর্ট অফিসার আমাকে জানান, আমার পাশপোর্ট ২০১৩ সালে বাতিল হয়েছিল। কিন্তু পুলিশী তদন্তের পর আমার পাশপোর্ট আবার লাগু করা হয়। বিদেশ মন্ত্রণালয় আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার পাশপোর্ট ঠিকই ছিল। সুতরাং আমার প্র(ৗ, কার নির্দেশে দিল্লির ইমিগ্রেশান অফিসার আমাকে লন্ডনগামী বিমানে উঠতে বাধা দিয়েছিলেন?

ঘটনা হচ্ছে, অনেক ভারতীয় মনে করেন, মানব অধিকার হচ্ছে পশ্চিমী চিন্তা এবং পশ্চিমী পোষাক, খাদ্য ও সংস্কৃতির মতো মানব অধিকারও ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিপন্ন করছে। তাদের মতে, ভারতীয় সংস্কৃতি হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক প্রথার নিকট আত্মসমর্পণ এবং মানব অধিকার কর্মীরা নকশাল ও সন্ত্রাসবাদীদের সুর(া দিতে ব্যস্ত। এবং তারা দেশের স্বার্থের বি(দ্ধে কাজ করে। আমাদের রাষ্ট্র বিরোধী মনে করা হয় এবং আমাদের বিদেশে যাওয়া মানে সে দেশে গিয়ে দেশের কুখ্যাতি প্রচার করা। আমাদের বি(দ্ধে এমন কথাও প্রচার করা হয় যে, ভারতের উন্নতি ব্যাহত করার জন্য আমরা বিদেশী সংস্থার নিকট থেকে টাকা পাই। সরকারের বি(দ্ধে যে-ই অস্বস্তিকর প্র(ৗ তুলবে, তাকেই রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে চিহ্নি(ত করা হয়।

প্রথম দিকে 'মাওবাদী সমর্থক' হিসাবে আমাকে অভিযুক্ত(করা হয়। ঘটনা হচ্ছে, কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজসের জন্য আমি মাওবাদী আন্দোলনকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছি। আমার মতে, বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের মাওবাদী আন্দোলনকে প্রায় প্রাইভেট নিরাপত্তা

সংস্থার সমপর্যায়ে গণ্য করা যায়। যারা টাকা দেবে, ওরা তাদের নিরাপত্তা দেবে। প্রায় এক দশক সারান্দা বনাঞ্চল মাওবাদীদের পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর ছিল। সি.পি.আই মাওবাদীরা সারান্দা বনাঞ্চলে একই কাজ করত। মাওবাদীদের ভয়ে সরকার একটা স্কুলও চালু রাখতে সাহস করে না। কিন্তু বারোটার বেশী খনি কোম্পানি ঐ এলাকায় বিনা বাধায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকার মনে করে আদিবাসীরা উন্নয়নের বিরোধী। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলি মনে করে আমরা পুরোপুরি মানুষ নই এবং মাওবাদীদের সমর্থক। কিন্তু সত্য ঘটনা কী? কমপ(এক হাজার আদিবাসীকে এনকাউন্টারের নাটক করে খুন করা হয়েছে এবং পাঁচশোর বেশী মহিলা ধর্ষিতা বা অপমানিতা হয়েছেন। মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে ২৫ হাজার আদিবাসী বিভিন্ন জেলে বন্দি। ছত্রিশগড়ের ৬৪৪টি গ্রামের তিন ল(রও বেশী অধিবাসীকে বসতবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।

জমি অধিগ্রহণ একটি বড় সমস্যা এবং আদিবাসীদের জমির দখল নেওয়াই সরকারের ল(্য। রাঁচির নিকট নাগরিতে কৃষি-জমি অধিগ্রহণ করে শি(া- এলাকা গঠনের প্রস্তাব ছিল। আদিবাসীরা ঐ জমি অধিগ্রহণের বি(দ্ধে আন্দোলন করেছে। আমরা শি(া-এলাকা তৈরীর বি(দ্ধে নই। আমাদের বক্ত(ব্য ছিল, অকৃষি জমিতে ঐ সব শি(া প্রতিষ্ঠান তৈরী করা যেত। আমাদের কথা না শুনেই প্রচার করা হল যে, আমরা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট বা ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিরোধী।

নেহ(র স্বপ্নের প্রকল্পগুলি, যেমন রাঁচির হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, ভিলাই ইস্পাত কারখানা, হিরাকুদ ড্যাম, ময়ুরা(ী এবং তেনুঘাট প্রকল্প আদিবাসীদের জমি দখল করেই করা হয়েছে। এই সব প্রকল্পে উৎখাত হওয়া মানুষের আশি শতাংশ আদিবাসী, তাদের কোথাও পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। যারা এই সব প্রকল্পের জন্য এক ইঞ্চি জমিও দেয়নি, তারাই আমাদের জাতীয় স্বার্থের নাম করে বক্ত(তা শোনায়।

ঝাড়খণ্ডে, সরকার গরিবদের নিকট থেকে সম্পদ নিয়ে ধনীদের দান করছে। ঝাড়খণ্ডের খনিগুলি থেকে সরকার প্রতি বছর রাজস্ব পায় ১৫০ বিলিয়ন টাকা (অর্থাৎ ১৫ ল(কোটি টাকা) অথচ ঝাড়খণ্ডের ৪৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। খনি থেকে সরকার যখন এত টাকা পাচ্ছে, তখন ঝাড়খণ্ডের এত লোক দারিদ্রের জীবন যাপন করবে কেন?

অনেক সংগ্রামের পর ভারতীয় রাষ্ট্র আদিবাসীদের উপর যুগ যুগ ধরে ঘটে যাওয়া অন্যায়, অবিচার স্বীকার করে নিয়ে ২০০৬ সালে 'ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট' আইনটি পাশ করিয়েছিল। কিন্তু এই আইনটি কার্যকর করা হয়নি। ছত্রিশগড়ে ৫ ল(আদিবাসীর জমির উপর অধিকার স্বীকার করা হয়নি। সারগুহা জেলায় আদিবাসীদের জমির অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু খনি থেকে কয়লা তোলার জন্য সেই স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের সারান্দায় ব্যক্তি(-মালিকানার প্রতিষ্ঠানকে লৌহ-আকর তোলার জন্য ২২টি নতুন 'লীজ' দেওয়া হয়েছে। অথচ ৩০টি গ্রামের ৩ হাজার আদিবাসীকে এখনও পর্যন্ত পরিচিতি-কার্ড দেওয়া হয়নি। কারণ বন সাবাড় করার সময় আদিবাসীরা বাধা দিলে আদিবাসীদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গ্রেপ্তার করা যাবে।

সরকার অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন শু(করেছে, তার ফলে দেশে যে পরিবেশ সঙ্কট দেখা দেবে, সে বিষয়ে সরকার কি কিছুই ভাববে না? সারা দেশে যেখানে ৩৩ শতাংশ জমিতে বন থাকার কথা, সেখানে বনাঞ্চল রয়েছে মাত্র ১২ শতাংশ জমিতে। কেন্দ্রের যে মন্ত্রী পরিবেশ, বন এবং আবহাওয়া পরিবর্তনে সুর(া দেওয়ার দায়িত্বে, তিনি ব্যক্তি(গত ভাবে ব্যবসায়ীদের পরিবেশ এবং বন শেষ করার ছাড়পত্র দিয়েই চলেছেন। ২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৬ সালের মার্চ পর্যন্ত বনাঞ্চলের ৩৪,৬২০ হেক্টর জমিকে বনশূন্য করে শিল্পের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছেন। এবং আরও ৪০ হাজার হেক্টর জমিকে বনশূন্য করার ছাড়পত্র শীগগিরই দেওয়া হবে। সরকারের কর্ণধারদের কে বোঝাবে যে, পরিবেশ নষ্ট করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সচল রাখা যায় না।

বন্দিমুক্তি(র দাবিতে

সমস্ত রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তি(র দাবিতে ২৬ মে দুপুর তিনটেয় কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের সামনে এ পি ডি আর -এর উদ্যোগে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাত প্রায় আটটা পর্যন্ত পথসভাটি চলে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহ বিভিন্ন বক্ত(া বক্ত(ব্য রাখেন।

৩০ মে এ পি ডি আর-এর ডাকে এই দাবিতে দুপুর দুটোয় কলেজ স্ট্রীট থেকে একটি মিছিল শু(হয়। মিছিলটি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার এবং এস এন ব্যানার্জি রোড হয়ে ধর্মতলার 'ওয়াই চ্যানেলে' শেষ হয়। সমিতির বহু কর্মী ছাড়াও বিভিন্ন গণ-সংগঠনের কর্মীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণে মিছিলটি যথার্থ উদীপ্ত ও প্রতিবাদী ছিল।

আফস্পা প্রত্যাহরের দাবিতে ২০০০ সালের ৪ নভেম্বর থেকে ১৬ বছর অনশন চালিয়ে গেছেন মণিপুরের ইরম শর্মিলা চানু।

তথ্যনুসন্ধান -১

চট্টার ফেড কারখানায় আগুন লেগে ঘুমন্ত শ্রমিকদের মৃত্যু

'যতদিন আছি এভাবেই বেঁচে থাকতে হবে । তারপর একদিন মরে যেতে হবে'

আজ আমরা চট্টায় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া জিন্স কারখানা দেখতে যাই। জায়গাটা হল চট্টা, পাঁচপাড়া মসজিদ, মানিক দরগার কাছে, মাজেরপুর গ্রাম। আকড়া নোয়াপাড়ার মোড় থেকে একটা ম্যাজিক গাড়িতে চেপে আমরা চারজন ওখানে গিয়েছিলাম। সামনে-পিছনে ১২-১৪ জন যাত্রীতে ঠাসাঠাসি গাড়িটাতে যেতে যেতে কথা শু(হয়। যেতে যেতেই আমরা ঘটনাটা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাচ্ছিলাম। খবরটা লোকের মধ্যে ছড়িয়েছে, তা নিয়ে একটা আতঙ্ক আছে, আবার না বুঝতে পারা অবস্থাটাও রয়েছে। আমরা গাড়ির হেল্পারকে বলেছি, যেখানে আগুন লেগেছে, সেই কারখানায় যাব। শুনে একজন বললেন, 'চারজন মারা গেছে, বেশিও হতে পারে। ওখানে ৬০-৭০ জন ছেলে মেয়ে কাজ করত।' একজন মহিলা— মনে হল তিনি ওই এলাকায় কাপড়ের বিনিময়ে বাসন বিত্রি(করেন— নিজে থেকেই বললেন, 'আমি তো ওই কারখানাতে গেছি প্যান্ট কিনতে, ওখানে ১২৫ জন কাজ করে...'। অস্পষ্টভাবে নিজের মনেই বলে চলেছিলেন, 'কী একটা মেশিন আছে, তাতে পেট্রল লাগে, ওটা বার্স্ট করলে আর দেখতে হবে না।' আর একজন বৃদ্ধা বলছিলেন, 'ওখানকার জল! নতুন পুকুর খুঁড়লেও ওই জল চলে আসে'। যাত্রীরা প্রায় সকলেই ঘটনাটা অল্পস্বল্প জানে, অথচ একটু চুপচাপ, স্বগতোক্তি(র ভঙ্গিতে দু-একটা কথা বলছিল কেউ কেউ। আরেকজনের কাছ থেকে জানা গেল, আগুন লাগা কারখানাটায় মিনিম্যাক্স ব্র্যান্ডের জিন্স তৈরি হয়। অনেকটা যাওয়ার পর গাড়ির ভিতর থেকে দেখছি, দুপাশের মাঠে বাঁশের খুঁটির ওপর দড়ি টাঙিয়ে সদ্য তৈরি করা জিন্সের প্যান্টগুলো শুকোনো হচ্ছে। এমনকী, রাস্তার ধারে স্তূপীকৃত বালি, স্টোনচিপ্সের ওপরও নতুন জিন্সের প্যান্ট শুকোচ্ছে। বুঝলাম, আমরা একটা জিন্স-অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। দুপাশে যেখানেই নালা আর পুকুরের দিকে চোখ পড়ছে, দেখছি বিষাক্ত(গ্যাঁজলা ওঠা কালো নীলচে জল। বাদ যায় নি এলাকার সরকারী খালও মজে/প্রায় বুঁজে যেতে চলেছে।

আমরা যখন ওই কারখানার সামনে গাড়ি থেকে নামলাম, দেখলাম জায়গাটা শুনশান। একে চড়া রোদে তেঁতে রয়েছে চারদিক, দুপুর পৌনে একটা বাজে, অনেকেই নামাজে গেছে। সামনেই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া কারখানার জলপাই-সবুজ রঙের বাড়িটা, তার সামনে ডাঁই করা জ্বালানি কাঠ। তিনতলা বাড়িটা তালা বন্ধ, ফাঁকা। একপাশে রাস্তার ধার বরাবর বাঁশের খুঁটির ওপর দড়ি টাঙিয়ে জিন্সের প্যান্ট শুকোতে দেওয়া হয়েছে। আমরা সামনে কাউকে না পেয়ে কারখানার পিছন দিকে যাই। চারপাশে কোনো লোকই নেই। পিছনে পোড়া টিন আর আবর্জনা পড়ে রয়েছে। টিনের চালার নিচে একটা বারো-তেরো ফুট উঁচু ফার্নেস গোছের কিছু, এটাই হয়ত সেই বয়লার যাতে কাঠ পুড়িয়ে জল গরম করা হয়। পরে লোকের মুখে শুনলাম, সেই গরম জল দিয়ে রাসায়নিক গলাতে হয়, না হলে জিন্সের কাপড় ফেড করা যায় না। ভিতর থেকে বন্ধ একটা লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি সার সার প-াস্টিকের বড় বড় জার। আন্দাজ করা যায়, এগুলোতে জিন্স ওয়াশ করার কেমিক্যাল ভর্তি থাকে। ওপরে তিনতলার জানলার বাইরে আগুন লেগে যাওয়ার পোড়া দাগ। গাড়িতে আসার সময় জেনেছি, এখানে জিন্সের প্যান্ট সেলাই আর ওয়াশ দুই-ই হত।

কারখানা বলতে জলা আর ধানজমির ওপর তৈরি হওয়া একটা বিচ্ছিন্ন বাড়ি। লাগোয়া কোনো বাড়ি নেই। সামনে আগাছায় ভরা ধূ ধূ মাঠ। আমরা নানান কাজে বিভিন্ন সময়ে এখানে এসেছি, জিন্স কিনতে কিংবা এপিডিআর-এর সমী(য়। একটা চাষের জমির ওপর তার চরিত্র বদল করে দীর্ঘ সময় ধরে ধাপে ধাপে এই ফেড-জিন্সের শিল্প গড়ে উঠেছে, অথচ স্থানীয় প্রশাসন উদাসীন থেকেছে। এটা কারখানা, কারো থাকার জন্য নয়। গাড়িতেই লোকজন বলছিল, এটা সিল করে দেওয়া হয়েছে। কীসের সিল কে জানে ! আমরা দেখলাম, তালা লাগানো রয়েছে সব গেটেই, হয় বাইরে থেকে, না হয় ভিতর থেকে(কোনো পাহারা নেই। যে কেউ পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। মনে হল, সে ব্যাপারে প্রশাসনের কোনো মাথা ব্যথা নেই। ফেড মেসিন নিয়ে সমস্যাটা দীর্ঘদিনের, বহু পরিবেশবাদী মানুষ এ নিয়ে বহুবার প্র(তুলেছেন, মামলা হয়েছে আদালতে। কিন্তু অবস্থাটা পাল্টায়নি। বরং ফেড কারখানা শিল্পের প্রসার ঘটেছে। দুর্ঘটনার সময় কারখানার মূল ফটকে বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। বাইরের লোক ভিতরে যাওয়ার উপায় ছিল না। যদিও কোনো কোনো খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তিনতলার ঘরে কাপড়ের স্তূপ ছিল। শ্রমিকেরা মশার কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কয়েলের আগুন কাপড়ে লেগে যেতে চারজন ঘুমন্ত শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান, একজনকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখন গভীর রাত, বাইরের লোকেরা খবর দিতে সকাল ছ-টা নাগাদ পাঁচটা দমকল এসে ওপরে উঠে তিনঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভায়। এই কারখানার মালিক আনিসুর রহমান, থাকেন রায়পুরে। শুনলাম কারখানার ম্যানেজার গ্রেপ্তার হয়েছেন।

জায়গাটা জনমানবশূন্য। যে দু-একজন সাইকেল বা ভ্যান নিয়ে যাচ্ছে, তারা ঘটনা নিয়ে মুখ তুলতে চাইছে না। যারা জিন্সের প্যান্টের পাঁজা পিছনে নিয়ে মোটরসাইকেলে যাচ্ছে, দূর থেকে আড় চোখে দেখছে আমাদের, ভাবটা, এই আপদগুলো আবার কোথা থেকে এল।

আমরা পাশের কারখানায় এসে কথা বলার লোক খুঁজছি। ইতিমধ্যে ভ্যান নিয়ে যাচ্ছিল দুজন। তাদের দুর্ঘটনা নিয়ে জিজ্ঞেস করতেই তারা বলল, আমরা অন্য ফ্যাকট্রিতে কাজ করি, এখানকার ব্যাপারটা জানি না। তবু আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে শুনেছি সব বাইরে থেকে এসে কাজ করে। কোথা থেকে আসে তারা?' ওরা বলল, 'এখানে বেশি শিলিগুড়ির লোক, আর কিছু আছে বর্ধমানের।'— 'হঠাৎ শিলিগুড়ির এত লোক কীভাবে এল?'— 'ওই চেন সিস্টেমে এসেছে একের পর এক। তাছাড়া শিলিগুড়ির কিছু লোক এখানে কারখানা লিজ নিয়েও চালায়'। আর একটা তথ্য এদের কাছ থেকে জানা গেল, বছর খানেকের মধ্যে এই কারখানায় আর একটা দুর্ঘটনায়

আরও দুজন মারা গেছে। তারও বছর খানেক আগে অসুখ হয়ে একজন মারা যায়— মালিক তাকে ছুটি দিচ্ছিল না, সামনেই ছিল ঈদ, চিকিৎসাও করানো হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা মারা যায়। এই দুজনের মধ্যে একজনের বয়স বছর বারো হবে, আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক। এরা বলব না বলব না করেও বলল, ঘটনার দিন পুলিশ, দমকল এসেছিল। ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায় আর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও এসেছিলেন। আর যারা মারা গেছে, তাদের একজন ছিলেন কারখানার ওয়াশ-মাস্টার, শিলিগুড়ির লোক।

পাশের ফ্যাকট্রিটার মালিক জাহাঙ্গির হাজি। ওঁর বাড়িও রায়পুরে। কারখানাটার সামনে দেখি ওজু করার জন্য পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রয়েছে। বয়সে ত(ণ একজন এসে পরিচয় দিলেন, তিনিও শিলিগুড়ির লোক। আমরা বললাম, 'ওই কারখানাতে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের মধ্যে তো একজন ছিলেন ওয়াশ-মাস্টার, আপনাদের শিলিগুড়ির লোক, আপনি নিশ্চয় ওঁকে চিনতেন?' উনি বললেন, 'না আমি চিনি না। আমি তো বেশিদিন এখানে আসিনি। ছ-মাস এসেছি। আগে বম্বেতে জিন্সের কাজ করতাম। এখানে জাহাঙ্গির হাজির কারখানায় ওয়াশের মাস্টার হিসেবে এসেছি।' মাইনে কী রকম, জিজ্ঞেস করাতে পাশ থেকে একজন বললেন, দশ হাজার মতো। আর বাচ্চাদের মাইনে চার হাজার। কারাখানার ভিতরে নজর যেতেই দেখলাম, ৭-৮ জন অল্পবয়সি ছেলে কাজ করছে। এরা কেউ শিলিগুড়ি, কেউ মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড বা পাকুর থেকে এসেছে। এই কারখানায় ১৪-১৫ জন কাজ করে, ছোট ফ্যাকট্রি। দোতলায় নামাজ-ঘর। সেখান থেকে অনেকে নামাজ পড়ে নেমে আসছিল। শুনলাম, কাছেই একটা মসজিদ তৈরি হচ্ছে। আমরা দেখছিলাম, কারখানার গা দিয়েই নালাতে নীলচে কালো ফেনা ওঠা বর্জ্য জল জমাট বেঁধে রয়েছে। এই দূষিত জল তো সব ওয়াশ কারখানা থেকেই বার হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কোথায় ফেলা হয়? একজন নামাজ -ফেরতা টুপি মাথায় যুবক জানালেন, এই নালা টানা মহিষগোট পর্যন্ত গেছে, সেখান থেকে নদী হয়ে জলটা সমুদ্রে জলে যাচ্ছে। যেন সমুদ্রে চলে গেলেই ব্যাপারটা চুকে যায়। — এই বিষাক্ত(জলটা চুঁইয়ে মাটির নিচে যায় না? যুবক এই প্র(ে নি(ত্তর থাকলেন। পাশ থেকে আর একজন নিচু স্বরে বললেন, হ্যাঁ, তা তো কিছুটা যায়।

রাস্তার দিকে এসে দেখি, দুজন ছেলে— নিতান্তই বাচ্চা— দড়ি থেকে শুকিয়ে যাওয়া জিন্সের প্যান্টগুলো তুলে কাঁধের ওপর জড়ো করছে। এদের মধ্যে যে একেবারেই বাচ্চা, বছর আষ্টেক বয়স হবে, সে বলল, 'ওইদিন আমি আগুন দেখেছি। তবে বেশি লোক মরেনি। ভোট ছিল তো মুর্শিদাবাদে, অনেকে বাড়ি চলে গিয়েছিল।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুই এখানে কবে এসেছিস, কীভাবে এলি? ও তখন অন্য ছেলেটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওর মায়ের বাপের বাড়ি এখানে। ও এখানে একা থাকতে চাইছিল না, তাই আমাকে সঙ্গে করে রেখে দিয়েছে।' কথায় কথায় জানলাম, ওদের বাড়ি ডায়মন্ড হারবারের হটুগঞ্জে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা জাহাঙ্গির হাজির কারখানায় কাজ করছিল?— না, আমরা মান্নানের ওখানে কাজ করি।— তোমাদের মাইনে কত? বাচ্চাটা বলল, 'এখনও ঠিক হয়নি, সবে তো দুদিন হল এসেছি। ওর মায়ের সঙ্গে মালিকের কথা হবে।' ওর কাছ থেকেও জানতে পারলাম, এই কারখানায় ১২৫ জন কাজ করে। তবে ঘটনার দিন মুর্শিদাবাদে ভোট থাকায়, কিছু ছেলে আগেরদিন বাড়ি চলে গিয়েছিল। নাহলে আরও মানুষ মরতে পারত। চারিদিকে একটা থমথমে পরিবেশ। অনেকে আমাদের সামনে অল্প(ণের জন্য জড়ো হল বটে, কিন্তু কেউই কথা বলতে আগ্রহী নয়। আন্দাজ করলাম, এই কারখানাগুলোতে বাইরে থেকে খাটতে আসা প্রায় নব্বই শতাংশ ছেলেমেয়ে নাবালক। তারা ফালতু ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

রাস্তার উল্টোদিকে একটা বড়সড়ো কাটিং ঘর। সেখানে একজন প্রবীণ মানুষ তাঁর পরিবারের লোকেদের নিয়ে মেশিনে কাটিং করছেন। এখন পু(টেরিকটনের থান ফেলে মেশিনে কাটার তোড়জোড় চলছে। এই কাপড়টার নাম চায়না বেলুন। পিছনে দাঁড় করানো আছে জিন্সের থান। জানলাম, এখন আর কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটা হয় না, মেশিনে কাটা হয়। যেদিকেই তাকাই, নালা-নর্দমা-পুকুরে সেই কালো নীলচে জল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, একটা জায়গায় আগুন লাগলে লোকে তো প্রথমে জল নিয়ে আগুন নেভাতে ছোটে, আপনারা কেউ যাননি? প্রবীণ মানুষটি বললেন, 'জল কোথা থেকে দেব? জল আছে কোথাও? আমরা খাবার জল কি পাই?'— তাই তো, আপনাদের খাবার জলের কী ব্যবস্থা? উত্তর পেলাম, জাহাঙ্গির হাজির ডিপ টিউবওয়েল আছে, সেখান থেকেই খাবার জল নিয়ে আসতে হয়। পাইপের জলের লাইন, নলকূপ, হ্যান্ডপাম্প কিছুই নেই। আরও জানলাম, এখানে অতীতে চাষ হত। বহুদিন তা বন্ধ। এই পরিমাণ ভারী ধাতু সম্বলিত ফেড মেশিনের জল মাটিতে দীর্ঘদিন যেতে যেতে জমি তার জৈবগুণ হারিয়েছে।

ফেরার সময় ম্যাজিক-গাড়িতে দুজন বলছিলেন, জমা রাসায়নিক থেকেই এত বড় অগ্নিকান্ড হয়েছে। আমাদের একজন বললেন, 'সেটা তো বেআইনী?' শুনে একজন উত্তেজিত মন্তব্য করলেন, 'বন্দুক-পিস্তলও জমা করা বেআইনী। কিন্তু তা কি বন্ধ হয়েছে? যারা সেইসব জিনিস জমা করে, তাদের কিছু না বলে আপনারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেন কথা বলছেন? এদের কাছ থেকে আপনারা কখনই সত্য জানতে পারবেন না। তাছাড়া, এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট, আর অ্যাকসিডেন্ট হতেই পারে যে কোনো জায়গায়...'। বুঝলাম, এই ওয়াশ কারখানার বিষয়ে কারো নাক গলানোতে ওর আপত্তি রয়েছে।

আমরা ম্যাজিক গাড়ি থেকে আকড়ায় নেমেছি, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা নিয়ে একজন নামলেন, তিনি আমাদের ডেকে বললেন, 'আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, আপনারা এই বিষয়ে কাজ করছেন। আমি ষোলো বছর ধরে এই রাস্তায় যাতায়াত করছি, শাঁখপুকুর স্কুলে পড়াই। এই ওয়াশ কারখানাগুলোতে আট থেকে একুশ বছর বয়সের মানুষ কাজ করতে আসে।' আমরা রেকর্ডার অন করতেই তিনি অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। আর কথা বাড়াতে চাইলেন না।

একদল মানুষ ওয়াশ কারখানাগুলো এবং ওই অঞ্চলের দুর্দশা আর দূষণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু মুখ ফুটে আপত্তির কথাগুলো বলতে পারছে না। আর একদল মানুষ— যারা এই শিল্পের বিশাল কর্মকান্ডে জড়িয়ে রয়েছে— চোখের সামনে ভয়াবহ দূষণ আর দূর্ঘটনা দেখতে পেয়েও তা নিয়ে কোনো কথাবার্তা পছন্দ করছে না। পরিবেশগত বা অন্যান্য (তির প্রভাব ও মাত্রা সম্বন্ধে লোকে ওয়াকিবহাল নয়, কিছুটা গা সওয়া হয়ে গেছে। কাটিং ঘরের প্রবীণ মানুষটি এখানকার ভয়াবহ অবস্থার প্রতিকার নিয়ে কী ভাবছেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'কিছুই ভাবছি না। যতদিন আছি এভাবেই বেঁচে থাকতে হবে। তারপর একদিন মরে যেতে হবে।'

মেট্রিয়াব্রুজ-মহেশতলা শাখার প(— রাজীব দত্ত, সরোজ কুমার মণ্ডলর, মহব্বত হোসেন এবং জিতেন নন্দী

তথ্যানুসন্ধান -২

ডায়মন্ড হারবারে গো(চোর সন্দেহে ছাত্র হত্যা

এলাকা পরিচিতি -- ডায়মন্ড হারবার পৌর এলাকার উত্তর পূর্বদিকে হরিণডাঙা (ওয়ার্ড নং-২, ৩) পৌর এলাকার পরেই শু(হরিণডাঙা পঞ্চায়েত এলাকা। প্রথমে পরে সূর্য্যপাড়া, তারপর বাহাদুরপুর পশ্চিমপাড়া, নতুন হাট ইত্যাদি।

বাহাদুরপুর পূর্বপাড়ার বাসিন্দা সত্য হালদারের নতুনবাড়ির গৃহপ্রবেশ উপল(্যে অনুষ্ঠানে আত্মীয় পরিজনরা আসেন। চলছে পূজো-আচ্চা, খাওয়া-দাওয়া, গল্প-আড্ডা ইত্যাদি। দিনটা ছিল ৯ মে (২০১৬) সোমবার। সত্য হালদারের একমাত্র ছেলে সুমন নানা কাজে ব্যস্ত, তাকে টুকিটাকি সাহায্য করছে তার মাসতুতো ভাই কৌশিক পুরকাইত। কৌশিকের বাড়ি মন্দিরবাজার থানা এলাকার গুমকী গ্রামে। সদ্য আই টি আই পাস করে ডায়মন্ড হারবারের ফকিরচাঁদ কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে, কলেজের কাছে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকে। সুমনদের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে মা চন্দ্রা পুরকাইতের আসার আগে সে হাজির হয়ে টুকিটাকি কাজে হাত লাগায়। সন্ধ্যে নাগাদ সুমনের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার থেকে কেনাকাটা করে ফেরে, ব্যাগপত্তর রেখে বন্ধুর ফোন কল ধরতে কৌশিক ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে ফোনে কথা বলতে বলতে হাঁটতে থাকে এবং নিকটবর্তী সিমেন্ট বাঁধানো বটতলার রোয়াকে বসেই কথা বলতে থাকে।

অন্যদিকে বাহাদুর পশ্চিমপাড়ার র(কালি পূজোর বলি উপল(্যে একটা বিশাল আকৃতির মোষ কেনা হয়েছে। চলছে পূজোর আয়োজন। বাড়ি বাড়ি চাঁদা তোলা হচ্ছে। ৯ মে সন্ধ্যে নাগাদ কয়েকজন দেখে মোষটা খালপাড়ের যেখানে বাঁধা ছিল সেটা সেখানে নেই। কেউ কেউ রটিয়ে দেয় বলির মোষ চুরি হয়ে গেছে। পাড়ার পু(ষ মহিলা সবাই এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে মোষটিকে। কিছু যুবক খুঁজতে খুঁজতে পূর্বপাড়ার প্রায় শেষ প্রান্তে বটতলায় চলে আসে, যেখানে কৌশিক মোবাইলে কথা বলছিল। কৌশিকের মা চন্দ্রাদেবীর কথায় ঃ আমার ছেলে যেহেতু কালো জামা পরেছিল, তাই তাকে মুসলমান বলে সন্দেহ করে এবং সে-ই মোষ চোর বলে তাকে টেনে হিঁচড়ে মারতে মারতে পশ্চিমপাড়ায় নিয়ে যায় এবং চলে গণপিটুনি -- নারী, পু(ষ সবাই মিলে। আত্মর(ায় কৌশিক সমস্ত কথাকে অস্বীকার করলেও সত্য হালদার, সুমন হালদারের কথা বার বার বলতে থাকায় কারও কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয়। উন্মত্ত জনতার মধ্যে থেকে পঞ্চায়েত সদস্য তাপস মল্লিকের নির্দেশে কয়েকজন সত্য হালদারের বাড়িতে আসে এবং কৌশিকের মা ও মাসি চন্দ্রা পুরকাইত ও ছন্দা হালদারকে তারা ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে চন্দ্রা পুরকাইত তাঁর ছেলেকে চিনতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তাপস মল্লিকসহ অন্যদের হাতে পায়ে ধরেন তার নির্দোষ কলেজপড়ুয়া ছেলেকে ছেড়ে দিতে, যাতে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু তাপস মল্লিক সহ উপস্থিত জনতা তখনও বলতে থাকেন -- ছেলেটি (কৌশিক) মুসলিম এবং সে-ই মোষ চুরির অন্যতম পান্ডা, চন্দ্রা ও ছন্দা তাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। তারা চন্দ্রা ও ছন্দাদেবীকে মারাধোর করে, আর তাদের সামনেই চলে কৌশিকের উপর নির্যাতন, লাথি-কিল-ঘুষি, একজন টর্চ দিয়ে নাকে সজোরে আঘাত করলে অঝোরে রক্ত(বের হতে থাকে। কৌশিকের শারীরিক অবস্থার অবনতি ও চন্দ্রা ও ছন্দাদেবীর বার বার কাতর আকুতিতে তাপস সহ অন্যরা কৌশিককে ছেড়ে দিতে রাজি হয়। তবে দেড়ল(টাকার (অনেক দরাদরির পর ষাট হাজার) বিনিময়ে এবং সেই টাকা স্থানীয় সত্য হালদারের স্ত্রী ছন্দা হালদারের কাছ থেকে আদায় করবে -- এই মর্মে মুছলেকা লিখিয়ে ছাড়া হয়। মৃতপ্রায় কৌশিককে স্থানীয় ডায়মন্ড হারবার হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে তাকে কলকাতার পি জি হসপিটালে পাঠানো হয়, সেখানে পরের দিন কৌশিক মারা যায়। ঘটনায় সুমন হালদারের অভিযোগের ভিত্তিতে ডায়মন্ড হারবার থানায় একটা মামলা (জু হয়, DHPS case no - 279 dt 10/5/16, u/s - 341/325/326, পরে 307/34 IPC ধারা যুক্ত(করা হয়। প্রবল জনমতের চাপে পুলিশ এক মহিলা অভিযুক্ত(সহ মোট ৫ জনকে আটক করে। এদের মধ্যে সূর্যপাড়ার ৪ জন নিরপরাধ বাসিন্দা, এদের একজনকে ছাড়লেও বাকী ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। এ পি ডি আর-এর প(থেকে প্রথম দাবি তোলা হয় নিরপরাধ ৩ গ্রামবাসীকে মুক্তি(দিতে হবে।

তথ্যানুসন্ধানে -- নীলরতন দাস, ব(ণ দোলুই, নেপাল হালদার, প্রবীর হালদার, আলতাফ আহমেদ। (ডায়মন্ড হারবার শাখা)

চলে গেলেন অমল দত্ত

অধিকাংশ মানুষ তাঁকে চিনতেন বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়ার ও প্রশি(ক হিসাবে। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর আর একটি পরিচিতি আছে। তিনি এ পি ডি আর-এর প্রাক্ত(ন সহ-সভাপতি (১৯৯৩-৯৪)।২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ কলকাতার বাগুইহাটিতে অবিরাম বিদ্যুত ছাটাইয়ের বি(দ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের বি(াভের ওপর পুলিশের গুলিচালনার পর তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা মনে রাখার মতো। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি কল্যাণ সিং-এর রথযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং অবশেষে বিজেপি-র হয়ে নির্বচনে দাঁড়ানোর পর আরও বিতর্ক এড়াতে পদত্যাগ করেন।

চলে গেলেন মহম্মদ আলি (ক্যাসিয়াস ক্লে)

বি(্বময় তাঁর খ্যাতি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে। কিন্তু পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আমরা তাঁকে মনে রাখবো বক্সিং রিং-এর বাইরে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ের জন্যেও। আমেরিকার কৃষ(াঙ্গ মানুষদের অধিকারের স্বপ(সারা জীবন তিনি সরব ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জনগণকে জড়িয়ে ফেলার চত্র(ান্তের বি(দ্ধেও তিনি (খে দাঁড়িয়েছেন। মেকি দেশপ্রেমের প্রবল চাপ অগ্রাহ্য করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভিয়েতনামী জনগণ আমেরিকানদের শত্রু নয়, কারণ কোনও ভিয়েতকং কোনও দিন কোনও কালো মানুষকে 'নিগার' বলে অপমান করেনি, যে অপমানের শিকার আমেরিকায় কৃষ(াঙ্গদের আজও হতে হয়।

মুখ্যসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মারফত নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট
স্মারকলিপি, কলকাতা ২৬ শে মে ২০১৬

মহাশয়,

নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে এটা কাঙ্খিত ও কাম্য, এবং সে দায়বদ্ধতার প্রাসঙ্গিক বাস্তবায়ন হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত সংশোধনাগারগুলিতে বর্তমানে পচতে থাকা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তি(দানের মধ্য দিয়ে— সরকারের ইতিহাসে যে দৃষ্টান্তের কথা এপিডিআর স্বীকার করে। দুটি তালিকা সরকারের কাছে রয়েছে (১) রাজনৈতিক বন্দির তালিকা (২) অভিযুক্ত(দের তালিকা (LWEs), শ্রী অধীর শর্মা এডিজি, আইজি'র ১৯/০৫/১৫ তারিখের মেমো নং ৩১০ (১২) /এডিজি/১৫ মোতাবেক। এপিডিআর বি(্বাস করে যে তথাকথিত এল.ডব্লিউ.ই রাও বস্তুত রাজনৈতিক বন্দি, এবং সেই পরিচিতিতেই তাঁরা চিহ্নি(ত হয়েছিলেন গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে — যার ভিত্তিতে তাঁদের শর্তাধীন মুক্তি(বা অন্যবিধ ব্যবস্থার জন্য একটা 'রিভিউ কমিটি' গঠিত হয়েছিল। আপনি অবগত আছেন যে উক্ত(রিভিউ কমিটি অনুসন্ধান ও পুনর্বিবেচনার পর যে নথি (রিপোর্ট) জমা দেয় তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় নি বা সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনো ল(্যণীয় পদ(ে প করা হয়নি। ইতিমধ্যে সরকার WBCSA তে সংশোধনী এনে রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞাকে সংকীর্ণতর করে তোলে যাতে সমাজের দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম অংশের গণতান্ত্রিক আদর্শে আস্থা ও সাহসকে সজোরে ব্যহত করে। হয়তো সরকার এ (ে ত্রে আত্মবি(্বাসী ছিল না এবং কোনো আতঙ্ক বা ব্যাপক বাধ্যবাধকতা দ্বারা চালিত হয়েছিল।

তবু আরো একবার আমরা নবগঠিত সরকারকে অনুরোধ করি পুনর্বদল করে নাগরিক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের বিকাশে সহায়তা ও উদ্দীপক এক ভূমিকা গ্রহণ করে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির (WBCSA ১৯৯২ তে যেভাবে তাঁরা সংজ্ঞায়িত) মুক্তি(দানের মাধ্যমে নবগঠিত সরকারের তরফে প্রথম সদর্থক বার্তাটি ছড়িয়ে দিতে। এই পদ(ে পের বিরোধিতায় পুলিশী আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তর থেকে এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক থেকে যে প্রবল চাপ আসবে সে ব্যাপারে এপিডিআর সম্পূর্ণভাবে সচেতন। কিন্তু পাশাপাশি আমরা এ কথাও সরকারকে স্মরণ করাতে চাই যে বিগত কয়েক দশকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে বি(্বায়নের বাণিজ্যিক আগ্রাসনকে নির্বিচারে মেনে নেওয়ার ফলে ও দেশীয় জনসাধারণের সৃষ্টিশীলতা বা উদ্ভাবনে আস্থার অভাবে রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ভয়ংকরভাবে (তিগ্রস্থ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু বহু অধিকার ও নাগরিক সুবিধা খর্ব ও হৃত হওয়ার ফলশ্রুতিতে ভুগে চলেছে, তাই আমরা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি(র দাবির পাশাপাশি আরও নিম্নলিখিত দাবিগুলি নবগঠিত সরকারের বিবেচনার জন্যে পেশ করছি(

১। পুলিশী ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংশোধন (২০০৬) বিষয়ে প্রকাশ সিং কেস-এর সুপারিশ অনুসারে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকার ও বর্তমান সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মোতাবেক কোনো পুলিশ-এর অভিযোগ জানানোর সংস্থা রূপায়ণ করেনি যদিও কেরল সহ অন্যান্য অনেক রাজ্য সরকার তা করে ফেলেছে। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে উক্ত(নির্দেশিকার সমস্ত কিছু রূপায়ণ হোক এবং সরকার অবিলম্বে মানবাধিকারের আলোয় পুলিশী ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংশোধন ও পুনর্গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ ক(ক।

২। শুধুমাত্র ঘোষণায় থেমে না থেকে প্রত্যেক জেলায় উপযুক্ত(পরিকাঠামো দিয়ে মানবাধিকার আদালত গড়ে তোলা হোক যাতে তা স্বাধীন ও কার্যকর ভাবে ক্রি(য়াশীল হতে পারে এবং পাশাপাশি মানবাধিকার সংক্র(ান্ত বিষয়ে কাজ করবেন যে বিচারকরা তাঁদের মানবাধিকারে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রক্রি(য়া শু(হোক।

৩। বাস্তবে কার্যকর ও স্বাধীন আধা-বিচারবিভাগীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির যেমন মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশন, শিশু ও নারী কমিশন, লোকায়ুক্ত(ইত্যাদির গঠনে জোর দেওয়া হোক ও তাদের (মতায়ন হোক।

৪। নন্দীগ্রাম, রিজওয়ানুর ও অন্যান্য মামলায় কর্তব্যে গাফিলতিতে অভিযুক্ত(ও মানবাধিকারের গর্হিত লঙ্ঘনে অভিযুক্ত(পুলিশ আধিকারিকদের (আইপিএস আধিকারিক সহ) ১৯৭ সিআরপিসি-র কম কোনো ধারায় বিচারের অনুমতি/ অনুমোদন দেওয়া হোক।

৫। আদালতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ল(্যে বিঘ্নকারী কায়েমী স্বার্থের সৃষ্ট আইনী বাধাসমূহ দূর করার জন্য আইনী উদ্যোগ ও পদ(ে প নেওয়া হোক।

৬। জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করা হোক, সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রদ্রোহীতা বিরোধী আইনগুলির (ে ত্রে অব্যবহারের নীতি গ্রহণ করা হোক।

৭। জনজীবনে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ হোক।

৮। আইনের শাসন ও সরকারী সুশাসনের প্রতিষ্ঠা হোক। আইন রূপায়ণকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলির সঙ্গে শাসকদলের প্রভাব(ম যোগাযোগ ছিন্ন করা হোক। সমস্ত চিহ্নি(ত জনবিরোধী, দমন ও নির্যাতনে অভিযুক্ত(ব্যক্তি(কে আইনী শাসনের আওতায় শাস্তিদান করা হোক।

৯। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের অবসান ঘটিয়ে নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক ক্রি(য়াকলাপের (ে ত্রকে প্রশস্ত ও প্রসারিত করা হোক।

এপিডিআর মনে করে একটি রাজনৈতিক জয় স্বতঃসিদ্ধভাবে গণতন্ত্রের জয়ের অর্থ বহন করে না। রাজনৈতিক জয়কে গণতন্ত্রের জয়ের রূপ দিতে নবগঠিত সরকারকে যাত্রা শু(করতে হবে এ রাজ্যে সমস্ত ধারা ও রঙের রাজনীতির সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি(দান করার মধ্যে দিয়ে।

আমরা চাই এই স্মারকলিপি নবগঠিত মন্ত্রীসভার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে পঠিত ও আলোচিত হোক। ধন্যবাদ।

ধীরাজ সেনগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক
এ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেক্শন অফ ডেমোক্র(্যাটিক রাইট্স

CDRO -**এর তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট**

উড়িষ্যার কন্ধমল জেলায় ভূয়া সংঘর্ষে মৃত্যু ভূমিপুত্রদের

গত ৮ই জুলাই ২০১৬ উড়িষ্যার কন্ধমল জেলার টুমডিবান্ধ ব্লকের পরাগপাঙ্গা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গুমাডিমাহ গ্রামের নিকট 'স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ'(SOG) শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে হত্যা করল ৫ জনকে, মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ৭ জন।

এই ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান করেন অধিকার র(া আন্দোলনের কর্মীরা, গত ১৭/০৭/২০১৬ তারিখে। দলে ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের 'হিউম্যান রাইটস্ ফোরাম(HRF) এর ভি. এম. কৃষ(া এবং কে সুধা, ওড়িষ্যার 'গণতান্ত্রিক অধিকার সুর(া সংগঠন' (GASS)এর দেবরঞ্জন এবং দেবীপ্রসন্না । তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট শুধু ঘটনার নির্মমতা বা ভয়াবহতাকে তুলে ধরে না, তুলে ধরে মানবতার বি(দ্ধে সংগঠিত অপরাধের এক জলন্ত নিদর্শন।

তথ্যানুসন্ধানী দলের সদস্যরা প্রত্য(দর্শী, সন্নিকটস্থ গ্রামবাসী, নিহত ও আহতদের পরিবার, হাসপাতাল ও প্রশাসনের সাথে কথা বলেন ও অকুস্থল পরিদর্শন করেন।

ঘটনার বিবরণ

৮ই জুলাই ২০১৬ ১৫ জন গ্রামবাসী যাদের মধ্যে তিনজন মহিলা (২জন মহিলার কোলে শিশু ছিল) ছিলেন। এঁরা আদিবাসী (গোন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত() ও তপশীল জাতির (পনো সম্প্রদায়ভুক্ত() মানুষ। একটি অটোরিক্সা ভাড়া করে এরা ফিরছিলেন বালিয়াগুডা (Sub divisional Head Quarter Kandhamal Dist.) থেকে নিজ গ্রাম গুমাডিমাহতে। বালিয়াগুডা গিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় (রাল কর্মপ্রকল্পের (MGNREGS) পাওনা টাকা আনতে, সঙ্গে ছিলেন পরান পাঙ্গা পঞ্চায়েতের শরপঞ্চায়েত কুকলা দিগল, রাত প্রায় ৮.২০ মি নাগাদ চড়াই পথে ওঠার সময় অটোটি খারাপ হয়ে যায়। সকলেই অটো থেকে নেমে পড়ল। মহিলা তিনজন শিশু সহ হাঁটতে শু(করেন,বাকিরা অটোটি ঠেলতে শু(করেন। চড়াই শেষ করে অটোটি থামে সাথে সাথেই SOG-র জওয়ানরা (যারা রাস্তার পাশে প্রায় ১০ ফুট দূরে জঙ্গলের মধ্যে পজিসন নিয়ে ছিল) গুলি চালাতে শু(করে এবং ঘটনা স্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের যাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং একটি শিশু ও শরপঞ্চায়েত এবং ৭ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হন। মৃতেরা হলেন কিমুরি মল্লিক (৩৫) বিমবুলি মল্লিক (৪৫), মিদিয়ালি মল্লিক (৪০), কুকলা দিগল (৪২) এবং ২ বছরের শিশু জিহাদ। ঘটনাস্থল থেকে গ্রামটির দূরত্ব ছিল ২০০ মিটারের মতো। বাকি লোকেরা তাড়াতাড়ি গ্রামে যায় এবং গ্রাম থেকে লোকজন সহ ঘটনাস্থলে ফিরে আসে। কিন্তু SOG-র জওয়ানরা তাদের মৃতদেহ এবং আহতদের কাছে আসতে দেয়নি। যন্ত্রণা কাতর আহতদের হাসপাতালে ভর্ত্তির আবেদনে কর্ণপাত করেননি SOG-র জওয়ানেরা। সারারাত যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন আহতেরা। গ্রামবাসীরা আশে পাশের গ্রাম থেকে আরও লোকজন নিয়ে পরদিন সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং আহতদের ভর্তির দাবি করতে থাকেন ও দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আহতদের নিয়ে হাঁটাপথে ১৫ কি.মি. দূরে কুটমগড় হাইওয়েতে পৌঁছান সেখান থেকে গাড়িভাড়া করে বরহমপুর MKCG হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন পর দিন বিকালে অর্থাৎ ৯ই জুলাই, ২০১৬-এ। প্রশাসনিক এই নিষ্ঠুরতা শুধু হতবাক করে না, এই অমানবিক ঘটনা একটি নির্বাচিত সরকারের প্রশাসনিক ভয়াবহতাকে তুলে ধরে।

সরকারী ভাষ্য — গোয়েন্দাসূত্রে খবর ছিল একটি সশস্ত্র মাওবাদী দল ঐ এলাকায় রয়েছে। SOG বাহিনী ওখানে যায় এবং রাস্তার ধারে ঐ টিলায় মাওবাদীদের সাথে গুলি বিনিময় শু(হয় তার মধ্যে ঐ অটোটি এসে পরে ফলত তাঁরা গুলিবিদ্ধ হয়। যা সর্বৈব মিথ্যা। কোনো সংঘর্ষই ওখানে ঘটেনি, গুলি একতরফা চলেছিল।

উক্ত(ঘটনায় আহত যাঁরা এখনও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন তাঁরা হলেন টিম্পু মল্লিক (৫০), বনমালী মল্লিক (৩৫), গোট্রিস দিঘল (৩৫), কাজন্তি মল্লিক (২২)

তথ্যানুসন্ধানী দলের দাবিগুলি নিম্নরূপ—

১) ভারতীয় দণ্ডবিধির (Sec 302) এবং SC, ST (Provention of Atrocities) Act অনুসারে হত্যাকারি SOG জওয়ানদের বি(দ্ধে FIR দায়ের করতে হবে।

২) সিবিআই তদন্ত করতে হবে।

৩) পর্য্যাপ্ত (তিপূরণ দিতে হবে।

৪) মাওবাদী প্র(েটিকে শুধুমাত্র আইন শৃংঙ্খলার প্র(হিসাবে না দেখে আর্থ রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে দেখতে হবে।

দ(িণ ওড়িষ্যার কালাহান্ডি, রায়গড়া, কোরাপুট, কন্ধমল ও গজপত জেলায় ইতিপূর্বে এ ধরনের ভূয়া সংঘর্ষে বেশ কিছু নিরিহ আদিবাসী মানুষের প্রাণ নিয়েছে CRPF, BSF ও SOG বাহিনী যার একটি সং(িপ্ত তালিকা দেওয়া হল—

ক) ফেব্রুয়ারী ২৭.২০১৬ SOG-র জওয়ানরা হত্যা করে মান্ডা কাডরাকে। গ্রাম রাঙামাটি, পারসালী পঞ্চায়েত, কল্যাণ সিংহপুর ব্লক, জেলা রায়গরা ।

খ) নভেম্বর ১৬, ২০১৫, CRPF এর গুলিতে মারা যান হরিশংকর নায়েক, সুত্র মাঝি, জয়া মাঝি, গ্রাম নিশানগুডা,যুগসাইপাটনা পঞ্চায়েত, জেলা কালাহান্ডি।

গ) জুলাই ২৬, ২০১৫, SOG-র জওয়ানরা হত্যা করে দুবে(র নায়েক ও তাঁর স্ত্রী বুবুধি নায়েককে, গ্রাম পাঙ্গলাপাদার, মাদাগুদা পঞ্চায়েত, কোটাগড় ব্লক, কন্ধমল জেলা।

ঘ) অক্টোবর ২৯, ২০১৩, BSF এর গুলিতে প্রাণ হারান গঙ্গাধর কির(ণি, গ্রাম ললিতপুর, গুলিপাদা পঞ্চায়েত, লামটাপুট ব্লক কোরাপুর জেলা।

ঙ) নভেম্বর ১৪, ২০১২, SOG হত্যা করে আইবাপাদ্রা, ঘাসিরাম বাগসিংহ, সনাতন মল্লিক, লক্ষ্মীকান্ত মল্লিক, শ্যামসন মাঝি এঁরা সকলেই কন্ধমল জেলার বিভিন্ন গ্রামের।

কাশ্মীর নিষিদ্ধ দেশের উপকথা

তাপস চক্রবর্ত্তী

গত ৮ই জুলাই ২০১৬, কাশ্মীর উপত্যকার কোকারনাগের বান্দুর গ্রামে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ, স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (SOG), রাষ্ট্রীয় রাইফেলের (RR) একটি দল বুরহান ওয়ানি, সরতাজ আহমেদ শেখ এবং পারভেজ আহম্মদকে (হিজবুল মুজহিদিনের সদস্য) ভূয়া সংঘর্ষের নামে হত্যা করে। বুরহান ওয়ানির (২২) হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে কাশ্মীর উপত্যকা। কার্যত উপত্যকার মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হন। যার সিংহভাগে ছিলেন তরতাজা যুবক যুবতীরা। হাতের পোস্টারে লেখা ছিল " You can cut all the flowers but you can not keep spring from comming" লেখা ছিল " Stop Bleeding Kashmir" পরিশিলিত ভয়ানক পোস্টারটিতে লেখা ছিল "There is no flag enough to cover the shame of Killing innocent people" রাষ্ট্রের কথা বাদ দিন, ভারতবর্ষের মানুষ কি মনে করেন এই হাজার হাজার বিক্ষোভকারীরা জঙ্গী (Militant) এই বিক্ষোভকারীদের দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী বলার কোনো নৈতিক অধিকার আমাদের আছে? যন্ত্রণাকাতর, বেদনাবিদ্ধ রক্তস্নাত এই উপত্যকার দীর্ঘ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ইতিহাস রচিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে গভীর ক্ষত। ভারত রাষ্ট্রের প্রতি জন্মেছে অবিশ্বাস ও ঘৃণা। ইতিহাস অবচেতনার জায়গা থেকে এই যন্ত্রণাকে বোঝা যাবে না। এই বিক্ষোভকে, বিদ্রোহকে বুঝতে হবে ইতিহাসের আলোকে। বিক্ষোভকে দমন করার জন্য সমগ্র উপত্যকা জুরে জারি হল কার্ফু, হত্যা করা হল ৫০ জন মানুষকে। ব্যবহার করা হল বিক্ষোভ দমনের নয়া অস্ত্র যার পোশাকি নাম 'ক্রাউড কন্ট্রোল প্যালেট গান' যা কেনা হল ইজরাইলের কাছ থেকে। ভারতীয় ছড়রা বুলেটের আধুনিক সংস্করণ। ক্ষত বিক্ষত করল অসংখ্য মানুষকে। শ্রীনগর মেডিকেল কলেজের হিসাব অনুসারে ধাতব স্পিন্টারের আঘাতে দৃষ্টিশক্তি রহিত রয়ে গেলেন প্রায় ৯০ জন মানুষ। মানুষের বিক্ষোভকে প্রশমিত করার ন্যূনতম সহবৎ ও সহনশীলতা দেখাতে অক্ষম এই হিংস্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা নিশ্চই সম্মতির শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করে না করে দখলের শাসন ব্যবস্থা।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মুজফ্ফর ওয়ানির পুত্র বুরহান। গত বছর নিরাপত্তা বাহিনী হত্যা করেছে তাঁর আর এক পুত্র খালিদ ওয়ানিকে। দীর্ঘ দিন ধরেই পুলওরামা জেলার ত্রাণ তহবিলের শরিফাবাদ গ্রামের এই পরিবারটির উপর চলছে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নানা ধরনের নির্যাতন। বুরহানের মৃত্যুর প্রায় তিন মাস আগে সংবাদ মাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে মুজাফ্ফর ওয়ানি বলেছিলেন 'একজন বিদ্রোহী (জঙ্গী?) সাত বছরের বেশি বাঁচে না। বুরহান ছ'বছর কাটিয়ে দিয়েছে। আমি জানি ওর সময় হয়ে গেছে, ওর লাসের অপেক্ষায় আছি'— এই নির্মম সত্যের মধ্যে দিয়েই হয়ত বোঝা যায় ভারত রাষ্ট্রের হিংস্র স্বরূপ, উন্মোচিত হয় পিতার হৃদয়ের হাহাকার, আর্তনাদ। অনেকের মতো মুজফ্ফর ওয়ানিও মনে করেন বুরহানরা বন্দুক তুলে নিতে বাধ্য হয়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আজাদীর স্বপ্নে। ৯ই জুলাই থেকেই শোপিয়ান, রাজপুর, জাইমাপুর, কোইমা, তারজু, বাতামালু, গান্দেরঝাল, বুধগ্রাম, মিরগুন্দ, লালপোরা, কুপওয়ারা, সোগম, শ্রীনগর এক কথায় সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় যুবকদের বিক্ষোভ পরিণত হয় বিদ্রোহে। প্রতিবাদের আগুনে জ্বলছে পুরো উপত্যকা। বুরহানের পিতার কথায় 'এটা প্রথম নয়—এখানে আগুন অনেক আগেই লেগেছে, সেই আগুন নেভানোর জন্য জল দরকার— পেট্রল নয়'। সত্যিই তো ভারত রাষ্ট্র ৯০ বছর ধরে জলের বদলে পেট্রল ঢেলেছে, নেহেরু থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত। অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে কাশ্মীর উপত্যকার ৯০ শতাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন বুরহানরা এই প্রজন্মের স্বাধীনতা সংগ্রামী।

মনে হয় কাশ্মীর উপত্যকা সারা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ভয়ঙ্কর কনফ্লিক্ট (Conflict) জোন। এমন কি আফগানিস্থান, ইরাকেও এত বাহিনীর সমাবেশ নেই। সরকারী পরিসংখ্যান বলছে সমগ্র উপত্যকায় রয়েছে মাত্র ১৫০ জন কাশ্মীরী মিলিটেন্ট। কাশ্মীরের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের কর্মী খুরম পারভেজ প্রশ্ন তুলেছেন ''Do you need 7,00000 soldiers to fights 150 militant. কে খুরম পারভেজ?

কোয়লিশন অফ্ সিভিল সোসাইটির'' (JKCCS) কো আর্ডিনেটর খুরম UNA থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীর দরবারে কড়া নাড়ছেন কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি নিয়ে, ভারত রাষ্ট্রের মানবতার বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের বিচার চেয়ে। খুরম পারভেজ ও তার বান্ধবী আসিয়া গিলানীকে হত্যা করতে চেয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ১৪ তম লোকসভা নির্বাচনের সময় আসিয়া ও খুরম কাশ্মীর উপত্যকার নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে বুথে বুথে ঘুরছিলেন ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে। ক্যামেরা বন্দি করেছিলেন কিভাবে সেনাবাহিনীর জওয়ানের ভূয়া ভোট দিচ্ছে এবং ঘর ঘর থেকে কিভাবে মানুষকে জোর করে টেনে আনছে ভোট কেন্দ্রে। তারিখটা ছিল 20th Dec. 2004. কুপওয়ার থেকে শ্রীনগর ফেরার পথে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে -''High explosive devise'' দিয়ে ওদের গাড়িটি উড়িয়ে দেয়। ঘটনা স্থালেই মারা যান গাড়িটির ড্রাইভার ও আসিয়া মারাত্মক জখম হন, খুরম দীর্ঘ ছ'মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আর উপত্যকার সেরা ফুলটি (আসিয়া) ঘাতকের থাবায় পৃষ্ট হল মাত্র ২৫ বছর বয়সে। আসিয়া Times of India থেকে বিদেশী (ফরাসী) সংবাদ মাধ্যমের কাজ ছেড়ে কাশ্মীর উপত্যকার নির্যাতিত গরীব মহিলাদের নিয়ে 'আর্থিক সয়ম্ভর' গ্রুপ গড়ে তুলেছিলেন। ৫ জন মহিলা দিয়ে শুরু করে প্রায় পাঁচ হাজার মহিলাকে যুক্ত করেছিলেন

এই গ্রুপে। আওয়াজ তুলেছিলেন আজাদীর। এর আগেও ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিক অধিকার র(ার- সংগঠনগুলি বালাগোপালের নেতৃত্বে কাশ্মীর উপত্যকার- নির্বাচন ব্যবস্থার উপর তথ্যানুসন্ধান করেন।

এ সম্পর্ক তথ্যবহুল একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন '' voting at the point of gun'' যা নির্বাচনী প্রহসনের এক জীবন্ত দলিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯৯৫ সালে উপত্যকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর রূপকে প্রত্য(করতে ভারতের বিভিন্ন অধিকার র(ার সংগঠন (যার মধ্যে - APDR এর প্রতিনিধিরাও ছিলেন) বেশ কয়েকদিন ধরে তথ্যানুসন্ধান করেন। ''Blood in the vally'' শীর্ষক একটি সমৃদ্ধ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

ফিরে আসি খুরমের কথায়। খুরম ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে পুনরায় উপত্যকার মানুষের অধিকার র(ার আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। UNA থেকে শু(করে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন মঞ্চের দরজায় কড়া নাড়াচ্ছেন কাশ্মীরী মানুষের আকাঙ্(াকে, আর্তনাদকে পৌঁছে দেবার জন্য। প্রতি বছর JKCCS-র প(থেকে তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। উন্মোচিত হয় ভারত রাষ্ট্রের হত্যালীলার বিভিন্ন ধরন, সন্ত্রাসের বিভিন্ন দিক, বিষাক্ত(সাপের মতো জড়িয়ে থাকা আইনী সন্ত্রাসের চিত্র। ২০১৫ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে JKCCS দেখেয়িছে যে সরকারী তথ্যই বলছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় বর্তমানে ১৫০ জন কাশ্মীরী মিলিট্যান্ট রয়েছে। সরকারী নথী বলছে ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ পর্য্যন্ত একুশ হাজার মিলিট্যান্টকে মারা হয়েছে যার মধ্যে বিদেশী মিলিট্যান্টের সংখ্যা মাত্র তিন হাজার অর্থাৎ বাকি আঠারো হাজার যুবক কাশ্মীরী, যাদের হত্যা করেছে ভারত রাষ্ট্র, হত্যা করেছে তার সন্তানকে।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজ্য শাসন যে সম্মতির শাসন এই সংজ্ঞা মেনে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। জবরদস্তির শাসন মানেই অসম্মতির শাসন। কাশ্মীরের জনসাধারণ কি চান-কি চান না সেটা কখনই ভারত বা পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে বিবেচ্য বিষয় বলে মনে হয়নি। কাশ্মীর উপত্যকা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে যার ৩৭ শতাংশে চলে পাকিস্তানী দখলদারী বাকি ৬৩ শতাংশে চলে ভারত রাষ্ট্রের দখলদারীর শাসন। একটি খণ্ডকে যদি পাক অধিকৃত কাশ্মীর (POK) বলা হয় তবে অপর অংশটিকে ভারত অধিকৃত কাশ্মীর (IOK) বলা হবে না কেন? আজাদীর আওয়াজকে (দ্ধ করতে বদ্ধপরিকর উভয় রাষ্ট্রই।

কাশ্মীরী মানুষদের স্বতন্ত্রতাকে বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে চিহ্নি(ত হতে হবে দেশদ্রোহী হিসাবে। মনে রাখা দরকার দেশপ্রেম জন্ম নেয় ব্যক্তি(র হৃদয়ে, পুষ্ট হয় নৈতিক ভাবনায় আর রাষ্ট্রীয়তাবাদের জন্ম হয় রাষ্ট্রীয় সংগঠনে। তাই দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রপ্রেমের মধ্যে বিরাজ করে উপসাগরীয় দূরত্ব। কাশ্মীর উপত্যকা ভারতের আর পাঁচটা অঙ্গ রাজ্যের মতো নয়। ফিরে দেখতে হবে ইতিহাসকে। ঐতিহাসিক কলহনের রাজতরঙ্গীনীতে সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি রাজ্যের বর্ণনা প্রত্য(করি। ১৫৮৬ সালে আকবর অর্থাৎ মুঘলদের অনুপ্রবেশ ঘটে, যদিও নামমাত্র অংশ মুঘলদের অধিকারে ছিল। শাসনকাজ পরিচালনা করতেন একজন সুবেদার। ভারতবর্ষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কায়েমের পর ১৮৪৬ সালে জম্মুর রাজা ডোগরা রাজপুত গুলাব সিং এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সমঝোতা গড়ে ওঠে এবং অমৃতসর চুক্তি(অনুসারে স্বাধীন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সৃষ্টি। গুলাব সিং ৭৫ ল(টাকার বিনিময়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজা হলেন। উপত্যকায় সামন্তবাদ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগঠিত সূচনা হয় ১৯৩১ সালে। ১৯৩২ সালে শেখ অবদুল্লার নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলীম কনফারেন্স'। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আবদুল্লা ছিলেন প্রকৃত ধর্মনিরপে(মানুষ। তিনি মুসলীম শব্দটিকে তুলে দিয়ে ১৯৩৯ সালে সংগঠনের নতুন নামকরণ করেন 'ন্যাশানাল কনফারেন্স' এবং ১৯৪৬ সালে অমৃতসর চুক্তি(বাতিল ও কাশ্মীরের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দাবিতে শু(হয় গণ আন্দোলন যে আন্দোলনে তাঁর সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে লড়েছিলেন ন্যাশানাল কনফারেন্সের অন্যতম ব্যক্তি(ত্ব প্রেমনাথ বাজাজ। শেখ আবদুল্লা সহ তাঁর সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হলেন। প্রেমনাথ বাজাজের বিখ্যাত গ্রন্থ "Inside Kashmir, Mirpur" অবশ্যই কাশ্মীরের ইতিহাসকে জানতে সাহায্য করবে।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে আবদুল্লা জেল থেকে ছাড়া পান। ইতিমধ্যে ১৫ অক্টোবর মহারাজ হরি সিংহ এম. সি মহাজনকে জম্মু কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং অবসরপ্রাপ্ত (পাঞ্জাব হাইকোর্ট) বিচারপতি বক্সী টেকচাঁদকে সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন।

২৭ শে অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সংযোজন বিষয়ক দলিল 'ইনসট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন' স্বা(রিত হয়। শেখ আবদুল্লা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান এবং আপাতকালীন শাসনব্যবস্থার প্রধান হিসাবে আবদুল্লা নিযুক্ত(হলেন। ১লা নভেম্বর মাউন্টব্যাটন প্রস্তাব দিয়েছিলেন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের রায় নেওয়া হোক। প্রস্তাব জিন্না প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের এক কমিশন প্রস্তাব দিয়েছিল ভবিষ্যতে গণভোটের মধ্যে দিয়েই কাশ্মীরের ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে। ভারত রাষ্ট্র এই প্রস্তাব মেনে নেয় ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগস্ট। ঐ বছরই ২০ শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানও ঐ প্রস্তাব মেনে নেয়। UNCIP কর্তৃক ৫ই জানুয়ারী ভারত ও পাকিস্তানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের ১১ দফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু আজও অধরা সেই গণভোট। চিনাব, ঝিলাম দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ১৭ই অক্টোবর ভারতের সাংবিধানিক পরিষদে ৩৭০ ধারা গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেস সরকার ১৯৫৩ সালের ৯ই আগস্ট শেখ আবদুল্লাকে (মতাচ্যুত করে এবং গ্রেপ্তার করে ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বক্সি গুলাম মহম্মদকে নিয়োগ করে। শেখ আবদুল্লা স্বায়ত্ব শাসনের দাবিতে বারবার দরবার করেছেন দিল্লীর দরবারে, উত্তাল হয়েছে উপত্যকা। মূলত সেই কারণেই আবদুল্লাকে কারাগারে নি(প করা হয়।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ও ইতিহাসবিদ বলরাজপুরি ১৯৬৩ সালে জওহলাল নেহে(র সাথে সা(াৎ করেছিলেন এবং কা(্মীর সমস্যাকে আরও বৃহত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার অনুরোধ করেন। নেহে(র উত্তর ছিল 'আমরা আন্তর্জাতিক স্তরে কা(্মীরকে নিয়ে জুয়া খেলেছি। এখন আমরা কা(্মীরকে হারাতে পারব না। নৈতিকতা ও গণতন্ত্র— অপে(া করতে পারে (We have gambled at the International Stage on Kashmir and cannot afford to lose it. Morality and democracy can wait. –"Kashmir towards insergency"-- Balraj Puri)

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ১৯৬৪ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় নানান টালবাহানা, সাংবিধানিক চাতুরীর সাহায্যে কা(্মীরকে গ্রাস করার (ে ত্রে অনন্য ভূমিকায় ছিলেন নেহে(। সুমন্ত্র বোস তাঁর "The Challange in Kashmir" পুস্তকে দেখিয়েছেন নেহে(তাঁর পুরানো বন্ধু শেখ আবদুল্লাকে কিভাবে বন্দি করে রেখেছিলেন যুক্তি(র ছল চাতুরির মধ্যে দিয়ে। মহাত্মা গান্ধীকে যারা 'জাতীর জনক' হিসাবে পূজা করেন, তাঁরা কিন্তু এই জনকের কা(্মীর সম্পর্কিত ভাবনার ধারেকাছেও যাননি। নেহে(র বসংবদ ভৃত্য গুলাম মহম্মদের প্রধানমন্ত্রীত্বে কা(্মীরের ভারতীয়করণ প্রক্রি(য়া ত্বরান্বিত হয়েছিল।

কা(্মীর সম্পর্কে অসাধারণ বক্ত(ব্য ছিল জয়প্রকাশ নারায়ণের। বারবার নেহে(কে তাঁর ভাবনার কথা জানিয়েছেন। এমন কি ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পাঠানো এক ব্যক্তি(গত চিঠিতে লিখছেন ''আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি, কিন্তু শক্তি(প্রয়োগ করে শাসন করি। আমরা ধর্ম নিরপে(তার কথা বলি অথচ সেখানে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নিপীড়ন আমাদের নীতিকে প্রভাবিত করে। পাকিস্তান কা(্মীরের দখল নিতে চায়, এটা কিন্তু সমস্যার মূল কেন্দ্র বিন্দু নয়। আসল সমস্যা থেকে গেছে কা(্মীরের মানুষের সুগভীর ও ব্যাপক অসন্তোষ ও (ো ভের মধ্যে'। (সূত্র M.J. Akbar-- The Siege with, পুস্তক)

শেখ আবদুল্লার বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রত্যহৃত হয়, এবং আবদুল্লা মুক্তি(পেলেন ৮ই এপ্রিল ১৯৬৪ সালে। ইতিমধ্যে কামরাজ-প্ল্যান ঘোষিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে সামসুদ্দিন ১৯৬৩ সালের ১১ই অক্টোবর। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে ১৯৬৪, ১লা মার্চ জি.এম. সাদিক, সামসুদ্দিনের স্থলাভিসিক্ত(হন। ঐ সালেই ২৯ শে এপ্রিল নেহে(র অতিথি হিসাবে আবদুল্লা দিল্লীতে আসেন এবং তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। মে মাসে আবদুল্লা তাঁর সাথীদের নিয়ে পাকিস্তানে যান এবং পাকিস্তানের তদানিন্তন রাষ্ট্রপ্রধান আয়ুব খাঁকে 'ভারত-পাক-কা(্মীর কনফেডারেশন' গড়ার প্রস্তাব দেন, কিন্তু আয়ুব খাঁ সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ইতিমধ্যে নেহে(র মৃত্যু ঘটে এবং ভারত র(া আইনে প্রাক্ত(ন প্রধানমন্ত্রী বক্সিগুলাম মহম্মদ গ্রেপ্তার হন। ডিসেম্বর মাসে সমগ্র উপত্যকায় ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারা সম্প্রসারণের কারণে উপত্যকাজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এবং আশ্চর্য্যজনক ভাবে জম্মু-কা(্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স জম্মু-কা(্মীর প্রদেশকংগ্রেস দলে পরিণত হয়। ১৯৬৫ সালের ৫ই আগস্ট যুদ্ধ বিরতি সীমা অতিত্র(মের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শু(হয় যার বিরতি ঘটে ২৩ সেপ্টেম্বর। ইত্যাবসরে আবদুল্লার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ''জম্মু কা(্মীর পিপল কনভেনশন' ১৯৬৮ সালে। যা রূপ নেয় 'গণভোট ফ্রন্ট' নামে, মকবুলভাট যার অন্যতম নেতা ছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে 'গণভোট ফ্রন্ট'কে নিষিদ্ধ করা হয়, নির্বাচনে গণভোট ফ্রন্টের অংশগ্রহণ বন্ধ করার জন্য। তখন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়দ মীরকাশেম। ৩রা জুলাই ১৯৭২ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি রেখাকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা হিসাবে স্বীকৃতি এবং দ্বিপা(ক আলোচনার মাধ্যমে কা(্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য স্বা(রিত হয় 'সিমলাচুক্তি(', স্বা(র করেন ইন্দিরা গান্ধী (প্রধানমন্ত্রী, রিপাবলিক অফ ইণ্ডিয়া) ও জুলফিকার আলি ভুট্টো (রাষ্ট্রপতি, ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান) । এরপর ১৯৭৪ সালে জুলাই মাস নাগাদ 'গণভোট ফ্রন্টের' বিলোপ ঘটে এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স পুনঃ গঠিত হয় ও শেখ আবদুল্লা ন্যাশানাল কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই উপত্যকায় প্রথম ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ শে মার্চ ১৯৭৭- ৪ঠা জুলাই ফল প্রকাশিত হয় যেখানে ন্যাশানাল কনফারেন্স ৭৬টির মধ্যে ৪৭টি আসনে জয়ী হয়। ১৯৮২ তে শেখ আবদুল্লার পুত্র ফা(ক আবদুল্লা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। ৮ই সেপ্টেম্বর শেখ আবদুল্লা মারা যান। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জম্মু-কা(্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য আজাদ কা(্মীরের স্বপ্ন দেখে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'অয়েসি চিনার' এর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস, স্বপ্ন দেখানোর ইতিহাস। ৭০ এর দশকেই গড়ে উঠেছিল 'জম্মু কা(্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (JKLF) নেতৃত্বে ছিলেন মকবুল ভাট, যাকে ১৯৮৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি ফাঁসী দেওয়া হয় এবং দিল্লীতে কবরস্থ করা হয়। প্রতিবাদ হয় সারা উপত্যকা জুড়ে।

ইতিমধ্যে বরখাস্ত হন ফা(ক আবদুল্লা এবং ১৯৮৬ সালে কংগ্রেসের সাথে (মতা ভাগের শর্তে পুনরায় (মতায় ফেরেন। মনে রাখা দরকার এই পর্বে JKLF এর নেতা ইয়াসিন মালিক কে গ্রেপ্তার করা হয় (১৯৮৭) । এক সা(াৎকারে ইয়াসিন মালিক বলেন (India Today) 'আমাকে গ্রেপ্তারের পরই সরকারী কর্তৃপ(আমাকে 'পাকিস্তানী বেজন্মা বলে অভিহিত করেছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, আমি কেবল ভোট দেবার অধিকারটুকু চেয়েছিলাম কিন্তু সেই অধিকার চুরি করে নেওয়া হল। আমি পাকিস্তানের সমর্থক নই, কিন্তু ভারতের প্রতি যাবতীয় আস্থা হারিয়ে ফেলেছি'। এই সময়কালে ১৯৮৭ সালের নির্বাচনকে প্রহশনে পরিণত করা হয়েছিল। ১৯৯০ দশকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান উপরিউক্ত(কার্য্যগুলির কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। এই সময় কালে মুখ্যমন্ত্রী ফা(ক আবদুল্লার উত্তেজক ও বিস্ফোরক মন্তব্যে তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং নিষ্ঠুরতার পরিচয় মেলে। যেমন— ''আমি আমার রাজনৈতিক বিরোধীদের পা ভেঙে দিতে পারি ... আমি

ল(ল(মানুষকে জেলবন্দি করতে পারি কারণ আমার পিছনে ভারত সরকারের মদত রয়েছে... আমি বন্দিদের দিল্লী পাঠিয়ে দেব, সেখানকার গরমে তাদের চর্বি গলে যাবে' 'বন্দুকধারী কাউকে দেখা মাত্র তাকে গুলি করে মারা হবে, (১৯৮৮'র মে মাস নাগাদ Kashmir times, The Hindustan Times পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) । ১৯৯০ পুনরায় ইয়াসিন মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ নরসীমা রাও এর শাসনকালে সমগ্র উপত্যকা জুড়ে নিরাপত্তার(ী বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ ও তাণ্ডব চালিয়েছে। যার বর্ণনা রয়েছে "Blood in the Vally" "Voice of Vangard" " Frontline" সহ বিভিন্ন পত্রিকায় এবং গৌতম নাভলাখার " Internal Militarisation-Blood on the Track" শীর্ষক প্রবন্ধে। A.G. Noorani র লেখায়। বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যায় সিদ্ধার্থ গুহরায় এর 'কাশ্মীর-ভারতের সম্প্রসারণ বনাম মুক্ত(সংগ্রাম' নামক পুস্তকে।

অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে ফা(ক আবদুল্লার পদত্যাগ ও জগমোহনের রাজ্যপাল নিযুক্ত(করণের মধ্যে দিয়ে। ১৯৯০র ১৯ শে জানুয়ারী জগমোহন রাজ্যপাল নিযুক্ত(হন। ঠিক ২ দিন পরই নিরাপত্তা র(ী বাহিনীর গুলিতে ৮ জন বি(োভকারী প্রাণ হারান, আধা সামরিক বাহিনীর হাতে প্রাণ যায় তিনজন পুলিশ কর্মীর। বিদ্রোহ শু(হয় পুলিশ কর্মীদের ভিতর। রাজ্যপালের নেতৃত্বে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। হজরত বাল-এর কাছে জাকুরায় এবং বড়জালা বাইপাসে গুলি চালনায় মৃত্যু হয় ৩০ জনের। জগমোহন এই সময় কাশ্মীর পন্ডিতদের উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে বলেন এবং দলে দলে পণ্ডিতেরা উপত্যকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন যার পিছনে অন্য রাজনৈতিক অঙ্ক কাজ করেছে। তথ্য বলছে শুধু পন্ডিতরাই নন প্রায় ৬৫ হাজার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ উপত্যকা ছেড়ে চলে যান, ৩৯ জন কাশ্মীরী পন্ডিত নিহতও হন।

উপত্যকায় এত রক্ত(ঝরেছে, রাষ্ট্রের নির্যাতন চলেছে কিন্তু অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ কখনও ১৯৯০ এর আগে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয়নি। ১৯৯৫ চারর-এ শরিফে সশস্ত্র বিদ্রোহী এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে চলে লড়াই (এপ্রিল ২১ থেকে ২৫ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত), অবরোধ চলে ৫০ দিন ধরে। চারর-এ শরিফ সুফিসন্ত শেখ নুরউদ্দিন নূরানীর সমাধীস্থল, হিন্দুদের কাছে খ্যাত ছিলেন নন্দ ঋষি নামে। ভষ্মীভূত হয় সেটি। ভয়ঙ্কর অত্যাচার শু(হয় উপত্যকা জুরে। প্রতিবাদে কলম ধর্মঘটে অংশ নেন ১লাখ ৩০ হাজার কর্মচারী যাদের বেতন কাটা হয়। সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে বলে মন্তব্য করে হাইকোর্ট। শুধু মে মাসেই শ্রীনগর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় - ৭ জন সৈন্য সহ মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭ জনের মতো। রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ বাড়ানো হয় আরও ছমাস।

১৯৯৫ থেকে ২০১৫ এই বিশ বছরেও উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি ''সম্মতির শাসন''। সম্প্রসারণবাদের ভাবনা থেকে আর যাই হোক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

এই সময় কালের দিনপঞ্জী পাওয়া যাবে JKEES এর বাৎসরিক প্রতিবেদনগুলিতে, অ্যামিনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, এশিয়ান ওয়াচ, আউটলুক, কাশ্মীর টাইমস সহ বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট ও প্রতিবেদনে।

উল্লেখযোগ্য ভাবে উঠে আসে নাম গোত্রহীন হাজার হাজার কবরের। উঠে আসে অজস্র কাশ্মীরী যুবকের বলপূর্বক অন্তর্ধানের তথ্য। পাহাড়ের কোলে একটি গ্রাম বিধবাদের (widow villege) গ্রাম হিসাবে চিহ্নি(ত হয়। সেনাবাহিনীর ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলির বর্বরতা ও নৃসংসতা হতবাক করে নাগরিক সমাজকে। যার মধ্যে -''কুনান পসপুরার '' নাম অনেকের কাছেই পরিচিত, যৌন অত্যাচার সম্পর্কিত ৭ হাজার মামলা পড়ে রয়েছে জম্মু কাশ্মীরের বিভিন্ন আদালত ও হাইকোর্টে। অভিযুক্ত(রা সকলেই প্রায় সিকিউরিটি বাহিনীর (সেনাবাহিনী, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সি. আর.পি.এফ, বি.এস.এফ, এস.ওজি এবং জম্মু কাশ্মীর পুলিশ বাহিনী) সদস্য।

"Facts under ground" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে JKCCS, ২০০৮ সালে, যেখানে আট হাজার পরিচয়হীন কবরের (un marked) সন্ধান মিলেছে উপত্যকার পাঁচটি জেলায় কুমওয়ারা, বারমুলা, বান্দীপোরা, রাজৌরী এবং পুঞ্চ। যে সব সন্তানেরা 'ঘরে ফেরে নাই' তাদের সন্ধানে পরিবারগুলি হন্যে হয়ে ঘুরেছে প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে । গড়ে তুলেছেন The association of parents of Disappeared persons"

দীর্ঘদিন ধরে আলি-শা-গিলানী, মিরওয়াজ ওমর ফা(ক, কবির সাহ, নঈম খাঁ, আসরাফ মেহরাজ, আয়াজ অকবর (বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত) গৃহবন্দি ছিলেন, আফজল গু(র ফাঁসির পর থেকেই এবং বুরহানের হত্যার পর তা আরও দৃঢ় করা হল।

জুলাই ২০১৬ উপত্যকার জনমানষে আরও একবার ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে সৃষ্টি হল গভীর (ত, ঘৃণা আরও শক্ত(করল বিদ্রোহী মানসিকতাকে। একথা আর কবে বুঝবে রাষ্ট্র নায়করা। সেই কবে থেকেই উপত্যকায় জারি রয়েছে ভয়ংকর সব কালাকানুন। যেমন— ১৯৯০ থেকে ধারাবাহিকভাবে জারি রয়েছে AFSPA, 1978 এর Public Safety Act, Ranbir Penal Code 1989 (RPC), SRO-43 উপদ্রুত এলাকা আইন। এক কথায় রয়েছে আইনী সন্ত্রাসের আধিপত্য ও গবেষণালব্ধ সুবৃহত নথী প্রকাশ করেছে "International People tribunal of Human Rights and Justice in Indian Administered Kashmir (IPTK) এবং Association of Parents of Disappeared persons (APDP) যার শিরোনাম Alleged PERPETRATORS stories of Impunity in Jammu and Kashmir. গবেষণা এবং নথি সংকলনের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন পারভেজ ইমরোজ, কার্তিক মু(কুটলা, খুরম পারভেজ এবং পারভেজ মিটা। যেখানে ২১৪টি কেসের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে ৫০০ জন সম্ভাব্য (Alleged) অপরাধীর বি(দ্ধে। যাঁদের সকলেই সিকিউরিটি ফোর্সের লোক।

(Army Personal 235, Para Military 123, J & K Police -111 Goverment booked militant-31 —সর্বমোট ৫০০ জন) এর মধ্যে মেজর জেনারেল আছেন ২ জন, ব্রিগেডিয়ার আছেন- ৩ জন, কর্ণেল- ৯ জন, লেঃ কর্ণেল-৩ জন, মেজর- ৭৮ জন, ক্যাপ্টেন- ২৫ জন। কেসগুলি— বলপূর্বক অপহরণ, হত্যা, হেফাজত হিংসা সংত্র(ান্ত । এর পরেও কি রাষ্ট্র নায়কেরা বি(্বাস করবে যে বুরহানরা বন্দুকের বদলে সংসদীয় গণতন্ত্রের মালা পড়াবে তাদের গলায়।'

ভারতবর্ষের আমজনতা বা তথাকথিত মূলস্রোতের মানুষ; তাঁদের সমাজ বা ইতিহাস চর্চায় কা(্মীর বা সমগ্র নর্থ ইস্টের স্থান কতটুকু ?

'পৃথিবীর ইতিহাসে সেটুকু অংশেরই অস্তিত্ব রয়েছে যেটুকু অত্যাচারীরা আমাদের জানতে অনুমতি দিয়েছে'' ঐতিহাসিক জ্যাঁ শ্যেনো। মানুষের দেহে (ত দীর্ঘস্থায়ী হলে পরিণামে সর্বনাশ ডেকে আনে। ঠিক তেমনিই দেশের দেহে অশান্তির (ত দীর্ঘস্থায়ী হলে দেশকে সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যায়— রাষ্ট্র নিরপে(ভাবেই যে কোনো দেশপ্রেমিকের কাছে, মানবাধিকার কর্মীর কাছে এটা উদ্বেগজনক। (তথ্য সূত্র Kashmir towards insurgency- Balraj Puri, Inside Kashmir, Mirpur--Premnath Baras, কা(্মীর-সিদ্ধার্থ গুহরায়, Blood in the vally– – M.J. Akbar, কা(্মীর ভুলুণ্ঠিত মানবাধিকার- APDR হুগলী, JKCCS-এর বার্ষিক রিপোর্ট, 'মন্থন' সহ বেশ কিছু পত্রিকা)

কল্লোল শুধুমাত্র একটি নাটক নয় !

পার্থ মুখার্জী

পোটেমকিন যুদ্ধজাহাজের নাবিকদের বিদ্রোহ ছিল ১৯১৭ সালের সফল (শ বিপ্-বের অগ্রদূত। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ১৯২৫ সালে মুক্তি(পেয়েছিল Battleship Potemin । এই নির্বাক ছবির পরিচালক ছিলেন বি(্বিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক আইজেনস্টাইন, ছবিটি আজও বি(্বন্দিত— যা নাকি ভারতের চলচ্চিত্রকার সত্যজিত রায়কে অনুপ্রাণিত করেছিল। এক অসাধারণ মিল (সাদৃশ্য) পাওয়া যায় ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে। ১৯৪৬ সালের বোম্বাইয়ের খাইবার নৌ বিদ্রোহের ঘটনা— যা নাকি ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের পথ-প্রদর্শক এবং আত্ম-বলিদানের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আবার এই নৌ-বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে লিটিল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনায় মিনার্ভা নাট্যমঞ্চে উৎপল দত্তের রচনা ও পরিচালনায় 'কল্লোল' নাটক প্রথম অভিনীত হয়েছিল ২৯ শে মার্চ, ১৯৬৫। এই নাটকের আলোকসম্পাতে ছিলেন তাপস সেন এবং সঙ্গীত পরিচালনায় হেমাঙ্গ বি(্বাস। তারপর অনেকগুলো বছর অতিত্র(ান্ত, কিন্তু আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে কল্লোল, কৃষ(াবাই, লক্ষ্মীবাই, সার্দুল সিং ও তাদের সহযোদ্ধারা।

উৎস —গত শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতার রাজপথে মাদ্রাজের গোল্ডেন রকে, মালাবারের কৃষিভূমিতে ভারতের সর্বত্র বৃটিশ শাসনের বি(দ্ধে উত্তাল প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক খাইবার নৌ-অভ্যুত্থানের ঘটনাও এই সব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত(এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই অভ্যুত্থানের বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উৎপল দত্ত সা(াতকার নিয়েছিলেন বোম্বাই এবং মেটিয়াবু(জের জাহাজিদের। বিদ্রোহী নাবিকদের ছাপা কিছু প্যাম্পপে-ট ও কিছু প্রবন্ধ পরিচালকের তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল— বিশেষ ভাবে উল্লেখ বিদ্রোহে অংশীদার শেখ শাহাদত হোসেনের লেখা একটি বাংলা বই।

বোম্বাইয়ের খাইবার নৌ-বিদ্রোহের সংকট মুহূর্তে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। তাদের অহিংসার নামে দ্বিধাগ্রস্ততা, দোদুল্যমানতা আর প্রতিনিয়ত চতুরতা এবং আপোসকামীতা— এই বিদ্রোহকে পিছন থেকে ছুড়ি মেরেছিল। এই অভ্যুত্থান বিনষ্ট হয়েছিল যাদের দ্বারা- তাদের মধ্যে অন্যতম সর্দার প্যাটেল—এ আজ স্বীকৃত।

পশ্চিমবাংলার গণ-আন্দোলন ও 'কল্লোল'

মধ্য রাতে চুক্তি(বদ্ধ '(মতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে খন্ডিত এপার বাংলার জনজীবনে অপরিসিম দুর্গতি, ছিন্নমূল মানুষের হাহাকার এক চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল। বিশ শতকের ষাটের দশকে পশ্চিমবাংলার মানুষ বাঁচার সংগ্রামে রত—স্লোগান উঠেছিল ''ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যাঁয়, দেশকা জনতা ভুখা হ্যাঁয়''। এরই মধ্যে ভারত সরকার ৬২ তে চীনের সঙ্গে এবং ৬৫ তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যার ফলে, মুনাফাখোর এক ফাটকাবাজদের লুঠের রাজত্ব তৈরি হল। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি আর সরকারের ব্যর্থতা এই রাজ্যের মানুষকে তীব্র গণ-আন্দোলনের পথে ঠেলে দিল। প্রশাসন নির্মমভাবে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের বন্দি করে রাখল। 'বন্দিমুক্তি(' ও খাদ্যের দাবিতে সুতীব্র গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত(হল 'কল্লোল' নাটকের সংগ্রামী প্রেরণা যা শাসক দলের ভীতকে নাড়িয়ে দিতে এই রাজ্যের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কল্লোল নাটকের সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ— 'বিদ্রোহের দৃশ্য'। প্রথমে তেরঙ্গা ও লিগের ঝাণ্ডা ত্র(জার খাইবারের মাস্তুলে উঠে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। তারপর ইন্টারন্যাশানাল গানের সঙ্গে লাল নিশান সদর্পে উড়তে লাগল আলোকবৃত্তের মধ্যস্থলে এবং ঘন ঘন (-াগানে মুখরিত হতে লাগল প্রে(াগৃহ। লিটিল থিয়েটারের শিল্পী ও কর্মীদের বহু বছরের ত্যাগ ও শ্রম যথার্থ রূপ দিয়েছিল নৌ-বিদ্রোহের এই গৌরবোজ্জল অধ্যায়কে।

গণ-আন্দোলন এবং কল্লোল-এর উপর আত্র(মণ

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে দুর্ভি(-পীড়িত পশ্চিমবাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া গণ আন্দোলনের পথে হাঁটতে শু(করল। এই বি(াভকে দমন করার জন্য তৎকালীন কংগ্রেস সরকার শু(করল নানা রকম দমন-পীড়ন। আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্য, কাঁদানে গ্যাস এমনকি নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকে শহীদ হন। মিথ্যা মামলায় বহু মানুষকে কারাবন্দি করে রাখা হয়। খাদ্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত(হল আরেকটি সামাজিক আন্দোলন—বন্দিমুক্তি(আন্দোলন। এই দুই প্রতিবাদী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করল কল্লোল নাটকের বিপ্-বী

প্রেরণা। ঠিক এমন সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে এল টি জি (Little Theatre Group) -র কল্লোল (ুব্ধ রাজ্যবাসীর চিত্তে উত্তাল ঝড় নিয়ে এল। চার বছরে পরিপূর্ণ (House Full) ৮৫০ রজনি অতিত্র(ম করেও কল্লোল অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার ইতিহাস রচনা করল। নাট্যকার মন্মথ রায়ের অভিমত 'কল্লোল একটি ঐতিহাসিক নাটক, এটি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহত্তম শিল্পকীর্তি'।

একই সঙ্গে গণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর এবং কল্লোল নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী এমনকি পরিচালকের উপর নেমে এল শাসকদলের মদতপুষ্ঠ গুণ্ডা বাহিনীর বর্বর আত্র(মণ। নাটক বন্ধ করার ল(্যে কংগ্রেস সরকার ২৩ সেপ্টেম্বর উৎপল দত্তকে 'ভারতর(া আইনে' গ্রেপ্তার করল এবং বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হল, আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে কল্লোলের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিল— সম্পাদকীয় লিখে রাজ্যবাসীদের এই নাটক না দেখার ফরমান জারি করল(নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের সামাজিকভাবে বয়কটের আহ্বান জানাল। এর কিছুদিন পরেই সরকারী নির্দেশে 'দৈনিক বসুমতি' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় কল্লোল-এর বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেল।

অপ্রতিরোধ্য কল্লোল ও বন্দিমুক্তি(আন্দোলন

সমস্ত রকম আত্র(মণ নামিয়েও একদিনের জন্যও কল্লোলের অভিনয় বন্ধ করা যায়নি। পথসভা, লিফলেট, দেওয়াল লিখনে 'কল্লোল চলছে, চলবে', 'কল্লোল দেখুন'— মানুষের মধ্যে 'কল্লোল' দেখার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিল। শ্রমিক, ছাত্র-যুবকরা দল বেঁধে মিনার্ভা থিয়েটারে পাহারার ব্যবস্থা করল, কংগ্রেসী গুন্ডারা হামলা করতে এসে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। প্রতিদিনই বুকিং অফিসের সামনে বিশাল ভিড়। টিকিট না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে শত শত মানুষকে। আবার তারা পরের দিন লাইন দিত। চার বছরে পরিপূর্ণ প্রে(াগৃহে ৮৫০ রজনি অতিত্র(ম করেছিল 'কল্লোল'।

কল্লোল-এর উপর এই আত্র(মণ পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের মনে, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিপুল বিপরীত প্রতিত্রি(য়া তৈরি করল। উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার, সৌরী ঘটক সহ ভারতর(া আইনে আটক হওয়া সমস্ত রাজবন্দির মুক্তি(র দাবিতে ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে এক বিরাট মশাল মিছিল মিনার্ভায় আসে। ২৮ সেপ্টেম্বর (১৯৬৫) সর্বস্তরের শিল্পী-সাহিত্যিকেরা কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রতিবাদ সভা করেন। সত্যজিত রায় কল্লোল-এর উপর আত্র(মণকে 'বাংলা সংস্কৃতির উপর এক অন্যায় আঘাত' বলে বিবৃতি দিলেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তি(বর্গের আহ্বানে ১৯৬৬ সালের ২রা মার্চ জনাকীর্ণ ইউনিভার্সিটি হলে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনুপস্থিত নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর প্রতিবাদপত্রে লেখেন 'একদিকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং শাসকদলের আশ্রিত গুন্ডাদের আত্র(মণ অপরদিকে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক উৎপল দত্তের কল্লোল নাটকের বিজ্ঞাপন বর্জন— যোগাযোগটা সন্দেহজনক।... পর-মত অসহিষ্ণু(তার প্রকাশ করছে, অপর দিকে দেশে ফ্যাসিবাদের প্রস্তুতি পর্বের আভাস দিচ্ছে।' এই সভায় ৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, সমস্ত রাজবন্দির মুক্তি(, ভারতর(া আইন বাতিল, কল্লোল-এর বিজ্ঞাপন পুনঃপ্রকাশ, 'নীল আকাশের নীচে' ছবির প্রদর্শন বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার।

হবেই জয়...

১৯৬৬-র মার্চ-এপ্রিল মাসব্যাপী গণ আন্দোলনের দূরন্ত ঝড়ে নাস্তানাবুদ সরকার শেষ পর্যন্ত উৎপল দত্ত সহ 'ভারতর(া আইনে' ধৃত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি(দিতে বাধ্য হলেন। কল্লোল-এর অভিনয় কিন্তু এ সময়ে একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি— শূন্য থাকেনি মিনার্ভার একটি আসনও কোনোদিন।

১৯৬৬ সালের ৭ মে ল(াধিক মানুষের সমাবেশে মনুমেন্ট ময়দানে কল্লোল-এর বিজয় উৎসব পালিত হয় সদামুক্ত(বামপন্থী মানুষদের উপস্থিতিতে, বিশাল সুউচ্চমঞ্চে নির্মিত হয়েছিল ত্র(জার খাইবারের দৃশ্যসজ্জা। অভিনীত হয়েছিল কল্লোল-এর নির্বাচিত দৃশ্যাবলি। সমগ্র সভাটিতে নেতৃত্ব দেন শ্রীমতী শোভা সেন। বিংশ শতাব্দীর নাটকের ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায় 'কল্লোল'।

ঋণ স্বীকার   বিপ-ব মুখোপাধ্যায় এবং শারদসংখ্যা দেশহিতৈষী

রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণে ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরাতে এপিডিআর-এর উদ্যোগ

গত ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল জোট সরকার (মতায় আসার পর সারা রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের হামলা, লুঠ-পাটের ঘটনা সর্বজনবিদিত। সেই সময় দ(িণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, কাকদ্বীপ, বাসন্তীসহ বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের বহু ঘটনা দেখা যায়। এপিডিআর-এর উদ্যোগে পুলিশ প্রশাসনের কাছে বিষয়গুলো জানিয়ে বহু ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাঁচ বছর পর ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তৃণমূল সরকার (মতায় এলে, সেই পুরানো উপসর্গ আবার দেখা দেয়, কাকদ্বীপ মহকুমার বাপুজী গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈরাগীর চক, কৌতলা, ১৩নং নেবুতলা, রামকৃষ(চক, চ্যাটার্জির চক, হাটঘেরী, নাগের মহল, পাত্রপাড়া, পাকুড়তলা, রামরতনপুর, থান্যাড়া, ভক্তি(পুরসহ আরও বহু গ্রামের বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের উপর জোর জুলুম, হুমকি, আর্থিক জরিমানা শু(হয় এবং বলা হয় পুলিশ প্রশাসনকে জানালে ফল আরও মারাত্মক হবে -- এই হুমকি উপে(া করে যে দু-একজন পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, তাদের বি(দ্ধে আবারও জারি হয়েছে আর্থিক জরিমানা, না দেওয়ায় জমি-জমা আটকে রাখা হয়েছে। এদের বেশির ভাগ-ই ঘরছাড়া, যারা বাড়িতে থাকছেন তারা 'এক ঘরে' হয়ে রয়েছেন। দোকান-বাজারে গেলে তারা জিনিস কিনতে পারছেন না। ধান ভাঙাতে, সার কিনতে এমনকি আমন চাষের জন্য বীজতলা তৈরীতে ট্রাক্টর জমিতে নামাতে দিচ্ছে না। বহু পানের বরজ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

এ পি ডি আর, দ(িণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে কাকদ্বীপ কোস্টাল থানা, স্থানীয় মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরার সাথে যোগাযোগ করেও কোনো সুরাহা মেলেনি। গত ১৭ জুন ঘরছাড়া ২৯ জনের একটা তালিকা তৈরী করে তাদের সঙ্গে নিয়ে আলিপুর এস পি অফিসের সামনে বি(োভ দেখিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি ছিল অবিলম্বে ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরাতে হবে, ঐ এলাকায় শাসকদলের বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। জেলা পুলিশের প(থেকে আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও কাজের কাজ কিছু হয়নি।।

-- দ(িণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি

তেত্রিশ বছরে পা রাখা মেদিনীপুর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

দীপক বসু

তেত্রিশ বছরে পা দিল মেদিনীপুরের এ.পি.ডি.আর শাখা। ভবদেব মণ্ডলের হাত ধরে মেদিনীপুর সংগঠনের পথ চলা শু(। এই দীর্ঘ পথ চলায় প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসাব নিকাশ করা বেশ জটিল। অবিভক্ত(মেদিনীপুর জেলার এই সদর শাখা থেকেই এই বৃহৎ জেলার কাজকর্ম দেখাশোনা করা ভৌগোলিক ভাবেই বেশ কঠিন। কিন্তু কেবলমাত্র ভৌগোলিক কারণে সংগঠন বৃদ্ধির অন্তরায় নয়। আমরা দূরবর্তী অঞ্চলে ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, শিলদা, বান্দোয়ানেও সংগঠন গড়তে পেরেছি, অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী খড়্গপুর রেলশহরে আমাদের সংগঠনকে ধরে রাখতে পারিনি। খড়্গপুরের ইতিহাস বিচিত্র। বিশদে বলি নব্বুইয়ের দশকের মাঝামাঝি আমরা যখন খড়্গপুরে কোনো উদ্যোগী যুবককে খুঁজে পাচ্ছি না, ১৮ মদন বড়াল লেনে একদিন সুজাত ভদ্র আমাকে একটি পোস্ট কার্ড ধরিয়ে দিলেন। প্রেরকের নাম শ্রীকৃষ(ঘোষ, পেশায় ব্যবসায়ী, দোকানের নাম ইনঋতা। চিঠিতে খড়্গপুরে শাখা নেই বলে (োভ ব্যক্ত(করেছেন এবং শাখা খোলার বিষয়ে তিনি উদ্যোগী বলে জানিয়েছেন। পোস্ট কার্ড নিয়ে গোলবাজারে হাজির হই। উদ্যোগ শুধুমাত্র আহ্বানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। আরও একবার ভবদেব মণ্ডলের বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলা হাজির হল দুই যুবক একজন শ্যামল পটাধ্যায়ী, বর্তমানে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সম্মিলনীর সি.পি.এম.এর একটি গণসংগঠনের পদাধিকারী ও সমর চক্র(বর্তী, 'এডিটর' নামে খড়্গপুরের একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের সম্পাদক ও প্রকাশক।

ইন্দায় ভারতসেবাশ্রম সংঘের সামনে প্রায় তিরিশজনকে একত্রিত করে জগবন্ধুবাবু, বেদান্তদাকে নিয়ে গিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গড়া হয়, স্থানীয় অবসর ক্লাবেও একাধিকবার বসা হয়। দূর্গাপুরে রাজ্য সম্মেলনে শ্যামল ও সমর উপস্থিত থাকে কিন্তু ২০০২ সালে মেদিনীপুর শহরে রাজ্য সম্মেলনে অনুপস্থিত, সংগঠন উধাও।

খড়্গপুর আই.আই.টির কতিপয় অধ্যাপক এবং কর্মচারী এপিডিআর সম্পর্কে কখনও কখনও উৎসাহ প্রকাশ করলেও বাস্তবিক কিছু হয়নি। খড়্গপুরে সংগঠনকে ধরে রাখতে না পারার অন্যতম কারণ পশ্চিমবঙ্গের এই শহরে বাঙালির জনসংখ্যা শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ আর আমরা অবাঙালিদের মধ্যে আমাদের সংগঠনের প্রচার করতে পারিনি। এই শহরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মতো দুর্বৃত্তদের সন্ত্রাসও সমান শক্তি(শালী। বাম জমানায় ছিল বাসব রামবাবু রাজ যার হাতে নারায়ণ চৌবের দুই পুত্র খুন হয়েছিল। নয় বছর জেল খাটার পর এখন জামিনে মুক্ত(। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে বর্তমানে দ(িণ ভারতীয় সমাজ বিরোধী শ্রীনু নাইডু রাজ। বাম জমানায় সি.আই.টি.ইউ এর নেতা উদয় মাইতি প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হলেও মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টির জেলা নেতৃত্ব খুনীকে চিহ্নি(ত করে শাস্তি দেওয়ার (ে ত্রে কোনো ভূমিকা নেয়নি। আজও উদয় মাইতির পরিবার বিচার পায়নি। এই হল খড়্গপুর সংগঠনের ব্যর্থতার ইতিহাস। যে মানুষটি মেদিনীপুর সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশী সময় দিয়েছেন এবং এ.পি.ডি.আর কে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাক্ত(ন সরকারী কর্মচারী হরিপদ দাস। শিলদা, বিনপুর, বান্দোয়ানে আমরা যে সংগঠন গড়তে পেরেছি তাতে হরিপদবাবুর ভূমিকা অনবদ্য। হরিপদবাবুর উদ্যোগে ঘাটালেও আমরা একাধিক সভা করেছিলাম। বান্দোয়ানে লোক সেবক সংঘের কর্মী সুশীল মাহাতো এক সময়ে উদ্যোগী হলেও পরে হারিয়ে গিয়েছেন বরং অনেক আদিবাসি সাঁওতালি সাহিত্য সংস্কৃতি কর্মীরা এগিয়ে এসেছেন। ঝাড়গ্রামে পিয়াসা দাশগুপ্তর সময় থেকে নানা সময়ে উদ্যোগ নেওয়া হলেও ফটিক ঘোষের নেতৃত্বেই শাখা একটি স্থায়ী রূপ পেয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের শ্রীরামপুরে হলদি নদীর তীরে শাখার ব্যানার তৈরী করে প্রস্তুতি কমিটি গড়া হয়েছিল, পানিহাটিতে রাজ্য সম্মেলনে তাঁরা বক্ত(ব্যও রেখেছিলেন, পরে তা নিষ্ি(য় হয়ে যায়। দীঘার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ মিশ্র এ.পি.ডি.আর শাখা গড়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এবার আসি মেদিনীপুর শাখার কথায়—এত(ণ ধরে আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা বললাম। আমাদের না পারার কাহিনী আরও আছে। মেদিনীপুর শহরে মহাতাবপুরে একটি মন্দির নির্মাণ নিয়ে গন্ডগোল হয়। পুলিশ গুলি চালায়, ১৯৪৭ এর পর মেদিনীপুর শহরে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ এই প্রথম গুলি চালায়। গুলিতে এক নিরীহ পথচারীর মৃত্যু হয়। আমরা দোষী পুলিশের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারিনি। ব্যবস্থা করতে পারিনি যথার্থ আর্থিক (তিপূরণের, শুধুমাত্র নিহত মানুষটির প্রতি সহানুভূতি দেখানো ছাড়া, যেখানে সম্প্রতি আমাদের দেশে পিলভিট শহরে দশজন শিখ পূণ্যার্থীকে জঙ্গি অভিযোগে ঠাণ্ডা মাথায় ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করে এবং সিবিআই বিশেষ আদালতে সাতচল্লিশ জন পুলিশের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছে।

প্রসঙ্গত্র(মে বলি পশ্চিম মেদিনীপুরে ডেবরার কাছে জাগুলগ্রামে সৌমেন্দু মণ্ডলের পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু হয়। স্বনামধন্য অপূর্ব বাগ তাকে পিটিয়ে হত্যা করে, পরে বন্দি অবস্থায় পালাবার তত্ত্ব খাড়া করে। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে পোস্ট মর্টেম করেন বিখ্যাত ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ অপূর্ব নন্দী। আমরা তাঁর সাথে কথা বলে প্রকৃত তথ্য জানতে পারি, উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে নিহতের পরিবার হিন্দু হলেও শবদেহটি দাহ না করে কফিন বন্দি অবস্থায় সমাধিস্থ করা আছে। জেলা পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে আমরা মামলা না করি। একজন তৃণমূল নেতা সৌমেন্দুর

স্ত্রীকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় জিপ থেকে লাফিয়ে পালাতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে, বিনিময়ে খুনী পুলিশ মোটা অঙ্কের টাকা দেয় কিন্তু এতকিছু করেও পুলিশ শেষর(া করতে পারেনি আমরা নিহত সৌমেন্দু মণ্ডলের মা-এর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করি হাইকোর্টে, সিবিআই আটজনকে দোষী সাব্যস্ত করে তার মধ্যে ডিএসপি পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারও আছেন। খুনি পুলিশেরা ল(ল(টাকা ব্যয় করে শাস্তি থেকে অব্যহতির চেষ্টা করছে। আমরা চূড়ান্ত রায়ের অপে(ায় আছি। এ.পি.ডি.আর এর ঝুলিতে হেফাজত মৃত্যুর ইতিহাসে একটি মাইল স্টোন শুভঙ্কর ষড়ঙ্গী হত্যা মামলা। আশির দশকের শেষে গোপীবল্লভপুরে স্কুল ছাত্র শুভঙ্কর ষড়ঙ্গীকে কুখ্যাত পুলিশ অফিসার গোবিন্দ বি(াস (রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত) পিটিয়ে হত্যা করে। মেদিনীপুর শাখা চোদ্দ বছর ধরে সেই মামলা লড়ে দোষী পুলিশদের শাস্তি দিতে স(ম হয়। শাখা এই রায়ের জন্য বিচারক হিমাদ্রি গুহ রায় এবং আইনজীবী শ্যামসুন্দর দাসের কাছে কৃতজ্ঞ । এই মামলায় দোষী পুলিশেরা যেমন ল(ল(ঘুষের টাকা ব্যয় করেও শাস্তি এড়াতে পারেনি আমরা আশা রাখি সৌমেন্দু মণ্ডল হত্যা মামলায়ও পুলিশ আধিকারিকেরা শাস্তি থেকে অব্যহতি পাবে না।

মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে কোনো রাজনৈতিক বন্দি অসুস্থ হয়ে পড়লে আগে আমরা পৌঁছাতে পারতাম। বন্দিদের পড়াশুনা করার জন্য এপিডিআর এর অনেক উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা জেল কর্তৃপ(র মাধ্যমে আমরা পৌঁছে দিয়েছিলাম। জেলের অনিয়ম, বিচারাধীন শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দির কারাগারে মৃত্যু নিয়ে পূর্বে আমরা যেমন তাৎ(ণিক তৎপরতা দেখাতে পারতাম গত কয়েক বছর তেমন আর পারি না তার কারণ একাধিক কারা কর্তৃপ(গণতান্ত্রিক রীতিনীতি কিছুই মানছে না। সবং কলেজের ছাত্র খুনের ঘটনায় ধৃত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকারে বন্দি ছাত্রদের কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরীকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি এবং স্থানীয় বিধায়ক মানস ভূইএ(া যাতে দেখা করতে না পারেন সেজন্য ধৃত ছাত্রকে হাওড়া সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক বন্দির পরিবারের লোকেরা যাতে বন্দিদের সাথে দেখা করতে না পারে সেজন্য তাঁদের মেদিনীপুর সংশোধানাগার (পড়ুন নয়া সংশোধনাগার) থেকে রাজ্যের দূরবর্তী নানা কারাগারে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। অথচ কুখ্যাত মাফিয়া শ্রী নু নাইডুর সাথে খড়গপুর পৌরসভার প্রাক্ত(ন চেয়ারম্যান জহর পাল মেদিনীপুর কারাগারে দেখা করে খড়্গপুর পৌরসভা দখল করার ঘুঁটি সাজায়।

এপিডিআর শাখা সংগঠনগুলির যেকটি প্রকাশনা আছে মেদিনীপুর শাখা তার অন্যতম। মেদিনীপুর শাখার যে দুটি প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য একটি সংগঠনের সংবিধান অন্যটি পূর্ণেন্দু মণ্ডলের গবেষণাপত্র 'এপিডিআর ও পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক অধিকার আন্দোলন'। ৯ই এপ্-িল ২০১৬য় মেদিনীপুর শহরে শ্যাম সংঘে আয়োজিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে শাখার প(থেকে একটি নিউজ লেটার নিয়মিত প্রকাশের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

বিলম্বিত বিচার অবিচারের নামান্তর সংবাদপত্রে দেখলাম ৩৩ বছর পর বিচার। ১৯৮৩ সালে চড়িলামের প্রাক্ত(ন কংগ্রেস বিধায়ক পরিমল সাহার হত্যাকান্ডে ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করল নিম্ন আদালত। বিচার বিলম্বিত হয় বা বিচারে কম সময় দেওয়া হয়, বিচারকের অভাবে। সম্প্রতি এই সংক্র(াক্ত একটি জাতীয় আলোচনা চক্রে(প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কাঁদতে দেখা গেল। আমাদের দেশে মামলা প্রতি বরাদ্দ সময় ২ থেকে ৫ মিনিট।

কলকাতা হাইকোর্টের কথাই ধরা যাক। এখানে একজন বিচারকের সামনে দৈনিক গড়ে ১৬৩টি মামলার ফাইল জমা পড়ে। সময় বরাদ্দ মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘন্টা। অর্থাৎ একটি মামলার জন্য বরাদ্দ মাত্র দুই মিনিট। শুভঙ্কর ষড়ঙ্গী হত্যা মামলার শাস্তির জন্য মেদিনীপুর শাখাকে অপে(া করতে হয়েছিল চোদ্দ বছর। জানি না ডেবরার জাগুল গ্রামের সৌমেন্দু মণ্ডল হত্যা মামলার জন্য মেদিনীপুর শাখাকে আরও কতদিন অপে(া করে থাকতে হবে! আবারও বলি বিলম্বিত বিচার অবিচারের নামান্তর।

আলিপুরদুয়ারে রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে ১৬ই-১৭ই মার্চ ২০০২ এ মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত ঊনত্রিশতম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের কিছু তথ্য একনজরে উপস্থিত করছি।

বাম জমানায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যেই যথেষ্ট জাঁকযমকপূর্ণ সম্মেলন হয়েছিল শিলিগুড়ি সম্মেলনের পর সেটি ছিল সবচেয়ে সুব্যবস্থাপূর্ণ একটি সফল সম্মেলন। সম্মেলনকে সফল করার যে আহ্বান রাখা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সেই সময়ের স্থানীয় বিধায়ক সাংসদ থেকে শু(করে রামকৃষ(মিশনের সন্ন্যাসীও ছিলেন।

সম্মেলনের মোট প্রতিনিধি ছিল- ৩০০

প্রতিনিধিত্ব ছিল- ৪৯টি শাখার

সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব ছিল না ১১টি শাখার

দেগঙ্গা, মধ্যকলকাতা, সন্তোষপুর-মেটিয়াবু(জ, বোলপুর, জলপাইগুড়ি, বেলডাঙ্গা, ডোমকল, লালগোলা, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ (লালবাগ) এমনকি আলিপুর দুয়ার শাখাও কেন্দ্রীয় সম্মেলনের জন্য অনুদান দেয়নি। বিল-কুপন বিজ্ঞাপন বাবদও কোন অর্থ সংগ্রহ করেনি এমন সংখ্যা ১১টি শাখা।

আমি সেইসব শাখার নাম ইচ্ছাকৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করলাম না। সম্মেলনে ৩০০ প্রতিনিধির মধ্যে বক্ত(ব্য রেখেছেন ৪১ জন। সবচেয়ে বেশী প্রতিনিধিত্ব ছিল ডায়মন্ড হারবার শাখার ২৯ জন। সবচেয়ে কম প্রতিনিধি ছিল ১ জন করে ৪টি শাখার, বসির হাট, চুঁচুড়া, বেলিয়াতোড় ও মালদহ শাখার । আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আমরা চাই এরকম তথ্য একনজরে তাঁরাও প্রকাশ ক(ন।

বহরমপুরে টুকটুক উচ্ছেদ বিরোধী কনভেনশন

সোমনাথ বসু

বহরমপুর ওয়াই.এম.এ (YMA) ময়দানে গত ছয়ই জুন সোমবার টুকটুক উচ্ছেদ বিরোধী মঞ্চের উদ্যোগে এক বিশাল গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। প্রায় দেড় হাজার টুকটুক চালক সেদিন গাড়ি নিয়ে মাঠে উপস্থিত হয়ে জানায় যে, আচমকা সরকারী ফরমান জারি করে চালু টুকটুকগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট প্রটোটাইপ মডেল ছাড়া অন্য টুকটুক যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে যে ঘোষণা করা হয়েছে, অজুহাত হাইকোর্টের রায়। মানুষের নিরাপত্তার জন্যই নাকি সমস্ত চালু টুকটুক বাতিল করে সরকার নির্দিষ্ট বিশেষ (!) বেসরকারী কোম্পানির টুকটুক কিনতে হবে নইলে পথে চলার অনুমতি পাওয়া যাবে না। এই ঘোষণায় দেশজুড়েই টোটো চালকদের মাথায় হাত। কিন্তু এরই মধ্যে, দেশের মধ্যে হয়ত প্রথম বহরমপুরের টুকটুক চালকেরাই দলমত নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ হয়েছেন, পথে নেমেছেন এবং অন্যান্য অঞ্চলের যেমন জঙ্গীপুর, কান্দি, ডোমকল প্রভৃতি অঞ্চলের টুকটুক চালকদেরও পাশে আনবার চেষ্টা করছেন। কেউ জমি বেচে, কেউ পরিবারের গহনা বেচে, কেউ চড়া সুদে টাকা ধার করে অল্প কিছুদিন আগেই টুকটুকগুলি কিনে স্বাধীনভাবে সামান্য কিছু হলেও রোজগার করে সৎপথে পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাচ্ছিলেন। কেউ তাদের বারণও করেনি। বাধাও দেয়নি। তাহলে আজ রাতারাতি এককথায় পরিবেশ ও নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে যদি এতগুলি চালক এবং তাদের উপর নির্ভরশীল আরো প্রায় পাঁচগুণ মানুষের উপার্জনের উপায় কেড়ে নিয়ে তাদের পথে বসানোর পরিকল্পনা করা হয় তাহলে তারা যাবে কোথায়? এই (্াভ উঠে এসেছে শতশত চালকদের সঙ্গে ব্যক্তি(গত আলাপচারিতায়, প্র্াোত্তরের মধ্যে এবং কনভেনশনে একের পর এক বক্ত(ার বক্ত(ব্যে। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রকে উপে(া করে শত শত প্রতিবাদী লড়াকু মেজাজে অংশগ্রহণকারী টুকটুক চালকদের মুহুর্মুহু স্লোগানের মধ্য দিয়ে দুপুর আড়াইটেয় কনভেনশন শু(হয়। কনভেনশনের প্রস্তাবনা পেশ করেন সন্দীপ সরকার। তারপর অরণির অমিতেষ সরকার (তুবিদা) গান ধরেন 'স্লোগান দিতে গিয়ে আমি চিনতে শিখি নতুন মানুষজন...' উপস্থিত সমস্ত প্রতিবাদী মানুষের তালে তালে হাততালির মধ্য দিয়ে প্রথম থেকেই বোঝা যায় এই কনভেনশন গতানুগতিকতার গন্ডী ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে অনেক দূর। এরপর এ.পি.ডি.আর-এর প(থেকে প্রতিবেদনের সমর্থনে বক্ত(ব্য রাখেন এ.পি.ডি.আর-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রী সোমনাথ বসু। তিনি তাঁর বক্ত(ব্যে এই লড়াইকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর জোর দেন এবং এই টুকটুক উচ্ছেদ এবং প্রোটোটাইপ মডেলের নামে অজ্ঞাত কোনো নির্দিষ্ট মডেলের গাড়ি কিনতে বাধ্য করা আসলে বিশ্বায়নেরই আত্র(মণ তা তুলে ধরেন এবং টুকটুক চালক এবং টুকটুক যাত্রীদের মিলিত সংগ্রাম যে বিশ্বায়নের চত্র(ান্তকে (খে দিতে পারে তা ব্যক্ত(করেন। এরপর কয়েকজন সংগ্রামী টুকটুক চালক অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় তাদের যন্ত্রণা ব্যক্ত(করেন। বিশেষতঃ দু পায়ে পোলিও আত্র(ান্ত প্রতিবন্ধী টুকটুক চালক মুসা সেখ যখন টুকটুক উচ্ছেদ হলে তার অবস্থা কি হবে এই প্র্া তোলেন তখন গোটা সভাস্থল আতঙ্ক ও ত্রে(াধে নীরব হয়ে যায়। সভায় বক্ত(ব্য রাখেন নভেম্বর বিপ-ব শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির প(, অধিকার আন্দোলন-গণ আন্দোলনের সুপরিচিত মুখ, শ্রী অমিতাভ চত্র(বর্তী। তিনি প্রতিটি টুকটুক চালককে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য শ্রমদপ্তরের কাছে দাবি জানানোর আহ্বান রাখেন এবং বলেন নগদ টাকা দিয়ে টোটো কেনা এবং সরকারকে প্রাপ্য কর মিটিয়ে দেওয়ার পর টোটো উচ্ছেদ করে (টি-(জি থেকে উচ্ছেদ করা যায় না। তিনি আরো বলেন— বহরমপুরই প্রথম এই সংগ্রামের বার্তা দিয়েছে, এই লড়াই-এর বার্তা অন্যত্র ছড়ানোর জন্য সংবাদমাধ্যমগুলির কাছেও দাবি করতে হবে।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার গান শোনান অমিতেষ সরকার। রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে শু(করে আরো কয়েকটি গান ও সময়োপযোগী বক্ত(ব্য কনভেনশনে অন্যমাত্রা যোগ করে। শ্রোতাদের বারংবার হাততালির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় তাঁর গান শ্রোতাদের অন্তর কীভাবে গ্রহণ করেছে। বক্ত(ব্য রাখেন আসানসোল-দুর্গাপুর গণ অধিকার মঞ্চের ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী। পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচী সভাস্থল থেকে ঘোষণা করা হয় এবং উপস্থিত সকলেই হাত তুলে সহমত ব্যক্ত(করেন। কনভেনশনে মোট পাঁচ দফা দাবি পেশ করা হয়।

আগামী নয়ই জুন বিশাল মিছিল ও জমায়েতের মধ্য দিয়ে জেলাশাসক/আর.টি.ও/পৌরপ্রধান ও আঞ্চলিক শ্রমদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে উক্ত(পাঁচদফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন কর্মসূচীর প্রস্তাব সর্বসম্মতিত্র(মে গৃহীত হয়।

সংযোজন — নয়ই জুন পরিকল্পনা মাফিক প্রায় এক হাজার টোটো চালক বিশাল মিছিল করে নির্ধারিত ডেপুটেশন সবকটি দপ্তরেই দেয়। প্রত্যেকে দাবিগুলির সঙ্গে একমত এবং সহানুভূতি জানিয়েও বলেন উর্দ্ধতন কর্তৃপ(র নির্দেশের কাছে তারা অসহায়। টোটো চালকরা অটুট মনোবলে তৈরী হচ্ছেন পরবর্তী কর্মসূচীর জন্য।

এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের রায়

১) কোনো চালু ই-রিক্সা আপাতত বাতিল হবে না।

২) নতুন কোনো গাড়ির রেজিস্ট্রেশন হবে না।

৩) চালু ই-রিক্সাগুলির প্রত্যেকটিকেই প্রশাসনিক ছাড়পত্র নিতে হবে।

৪) এই ছাড়পত্র দেবে জেলা প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপ(যৌথভাবে। এই ব্যাপারে উভয় কর্তৃপ(র প(থেকে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরি করা হবে।

এই রায় আন্দোলনের দাবিগুলির সঙ্গে সাযুয্যপূর্ণ বলে মনে হয়। আন্দোলনকারীরাও এই রায়কে তাদের আন্দোলনের এক ধাপ সাফল্যের সূচক হিসাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

ছাত্র কৌশিক পুরকাইত হত্যায় দ(ণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির কর্মসূচী

৯মে , বাহাদুর পশ্চিমপাড়ায় ঘটনা ঘটে

১০মে এ পি ডি আর, ডায়মন্ড হারবার শাখা তথ্যানুসন্ধান করে। ঐ দিনই ডায়মন্ড হারবার থানায় বি(ভসহ IC-কে স্মারক লিপি প্রদান করে।

দাবি -- কৌশিক হত্যায় যুক্ত(পঞ্চায়েত সদস্য তাপস মল্লিকসহ সমস্ত অভিযুক্ত(দের গ্রেপ্তার করতে হবে, অভিযুক্ত(দের কোনো রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া চলবে না।

১২ মে, এ পি ডি আর , দ(ণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে গ্রামবাসীদের নিয়ে আলিপুরে এস.পি. ও ডি.এম. অফিসের সামনে বি(ভ সহ স্মারকলিপি প্রদান।

দাবি -- কৌশিক হত্যায় যুক্ত(তাপস মল্লিকসহ সমস্ত অভিযুক্ত(দের গ্রেপ্তার কৌশিকের পরিবারকে উপযুক্ত((তিপূরণ।

১৬মে, ডায়মন্ড হারবার বিগ বাজারের সামনে শাখার উদ্যোগে পথসভা বিকাল ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

দাবি -- কৌশিক হত্যায় গ্রেপ্তার নির্দোষ ৩ গ্রামবাসীকে মুক্তি(, সমস্ত অভিযুক্ত(দের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। বক্ত(া -- শংকর বি(্বাস, ধীরাজ সেনগুপ্ত, অসীম গিরি, সোমনাথ ভট্টাচার্য, ছন্দা হালদার (কৌশিকের মাসি) সন্ধ্যা হালদার, নীলয় হালদার, আলতাফ আহমেদ, সানোয়ার লস্কর।

১৮মে, এ পি ডি আর, দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে গ্রামবাসীদের নিয়ে ভবানী ভবন সি আই ডি দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান।

দাবি -- কৌশিক হত্যায় গ্রেপ্তার নির্দোষ ৩ গ্রামবাসীর মুক্তি(এবং সমস্ত অভিযুক্ত(দের গ্রেপ্তার ও দ্রুত চার্জ শিট প্রদান।

২৯ মে, ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে কৌশিক হত্যায় ধৃতদের সনাক্ত(করণ (TI Parade), দ্রুত চার্জশিট পেশ ও নিরপরাধ ৩ গ্রামবাসীর মুক্তি(র দাবিতে পথসভা, বাহাদুরপুর গ্রামের নতুন হাট মোড়ে। বক্ত(া -- চন্দ্রা পুরকাইত (কৌশিকের মা), ছন্দা হালদার (মাসি), নীলয় হালদার, সন্ধ্যা হালদার (গৃহবধূ), সোমনাথ বসু, অসীম গিরি, বিধান সাহা, সামসুর আলম, শংকর বি(্বাস প্রমুখ।

১ জুলাই, প্রবল জনমতের চাপে ঘটনার পরের দিন ১০মে নিরপরাধ ৩ গ্রামবাসী, সূর্যপাড়ার বাসিন্দা পান্নালাল মন্ডল, রাম হালদার ও শ্যাম হালদারদের প্রথমে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করে। ১ জুলাই ডায়মন্ড হারবার নিম্ন আদালত ঐ ৩ জনের জামিন মঞ্জুর করেন।

যতীন লাহিড়ী স্মারক বক্ত(তা

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৬ রবিবার বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীরামপুর টাউন হলে

বিষয় আত্র(ান্ত ভারতীয় বহুমাত্রিকতা— আমাদের দায়

বক্ত(া তানভীর নাসরিন ও শুভেন্দু দাশগুপ্ত

— এপিডিআর, শ্রীরামপুর শাখা